উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর

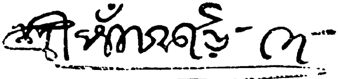
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় করকমলেষু

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এণ্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।





F. A. P. Syndicate, Calcutta

জাবন্মু

হিপনটিক উপন্যাস

গ্রন্থকারের

অন্যান্য গ্রন্থ

মায়াবী

মনোরমা

মায়াবিনী

পরিমল

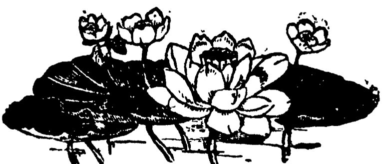
সতী শোভনা

জীবন্মৃত-রহস্য

হত্যাকারী কে

নীলবসনা সুন্দরী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
অথবা গ্রন্থকারের নিকট
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।



উপক্রমণিকা

রাত্রি গভীর, নিরন্ধকার, নির্নক্ষত্র এবং নীরব। অতিদূরে দেবদারুশ্রেণীর অন্তরালে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, এবং কোটী কোটী স্বর্ণকররেখা ধীরে ধীরে ধরণীর তৃণশ্যামল বক্ষঃ বেষ্টন করিতেছে। পাখীরা প্রভাতী গায়িতেছে; এবং এক শাখা হইতে অপর শাখায়, কখন এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে উড়িয়া বসিতেছে; এবং কোনটা উড়িয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ক্রমে নির্ম্মেঘ আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল, নিবিড় তরুশীর্ষ রৌদ্র-রঞ্জিত, ক্রমে দিগ্‌দিগন্ত প্রস্ফুট ও সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল; চাহিয়া চাহিয়া কিশোরীর বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু নিমীলিত হইয়া গেল; তথাপি সে দেখিতে লাগিল, সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য—সেই রৌদ্রময়ী রজনী—তারা নাই—মেঘ নাই—অন্ধকার নাই, এবং সূর্য্যের সেই স্বর্ণকিরণ দেবদারু-পত্রের অগ্রভাগ হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার সুন্দর মুখমণ্ডলে পড়িতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল—পরক্ষণে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল।

পার্শ্বে একজন কুৎসিতা যুবতী দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার মূর্চ্ছিত দেহ নিজের কোলে টানিয়া তুলিয়া লইল। এবং মূর্চ্ছিতার আপাদমস্তক হস্ত সঞ্চালন করিয়া মৃদুস্বরে কি একটা মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে মূর্চ্ছিতার মোহ অপনোদন হইল। সে ধীরে ধীরে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কহিল, "জুলেখা, আমি কোথায় ?"

জুলেখা পার্শ্ববর্ত্তিনীর নাম। জুলেখা বলিল, "কেন, তোমাদের জাহিরায়। সেলিনা, অমন করিয়া চারিদিকে চাহিতেছ কেন, তোমার কি ভয় করিতেছে ? এই যে আমি রহিয়াছি, ভয় কি ?"

সেলিনা জুলেখার মুখের দিকে চকিতনেত্রে একবার চাহিল। তাহার পর বলিল, "আমার এখানে বড় ভয় করিতেছে ; চল, বাড়ীর ভিতরে যাই।"

"চল যাইতেছি," বলিয়া জুলেখা সেলিনাকে ধরিয়া তুলিল।

সেলিনা কহিল, "আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে ; চলিব কি—উঠিয়া দাঁড়াইতে পা কাঁপিতেছে।"

জুলেখা বলিল, "যাহাতে জোর পাও, তাহা করিতেছি।"

পুনরায় জুলেখা, সেলিনার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠের সহিত হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। এবং এক একবার তাহার কপালে নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ দিতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন বেশ সুস্থ হইয়াছ ?"

সেলিনা বলিল, "হাঁ, এখন আর আমাকে ধরিতে হইবে না—আমি নিজেই বেশ যাইতে পারিব।"

জুলেখা বলিল, "তবে চল।"

যাইতে যাইতে জুলেখা বলিল, "এখন কাঁউরূপীকে চিনিতে পারিলে? আমার কথায় আর অবিশ্বাস নাই?"

সেলিনা বলিল, "এ সব গুপ্তবিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে? তুমি পিশাচ-সিদ্ধ—তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।"

জুলেখা বলিল, "সবই কাঁউরূপীর মহিমা—তিনি দিনকে রাত করিতে পারেন—রাতকে দিন করিতে পারেন; একটা প্রমাণ ত আজ দেখিলে।"

সেলিনা বলিল, "কাঁউরূপী কে?"

জুলেখা। দেবতা।

সেলিনা। না, অপদেবতা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

এতদিনের পর মুদ্রাযন্ত্রের সুদীর্ঘ কারাবরোধ হইতে "জীবন্মৃত-রহস্য" অব্যাহতি লাভ করিল। ছাপাখানার কর্ম্মচারিগণের হস্তে "জীবন্মৃত-রহস্যের" জীবন্মৃত অবস্থাই ঘটিয়াছিল।

ইহা হিপ্‌নটিক উপন্যাস। হিপ্‌নটিক উপন্যাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে বাহির হয় নাই। আমার এই নূতন উদ্যমে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিরূপে বলিব ?

আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকের চিত্তরঞ্জন! অদ্যাপি আমার যে কয়েকখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহাও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহাতেও আমি সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমার যত্ন ও চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের বিচারাপেক্ষ। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিয়া আমার সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে আমি যেরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব উৎসাহ পাইয়াছি, ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইরূপ উৎসাহ পাইলে, এই ধরণের আরও দুই-একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা আছে।

চিত্তোত্তেজক উপন্যাস (Sensational Novel) সকলেরই পক্ষে উপাদেয়—বিশেষতঃ কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে। কারণ, তাঁহাদের অবসর খুব কম। সেই ক্ষুদ্র অবসরে ভাববহুল,এবং গভীর গবেষণা ও নীতিপূর্ণ উপন্যাস অপেক্ষা এইরূপ ঘটনাবহুল চিত্তাকর্ষক উপন্যাস প্রীতিকর। সুতরাং আশা আছে, "জীবন্মৃত-রহস্য" সাধারণের নিকটে আদৃত হইবে; কারণ ইহাও সেই শ্রেণীভুক্ত।

২রা চৈত্র
১৩০৯ সাল

গ্রন্থকার

প্রথম খণ্ড

অদৃষ্ট-গণনা

(জীবন্মৃত্যু)



জীবন্মৃত-রহস্য

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহে বিপদ্

বালিগঞ্জের একটী সুসজ্জিত স্নিগ্ধ বাংলোর মধ্যে বসিয়া চারিজন লোক প্রচুর হাস্য পরিহাসে, বিদ্রূপ কৌতুকে একদিন গ্রীষ্মের স্তব্ধ প্রভাত অতিবাহিত করিতেছিলেন।

তাঁহাদিগের এক জনের নাম, মিঃ আর্ দত্ত, ওরফে রাসবিহারী দত্ত। ইনিই এই সুরম্য উদ্যান-বাটীকার সত্বাধিকারী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হইবে। মাথার চুল অধিকাংশ শুভ্র। তাঁহার মুখাকৃতি ও কৃষ্ণচক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায়, তিনি এক জন উচ্চ-শ্রেণীর বুদ্ধিমান্।

বাকী তিন জনের দুইজন দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়। তদুভয়ের নাম অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং সুরেন্দ্রনাথ বসু। উভয়েই সমবয়স্ক। বয়ঃক্রম

ত্রিশ বৎসরের বেশী নহে। অপর লোকটি একজন সাহেব, নাম মিঃ বেণ্টউড। বেণ্টউডের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইলেও তাঁহার মুখমণ্ডল যৌবনশ্রীযুক্ত। দেহ দীর্ঘ, সবল, সুস্থ, পরিষ্কৃত। তাঁহার দৃষ্টি, মুখ এবং মুখভাবের উপর যেন একটী ছদ্ম আবরণ সংলগ্ন আছে, এপর্য্যন্ত একবারও তাহা উন্মুক্ত করা হয় নাই, সুতরাং সে আবরণের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও কোন সন্দেহ করিতে পারিত না। বরাবর এক ভাবেই লোকে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছে। 'চক্ষু হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ' কথাটা এখানে একেবারেই খাটে না। যাহা হউক এই বেণ্টউড সাহেব একজন উত্তম চিকিৎসক। স্বীয় পারদর্শিতায় তিনি অতি অল্প সময়ে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি ও যশঃ আশাতীতরূপে অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দত্ত সাহেব ও বেণ্টউড উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। অবসর পাইলেই বেণ্টউড, দত্ত সাহেবের উদ্যান-বাটীকায় আসিয়া প্রচুর চা, চুরুট ও বিস্কুট উপভোগ করিতেন। এবং সেই উপভোগের সময় উভয়ে মিলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হাস্য পরিহাস ও বিদ্রূপ কৌতুকে মনোনিবেশ করিতেন।

আজও চা'র অভাব নাই—চুরুটের অভাব নাই—বিস্কুটের অভাব নাই—সুতরাং বাধাশূন্য গল্পস্রোতঃ হাস্যকলনাদে খরতর বেগে বহিতেছে।

অমরেন্দ্রনাথ একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্র লইয়া পাঠ করিতে-ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে বেণ্টউডের গল্পকালীন, মুখের ভাবভঙ্গি অনন্যমনে কৌতুকাবিষ্টচিত্তে দেখিতেছিলেন। বেণ্টউডও এক এক-বার সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। বেণ্টউডের এইরূপ বারংবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে সুরেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যের সহিত

তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার মুখের দিকে এরূপ ভাবে বারংবার্ চাহিতেছেন কেন ?"

বেণ্টউড বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিলে আমার আর একটি লোকের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। অনেক দিন হ'ল, সে লোকটা মারা গিয়াছে।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তিনি কি আপনার কোন একজন বন্ধু ছিলেন ?"

বেণ্টউড বলিলেন, "বন্ধুত্ব ? সে লোকটা আমার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিল ; আমি তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম।"

সুরেন্দ্রনাথ সপরিহাসে খপ্ করিয়া কহিলেন, "বোধ করি, আমি সে জন্য আপনার ঘৃণার পাত্র না হ'তে পারি।"

বেণ্টউড সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সে কি কথা ! তা' তুমি হ'তে যাবে কেন ? তবে অনেক সময় মুখের সাদৃশ্যে চরিত্রটা অনেকেরই এক রকমই দেখা যায়। কি জানি, হয় ত ইহার পর তুমি আমার পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠিতে পার, সেজন্য হয় ত আমিও তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে পারি। বিশেষতঃ আমরা দুজনে সমব্যবসায়ী। আচ্ছা, সুরেন্দ্রনাথ, তুমি কি পামিষ্ট্রী * বিশ্বাস কর ?"

সুরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

দত্ত মহাশয় আর একটী চুরুটে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক বলিলেন, "কি বাজে কথা নিয়ে মত্ত হ'লে মিঃ বেণ্টউড !"

বেণ্টউড সে কথায় কোন উত্তর না করিয়া অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি পামিষ্ট্রী বিশ্বাস কর ?"

---

* Palmistry সামুদ্রিক বিদ্যা, করতলের রেখাদি বিচারের দ্বারা ভবিষ্য বিষয় গণনা করা।

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কিছু না। আপনি ?"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি," বলিয়া বেণ্টউড সাহেব নিজের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সুরেন্দ্রের সম্মুখে বসিলেন। এবং সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ ও বাম হস্তের কর-রেখাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া ক্ষণপরে বলিলেন, "জীবন্মৃত্যু—তোমার জীবনে জীবন্মৃত্যু একটী প্রধান ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ, এ প্রহেলিকার অর্থ কি বল দেখি ?"

শুনিয়া, শিহরিত হইয়া, চকিত হইয়া বিস্ময়সংক্ষুব্ধকণ্ঠে সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "জীবন্মৃত্যু! ডাক্তার সাহেব, আপনার এ অসঙ্গত কথার কোন মানে খুঁজিয়া পাই না।"

বেণ্টউড। সহজে ইহার মানে হইবে না। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

"জী-ব-ন-মৃ-ত্যু!" চক্ষু, ললাট, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বোধ হয়, আপনি পক্ষাঘাতের কথা বলিতেছেন ?"

বেণ্টউড। ঠিক হইল না।

চুরুটে একটী সুদীর্ঘ টান দিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "তবে কি কোন প্রকার মৃগীরোগ নাকি হে ?"

বেণ্টউড। তাহাও নয়।

সুরেন্দ্রনাথ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ বেণ্টউড, আপনিই আপনার এ প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারেন। আমাদের সাধ্যায়ত্ব নয়।"

বেণ্টউড বলিলেন, "না, আমি নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যা' ঘটিবার সম্ভাবনা, তা' আমি অনুভবে কিছু বুঝিতে পারিয়াছি মাত্র।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি কি অনুমান করিয়াছেন, বলুন। আমাকে লইয়াই যখন এ অদ্ভুত প্রহেলিকার সৃষ্টি, এ সম্বন্ধে যা' কিছু সমস্ত বিষয় জানিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "ভবিষ্যতের কথা যত অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। তোমার অদৃষ্ট-লিপি জীবন থাকিতে তোমার মৃত্যু, যদি না তুমি—"সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "তুমি কি এ বিপদের হাত এড়াইতে চাও?"

সুরেন্দ্র। মনে করিলে কি পারি?

বেণ্ট। পার বৈকি। যদি না তুমি জীবনে কখন বিবাহ কর, তাহা হইলে এ বিপদ্ না ঘটিতে পারে।

সু। বুঝিতে পারিলাম না।

বেণ্ট। কখনও বিবাহ করিয়ো না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপদের কারণ

বেণ্টউড দেখিলেন, কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিয়া হঠাৎ যে তাঁহার একটু চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, সেই চিত্ত-চাঞ্চল্যের ভাবটিও একবার ক্ষণকালের জন্য সুরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট প্রকটিত হইল; তাহাও ডাক্তার বেণ্টউড দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, "কথাটা অবিশ্বাস করিয়ো না। আমি যাহা বলিলাম, একান্ত অভ্রান্ত জানিবে।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "পূর্ব্বে আপনার এ উপদেশ মান্য করিতে পারিতাম, এখন আর উপায় নাই। আমাকে বিবাহ করিতেই

হইবে। গোপন করিবার প্রয়োজন দেখি না, আমি একজনকে ভালবাসিয়াছি; এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতও হইয়াছি।"

দত্ত সাহেব মাথা নাড়িয়া, চুরুটে একটা দম্‌ভোর টান দিয়া, রাশীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ অতি শীঘ্রই দিতে হইবে।"

বেণ্টউড বলিলেন, "তাহা হইলে শীঘ্রই আপনা হইতেই সুরেন্দ্র নাথের অদৃষ্ট-লিপি সফল হইবে।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "সামান্য গণনার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে চলে না।"

বেণ্টউড বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ, তুমি যাকে বিবাহ করিবে মনস্থ করিয়াছ, আমি জানি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়—"

বাধা দিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সকলেই জানে, মিস্ আমিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহের কথা হইতেছে।"

বেণ্টউড বলিলেন, "তাই কি, সুরেন্দ্রনাথ? তুমি কি মিস্ আমিনার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছ? সত্য বল।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, মিস্ আমিনা নয়—মিস্ সেলিনার নিকটে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথের মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল; কতকটা বেণ্টউডেরও, এবং কতকটা দত্ত সাহেবেরও।

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াছ, এইমাত্র। তোমার প্রতিশ্রুতিতে বড় আসে-যায় না। মিস্ আমিনাকেই তুমি বিবাহ করিবে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে সম্বন্ধে আমি তোমার পরামর্শ চাহি না। আমি আমার ইচ্ছামতে চলিব।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনেকে অনেক রকম ইচ্ছা ক'রে থাকে—ফলে বিপরীত ঘটে। তুমি মিস্ সেলিনাকে এখন হইতে ভুলিতে আরম্ভ কর।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তোমার নিকট আমি কোন উপদেশ চাহি না।"

দত্ত সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি আপদ্, তোমাদের যে লঘু-গুরু-জ্ঞান নাই। আমার ঘরে বসিয়া, আমারই সাম্নে বসিয়া তোমা-দের এই সব কথা নিয়ে তর্ক করা বুদ্ধিমানের কাজ হয় না। [বেণ্টউডকে নির্দ্দেশ করিয়া] বিশেষতঃ এই একজন আমাদের বন্ধু লোক রহিয়াছেন, ইনিই বা মনে করিবেন কি?"

বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "বোধ হয়, আর আমি বড় বেশিক্ষণ বন্ধুলোক থাকিব না। যে কথা আমি প্রকাশ করিব মনে করিয়াছি, তাহাতে আমি বন্ধুর পরিবর্ত্তে আপনা হইতে নিশ্চয়ই একজন ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হইব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রণয়ে অন্তরায়

ভ্রূভঙ্গী করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বেণ্টউডের মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার বেণ্টউড, আপনি এ কথা বলিতেছেন কেন ?"

বেণ্ট। কেন বলিতেছি—একটা কারণ আছে। তুমি তবে সেলিনাকে ভালবাস ? এবং তোমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি তাহাকে বিবাহ কর, কেমন কি না ?

সু। হাঁ, আমি তাহাকে ভালবাসি। সে কথা কেন? আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন।

বেণ্ট। [অমরেন্দ্রের প্রতি] তোমারও ভাবগতিক দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি বেশ বলিতে পারি, সেলিনাকে তুমিও খুব ভালবাস।

অ। হাঁ—হাঁ—তা—তা-বটে—হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন।

বেণ্ট। [মৃদু হাস্যে] আমার বিবেচনায় কথাটা বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না যে, একজন—

দত্ত। [বাধা দিয়া] কথাটা ত ভালই নয়। কোন ভদ্রকন্যার নাম লইয়া বৈঠকখানা ঘরে এরূপ আলোচনা করা খুবই একটা গর্হিত কাজ। যাক্, এখন ও সব কথা থাক্—

"মিঃ দত্ত, আপনি আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, মিস্ সেলিনা সম্বন্ধে আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার কিরূপ মনোভাব, সেটা

আমরা পরস্পরে যাহাতে ঠিক বুঝিতে পারি, সে বিষয়ে—" এই বলিয়া বেণ্টউড একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ কথাটার শেষ অবধি শুনিবার জন্য ডাক্তার বেণ্টউডের মুখের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এবং সুরেন্দ্রনাথ কিছু উষ্ণ হইয়া রোষসংক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মিস্ সেলিনার কথায় আপনার কোন প্রয়োজন নাই।"

বেণ্টউড বলিলেন, "খুব প্রয়োজন আছে—আমিও সেলিনাকে ভালবাসি—"

"আপনিও সেলিনাকে!" বলিয়া, অমরেন্দ্রনাথ চমকিত চিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। এবং সুরেন্দ্রনাথ, অগ্রাহ্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ কখনই সম্ভব নয়, কারণ—"

বেণ্টউড বাধা দিয়া বলিলেন "সুরেন্দ্রনাথ, কারণ দেখাইতে ব্যস্ত হইতে হইবে না—কারণটা আমি নিজে জানি। আমার বয়স হইয়াছে—দুই-একগাছি করিয়া চুলগুলিও সাদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেলিনার ন্যায় নবীনা সুন্দরীর যে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা আমি জানি। কিন্তু তোমাদের বয়স আছে, রূপ আছে, গুণ আছে, সুখ-সৌভাগ্য তোমাদের অনুকূল; এ সব বিষয়ে তোমাদের অদৃষ্টই যে সর্ব্বাগ্রে সুপ্রসন্ন হইবে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? তথাপি দেখা যাক্, কে জয়ী হয়।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ কথা, আপনি সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমার কি হইবে, বলুন দেখি; আপনাদের রহস্যপূর্ণ নাটকের আমিও একজন অভিনেতা।"

বেণ্টউড বলিলেন, "এখন থাক্, আজ এ বিষয় লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সেলিনা যেরূপ রূপবতী, তাতে সে আমাদের

তিন জনের ত দূরের কথা, সহস্রের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে। এজন্য আমরাও কেহ কাহাকে দোষী করিতে পারি না। মিস্ সেলিনার অপরিসীম সৌন্দর্য্যই আমাদিগের এ অন্ধ-উন্মত্ততার একমাত্র কারণ। ঘটনাটা তোমাদিগকে এখন হইতেই বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম। বেশ, এখন হইতেই আমরা তিন জনে সেলিনার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। যাহার প্রতি জয়শ্রী প্রসন্না হইবেন—সেই সেলিনাকে লাভ করিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিষ-গুপ্তি

দত্ত সাহেব বলিলেন, "থাক্, ও সকল কথায় আর কোন প্রয়োজন নাই। মিঃ বেণ্টউড, আমি তোমাকে আজ একটা নূতন জিনিষ দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালে অনেকগুলি অস্ত্র ঝুলান ছিল। সে রকম ধরণের অস্ত্রাদি সহরে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির মধ্যে সেই সকল অস্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইয়া তিনি টেবিলের উপর রাখিলেন। সেটা দেখিতে অনেকটা মোটা কাঁচা বেতের মত—এক হস্ত দীর্ঘ।

দত্ত সাহেব বলিলেন, "ছোটনাগপুর হইতে আমি এই ভয়ানক অস্ত্রটা সংগ্রহ করিয়া আনি।"

"ইহাতে ভয়ানকের ত কিছুই দেখিতেছি না," বলিয়া বেণ্টউড সেই অস্ত্রটি লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি সেটি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হাত দিবেন না, বড় সাংঘাতিক। হাতে একটু বিঁধিলে আর উপায় নাই—সেই মুহূর্ত্তে জীবন-লীলার শেষ হইয়া যাইবে। ইহার ভিতরে বিষ আছে।"

"বিষ! বলেন কি!" বলিয়া বেণ্টউড চকিত হইয়া একটু সরিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কই, আমি ত এ রকম অস্ত্র আর কখনও দেখি নাই।"

অমরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে বেণ্টউডের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বেণ্টউডের সেই একান্ত ব্যগ্রতা ও অত্যধিক চকিত ভাব অমরেন্দ্রনাথের অকপট বলিয়া বোধ হইল না।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এইটিই মামা মহাশয়ের অমূল্য সম্পত্তি। মনে করিলে ইনি এই নিরীহ অস্ত্রটার সম্বন্ধে গণিয়া গণিয়া পঞ্চাশটি লোমহর্ষণ গল্প বলিতে পারেন।"

মিঃ দত্ত বলিলেন, "নিরীহ! এমন কথা মুখে আনিয়ো না। দেখুন, মিঃ বেণ্টউড, ইহার ভিতরে এখনও বিষ আছে, গোখুরা সাপের বিষের মত এ বিষ বড় ভয়ানক! আপনি যদি এই মুখের দিক্‌টা একটু চাপিয়া ধরেন, এই মুহূর্ত্তেই আপনার মৃত্যু হইবে।"

অমরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মিঃ বেণ্টউডের চক্ষু একবার অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার দিকে নজর রাখিলেন। বেণ্টউডের মুখভাবে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কিছু চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে।

বেণ্টউড অতি সন্তর্পণে, ধীর হস্তে সেই বিষাক্ত অস্ত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সেই বিষাক্ত অস্ত্রটা এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ। দেখিতে অনেকটা কাঁচা বেতের মতন, কিন্তু সেটা বেত নহে, কোন গাছের শাখা—প্রস্তরের ন্যায় শক্ত। দুই মুখ ছোট বড় চুনী পান্নায় খচিত—সোণা দিয়া বাঁধান; সেটা মোটামুটি কারুকার্য্যে শিল্প-চাতুর্য্যের তেমন কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

বেণ্টউড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ অদ্ভুত অস্ত্র কেমন করিয়া সংগ্রহ করিলেন?"

দত্ত মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "অনেক কষ্টে সংগ্রহ হইয়াছে, মিষ্টার বেণ্টউড—অনেক কষ্টে! ছোটনাগপুরের কোল জাতিদের যে প্রধান মান্‌কী, তাহার কাছে ছিল। তাহাদের সমাজের মধ্যে মান্‌কী হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। কেহ কোন অপরাধ করে, মান্‌কী তাহার দণ্ড দিবে; এমন কি তাহাদের মধ্যে যে কেহ যে কোন একটা কাজ করিবে, আগে মান্‌কীর কাছে তাকে আবেদন করিতে হইবে। যাহাকে সহজে বশে আনিতে না পারে, এমন কোন দুর্দ্দান্ত লোককে হত্যা করিতে হইলে মান্‌কীকে এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়। তাহারা এই অস্ত্রকে 'চালেনা-দেশম' বলিয়া থাকে। আমি নিজে ইহার নাম রেখেছি, 'বিষ-গুপ্তি'। এই দেখুন-না, এটা অনেকটা গুপ্তিছড়ীর ধরণে তৈয়ারী।" এই বলিয়া দত্ত মহাশয় সেই বিষ-গুপ্তির গোড়ার দিকের একখানি সুন্দর নীল পাথরের উপর যেমন অঙ্গুষ্ঠের একটু চাপ দিলেন, সেটার অপর মুখ দিয়া সর্প-জিহ্বার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণমুখ লৌহ-শলাকা বাহির হইল। ছাড়িয়া দিতে সেই লৌহ-শলাকা তৎক্ষণাৎ ভিতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বেণ্টউড বলিলেন, "ঐ সূচের অগ্রভাগটা বোধ হয় বিষাক্ত।"

দত্ত সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। এই গুপ্তির ভিতরে বিষ আছে। যে সূচটা বাহির হইতে দেখিলেন, ওটা ফাঁপা। উপরের এই নীলা পাথরখানা টিপিয়া ধরিলে, বিষ ভিতর হইতে সূচের মুখে নামিয়া আসে। এই বলিয়া বিষ-গুপ্তি পুনরায় যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এখন এ বিষ-গুপ্তি কাজের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে—সে মারাত্মক গুণটা এখন আর নাই; তাহা হইলে আপনি আর এমন ভাবে বাহিরে ফেলিয়া রাখিতেন না।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "হাঁ, অনেক দিন হইতে আমার কাছে আছে; ভিতরের বিষটা একেবারে শুখাইয়া যাওয়াই সম্ভব। যাহাই হোক, তা' বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "যদি বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে ওটা এমন ভাবে বাহিরে ফেলিয়া রাখা আপনার ঠিক হয় না। এ সব সাংঘাতিক অস্ত্র খুব সাবধানে রাখাই ভাল। আশ্চর্য্য কি, ঐ বিষ-গুপ্তি লইয়া হয় ত কোন দিন একটা ভয়ানক বিপদ্ ঘটিয়া যাইতে পারে।"

দত্ত সাহেব কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, কি বিপদ্! বিপদ্ আর হবে কি? আজ কত বৎসর ধরিয়া এখানেই রহিয়াছে। কে আর উহাতে হাত দিতে যাইবে?"

ডাক্তার বেণ্টউড কিছু বলিলেন না; অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে সেই বিষ-গুপ্তির দিকে বারংবার চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রনাথ, ডাক্তারের মুখের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বেণ্টউড আরও দুই একবার বিষ-গুপ্তির দিকে চাহিয়া তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন। ক্ষণপরে অমরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বেণ্টউডের সেই স্থিরদৃষ্টিতে সহসা অমরেন্দ্রনাথের এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। বোধ হইল, ডাক্তারের সেই দৃষ্টির ভিতর হইতে একটা বৈদ্যুতিক তেজ নিঃসৃত হইয়া আসিতেছে। মেস্‌মেরিজম্ প্রক্রিয়ায় যে তীক্ষ্ণতর স্থিরদৃষ্টির আবশ্যক হয়, ইহাও অনেকটা সেই রকমের। অনতিবিলম্বে অমরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, নিজের যেন কিছু ভাবান্তরও ঘটিল, বারংবার সেই বিষ-গুপ্তি দেখিবার জন্য এবং তাহা হস্তগত করিবার জন্য মনের ভিতর একটা ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া বিস্মিত হইলেন। তবে কি কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ডাক্তার তাহাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চিন্তাকুল অমরেন্দ্রনাথের মনে একবার এইরূপ একটা সন্দেহও হইল। সতর্ক হইলেন, তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; এবং উদ্যানে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে ঘরের ভিতরকার দৃশ্য কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। এবং গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকায় দত্ত সাহেব ও সুরেন্দ্রনাথের কথোপকথন বেশ সুস্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। অমরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, জানালার পার্শ্বেই ডাক্তার বেণ্টউড এখনও ঠিক সেইরূপ ভাবে বসিয়া আছেন, মুখে কথা নাই এবং তাঁহার সেই ভীষণোজ্জ্বল দৃষ্টির একটা প্রাখর্য্য যেন প্রতিক্ষণে বায়ুপ্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতেছে। এবং তাঁহার মনের ভিতর বহুবিধ পাপ-কল্পনা আশ্রয় করিতেছে। অমরেন্দ্রনাথ সেখান হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবাহে তাঁহার শরীর এবং বিভ্রান্ত মন ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

এইবার মিঃ আর দত্ত এবং তাঁহার উভয় ভাগিনেয়ের পরিচয় কিছু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে মিঃ আর দত্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সচল পদে অভিষিক্ত হইয়া অন্যান্যের ন্যায় তাঁহাকেও ঘন ঘন এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চালিত হইতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সেই শ্রমস্বীকারটা বিপত্নীক এবং অপুত্রক জীবনে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ও কৌতূহলজনক বোধ হইত। তাহার পর জানি না, কিসের জন্য সহসা তিনি কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা সহরের মধ্যে তাঁহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, এবং নিজেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাহারই প্রচুর উপস্বত্বে তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অসম্ভাবনা ছিল না দেখিয়া, তিনি সেই সচলপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা সহরের পূর্ব্ব প্রান্তে তরুচ্ছায়াঘন তৃণশ্যামল সৌন্দর্য্যবহুল স্নিগ্ধ বালিগঞ্জের এক শান্তিপ্রদ নিভৃত উদ্যানবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহার আশ্রয়ে সেইখানে তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয় প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তদুভয়ের একজনের নাম সুরেন্দ্রনাথ এবং অপরের নাম অমরেন্দ্রনাথ।

দত্ত মহাশয়ের বিধবা ভগ্নী, মৃত্যু-পূর্ব্বে রক্ষণাবেক্ষণের ভারসহ নিজের অসহায় শিশু-পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া যান। অমরেন্দ্রনাথের পিতার আর্থিক অবস্থা বেশ উন্নত ছিল, অপেক্ষাকৃত উন্নত

করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন; ফল হইল—বিপরীত। অমরেন্দ্রনাথের পিতা সেখানে নিজের চরিত্র ঠিক রাখিতে পারিলেন না; ঘোরতর মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে আবার পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি আরও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল; এবং তিনি এই বন্ধনহীন অবস্থায় অধঃপতনের পথে নিরতিশয় তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল, তখন দেখিলেন, তিনি নিঃসম্বল—পথের ভিখারী; এবং যেখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, সেখান হইতে উঠিবার আর কোন উপায়ই নাই। দুঃসহ অনুতাপে মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আত্মহত্যা করিলেন। তখন অমরেন্দ্রনাথ পঞ্চমবর্ষীয় বালক। অমরেন্দ্রের পিতৃকুলের অনেক ধনবান্ আত্মীয় বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যবর্ত্তী কাহারও এই নিরাশ্রয় শিশুর প্রতি করুণার সঞ্চার হইল না। দত্ত মহাশয় তখন ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সেই হতভাগ্য পঞ্চমবর্ষীয় চঞ্চল বালককে টানিয়া রাখিতে তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে এবং শান্তিপূর্ণ গৃহে প্রচুর স্থান ছিল। তিনি অমরকে তাঁহার অসহায় শৈশব হইতে সযত্নে ও সস্নেহে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

এই দুই ক্ষুদ্র শিশুর শুভ-আগমনে এবং সুখ-সম্মিলনে, অপার আনন্দে নিঃসন্তান দত্ত মহাশয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ এবং গৃহ সুশ্রাব্য মধুর হাস্যকলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এই শিশু দুটী যখন নিতান্ত ছোট, তখন ভগ্নশৃঙ্গের গোবৎসপাল-মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় দত্ত মহাশয় তাহাদিগের সহিত গল্প করিতেন, অপরাহ্ণে প্রশস্ত উদ্যানে আসিয়া লুকাচুরি খেলিতেন। সে খেলায় পাঠক, তোমার আমার তেমন আনন্দ কিছুমাত্র না থাকিলেও দত্ত মহাশয়ের এত ছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। কখন বা তিনি সেই দুই শিশুর মধ্যবর্ত্তী হইয়া, তাহা-

দিগের দুইটী ক্ষুদ্র কোমল মুষ্টির মধ্যে নিজের তর্জ্জনী প্রবিষ্ট করাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে, ধীরপাদবিক্ষেপে আসন্ধ্যা সেই পুষ্পসৌরভাকুল উদ্যান প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেন। যখন কোন অদ্বিতীয় বস্তু যুগপৎ সেই দুই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করিত, এবং সেই অদ্বিতীয় বস্তু হস্তগত করিবার জন্য উভয়ে সিক্ত করুণ প্লুতস্বরের সহায়তা গ্রহণ করিত, তখন এক একবার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে সাতিশয় ব্যাকুল এবং যার-পর-নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইত। বলা বাহুল্য, নিঃসন্তান দত্ত মহাশয়ের অন্তঃকরণ পুত্রস্নেহে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পর যখন অমর ও সুরেন্দ্র কিছু বড় হইল, তখন দত্ত মহাশয় স্থানীয় কালেজে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; এবং বাটীতে তাহাদিগের জন্য নিজে গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। সুবিজ্ঞ দত্ত মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে এবং সুচারু অধ্যাপনায় সুরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ ঘোটকারোহীর ন্যায় অতি দ্রুত উন্নতির পথে চালিত হইতে লাগিল। এবং অসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্ব স্ব নামের শেষে দুই-চারিটী ইংরাজী বর্ণ সংযোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। তখন দত্ত সাহেব তদুভয়কে বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং তাঁহাদিগের সমুদয় ব্যয়-ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে সুরেন্দ্রনাথ একটি উৎকৃষ্ট ডাক্তার ও অমরেন্দ্রনাথ তেমনই একটি উৎকৃষ্ট ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

তাহাদিগের কার্য্যারম্ভের অনতিকালপূর্ব্বে—যখন অমরেন্দ্রনাথ আদালতে সবে-মাত্র যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে, এবং সুরেন্দ্রনাথ একটি ডিস্পেন্সারী খুলিবার চেষ্টায় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ঘুরিতেছে, সেই সময়ে আমাদিগের এই অনতিক্ষুদ্র আখ্যায়িকার আরম্ভ।

সুরেন্দ্রনাথের কিংবা অমরেন্দ্রনাথের মাতা কেহই দত্ত মহাশয়ের সহোদরা ছিলেন না। খুল্লতাত সম্পর্কীয়া ভগ্নী হইতেন।

তাঁহার স্বহস্তে মানুষ করা ভাগিনেয় দুইটীর স্কন্ধে তাঁহার সমগ্র স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি চাপাইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এরূপ একটা আশা দত্ত মহাশয়ের হৃদয়ে পূর্ব্বাপর বদ্ধমূল ছিল। দত্ত মহাশয় নিজে সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন, তাঁহার চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, আচার-ব্যবহার সকলই সাহেবী ধরণের। কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না—মিশিতে হইলে সাহেবের সঙ্গে। নিজের ভাগিনেয় দুইটীকে ঠিক নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

দত্ত মহাশয় ইতিমধ্যে তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয়ের বিবাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতুলরূপৈশ্বর্য্যমধ্যবর্ত্তিনী মিস্ আমিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথকে এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ-দুহিতা মিস্ সেলিনার সহিত অমরেন্দ্রনাথকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য দত্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ছিল; এবং সেজন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেছিলেন। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ এবং অমরেন্দ্রনাথ একমাত্র সেলিনাকেই প্রণয়-চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দত্ত সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, যৌবনোদ্ধত হৃদয়ে প্রণয়াবেগ রুদ্ধ হইবার নহে, তাঁহার সমুদয় চেষ্টা সেখানে একদিন ভাসিয়া যাইবে। এবং তাঁহার সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন তাঁহারা নিজের ভাল-মন্দ বাছিয়া লইতে শিখিয়াছেন; সুতরাং সেজন্য তাঁহাদিগের আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্যকতা নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

দত্ত সাহেবের বাটীর অনতিদূরবর্ত্তী আর একটি দ্বিতল অট্টালিকা, স্বীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এবং মনোহারিত্বে সর্ব্বাগ্রে ও অতি সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকস্থ তৃণাবৃত উন্মুক্ত স্থান, অনতি উচ্চ প্রাচীর, ক্রোটন ও ঝাউশ্রেণীর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত। সেই শ্যামল তৃণক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে এক একটি পুষ্পিত বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। কেবল সম্মুখে নহে, বাড়ীখানির চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে টবের উপরে শ্রেণীবদ্ধ অনেক রকম ফুলের গাছ।

মিসেস্ মার্শন এই বাটীতে বাস করেন। প্রায় সাত বৎসর হইল, তিনি এই বাড়ীখানি পছন্দ করিয়া ক্রয় করিয়াছেন। মিসেস্ মার্শনের স্বামী জীবিত নাই। তিনি একমাত্র কন্যাকে লইয়া এইখানে আজ প্রায় সাত বৎসর কাল বাস করিতেছেন। কন্যার নাম সেলিনা।

সেলিনার পিতা মিঃ মার্শন বেশ একজন কাজের লোক ছিলেন। আসামে এক চা বাগানের স্থাপনা করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সেইখানে কোন সংক্রামক ব্যাধিতে তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে পত্নী মিসেস্ মার্শন চা বাগানখানি রাখিবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার

পর অর্থোপার্জ্জনের আর কোন আবশ্যকতা নাই দেখিয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন; এবং বাগান হস্তান্তরিত হইয়া গেল। তিনি সেলিনাকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন চৌরঙ্গীতে ভাড়াটীয়া বাটীতে বাস করেন; তাহার পর বালিগঞ্জের এই সুরম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন।

মিসেস্ মার্‌শন যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার সহিত আর একটী প্রাণী আসিয়াছিল—তাহারও কিছু পরিচয় আবশ্যক; কারণ, এই আখ্যায়িকার সহিত তাহার যথেষ্ট সংশ্রব আছে। তাহার নাম জুলেখা। জুলেখা কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, এবং কিছু দীর্ঘাঙ্গী; বয়স ত্রিশ বৎসর। মুখাকৃতি দেখিতে নিতান্ত মন্দ না হইলেও তাহাতে যেন কি একটা ভীষণতার ছায়া সতত লাগিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টি দীপ্ত উল্কার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল, সচরাচর তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সে দৃষ্টিতে যেন একটা বৈদ্যুতিক-প্রবাহ মিশ্রিত আছে, এবং একেবারে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় তাহা বিদ্ধ করে।

যখন মিঃ মার্‌শন চা বাগানের কাজ আরম্ভ করেন, তখন তিনি ছোটনাগপুর হইতে কোল-জাতীয় অনেক কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কতক স্ত্রীলোকও ছিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই জুলেখা এখন অবশিষ্ট আছে। জুলেখার মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া চা বাগানে কাজ করিতে আসিয়াছিল। জুলেখার মাকে কিংবা তাহার কন্যাকে চা বাগানে একদিনও কাজ করিতে হয় নাই। তাহারা মার্‌শনদিগের সংসারের কাজ-কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিল, এবং অত্যল্পকালের মধ্যে তাহাদিগের প্রভুর উপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জুলেখার মা মৃত্যুপূর্ব্বে মিঃ ও মিসেস্ মার্‌শনের

হাতে তাহার কন্যারত্ন (?) সমর্পণ করিয়া যায়। মিঃ এ জগতে নাই, মিসেস্ অদ্যাবধিও সেই মৃতার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি আসাম ত্যাগ করিবার সময়ে জুলেখাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না—সঙ্গে লইলেন; কেবল অনুরোধ রক্ষার্থ নহে, জুলেখার উপর মিসেস্ মারশনের অনন্ত বিশ্বাস। বিশেষতঃ সে সেলিনাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে, সেলিনার সহিত তাহার বড় ভাব।

জুলেখা জাতিতে থাড়িয়া। ছোটনাগপুরের অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা অত্যন্ত প্রবল যে, থাড়িয়া জাতি অনেক মন্ত্রৌষধি জানে, তাহারা যাদু জানে; আরও তাহারা এমন অনেক দ্রব্যগুণ জানে, যাহাতে মরা মানুষ বাঁচে—এবং বাঁচা মানুষ মরে। এমন কি, মনে করিলে তাহারা মনুষ্য নামক চেতন পদার্থকে উদ্ভিদে পরিণত করিতে পারে। বিশেষতঃ জুলেখাও সেই সকল বিষয়ে বড় কম নহে, আসাম-বাসীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সে পরীক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সে বিশ্বাস আদৌ স্থান পায় না; সুতরাং এখানে অদ্যাবধি জুলেখার কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই; সে পরিচারিকা—পরিচারিকার মতন থাকে; অধিকন্তু সেলিনার সহিত তাহার বড় ভাব।

সেলিনার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর; এখনও অবিবাহিতা। ইংরাজ-দের নিকট ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; ঐ বয়সে বিবাহ হইলে বরং সেটা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, এবং এই বিবাহকে তাঁহারা সবিস্ময়ে বাল্য-বিবাহের শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। সেলিনা অতিশয় সুন্দরী। পূর্ণযৌবনসমাগমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। রূপ দেহে ধরে না, সূর্য্যালোক যেমন বর্ষাশেষের পরিপূর্ণ, স্ফটিক-বিমল, স্বচ্ছসলিলা নদীর তলদেশে পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, সেলিনাকে হঠাৎ

দেখিয়া মনে হয়, সেই রকমের একটা চঞ্চলোজ্জ্বল লাবণ্য তাহার সৌকুমার্য্যময় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ অবধি অবিশ্রাম সঞ্চালিত হইতেছে; এবং চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে তাহার সেই লাবণ্যের একটা তরঙ্গ উঠে। বোধ হয়, যেন তাহার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া নবীন যৌবন এবং সৌন্দর্য্যের একটা ঘোরতর সংগ্রামাভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। যেখানে দাঁড়ায়, দাঁড়াইবার ললিতকোমল ভঙ্গীতে সেখানটা আলো করিয়া দাঁড়ায়; যেখান দিয়া যায়, চলিবার সুকুমার চরণ-বিন্যাসে সেখানটা আলো করিয়া যায়, এবং চলিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটা দর্শকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠে।

তাহার সেই শরন্মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল, তাহার সেই প্রভাতবাতাহতনীলোৎপলবৎ কৃষ্ণচক্ষুঃ স্পন্দিততার ঈষচ্চঞ্চল, তাহার সেই ঈষদুন্নত গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী, তাহার সেই অনতি প্রশস্ত, কর্পূর-কুন্দেন্দুশুভ্র নির্ম্মল ললাট, এবং সেই ললাটের উপর ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ, অনেকেরই হৃদয় অতি সহজে মন্ত্রমুগ্ধ এবং তুমুলবিপ্লববিহ্বল করিয়া তুলিতে পারে। ইহার জন্যই সেদিন দত্ত সাহেবের বাংলোয় বসিয়া চা চুরুটে মনসংযোগ করিতে না পারিয়া তিনটী প্রাণী একটা কলহের সূত্রপাত করিয়াছিল। সেই তিনজনের মধ্যে কে কতদূর পরিমাণে সেলিনার হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা জুলেখা যে সেলিনার হৃদয়ে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত।

জুলেখা নিজ জন্মভূমির ভূত প্রেত, ডাক ডাকিনী প্রভৃতির অলৌকিক ঘটনাবলীতে সেলিনার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। সেলিনা তাহার মুখে সে সকল ভীষণ কাহিনী কখন অর্দ্ধ-বিশ্বাস, কখন বা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিত।

জুলেখার মুখে যাহা শুনিত, সেলিনা তাহা আবার সুরেন্দ্রনাথের নিকট গল্প করিত। সুরেন্দ্রনাথ সে সমুদয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, এবং এই অন্ধ-বিশ্বাসের জন্য সেলিনাকে তিনি মৃদু তিরস্কারও করিতেন। সুরেন্দ্র-নাথ এমন সহজবোধ্য বিবিধ যুক্তির দ্বারা সেই সকল কাহিনীর অলীকত্ব সপ্রমাণ করিতেন যে, সেলিনা তাহাতে অতি সহজে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিত। আবার যখন জুলেখার হাতে গিয়া পড়িত, তখন তাহার হাতে সে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত। সেই সকল তন্ত্রমন্ত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনীতে তাহার হৃদয় অবসাদগ্রস্ত এবং নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। এক একবার মনে করিত, সুরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইলে ইহার পর সে এই মায়াবিনী জুলেখার হাত হইতে এককালে মুক্তি পাইবে।

জুলেখাও সেলিনার মনের কথা মনে মনে বুঝিতে পারিত; এবং তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান সুরেন্দ্রনাথকে সে আন্তরিক ঘৃণা করিত। এবং এই প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতে সে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের সর্ব্বশক্তিমান্ কাঁউরূপী বিশ্বাস করে না, সিঙ্গিবোঙ্গা মানে না—এমন একটা লোক সেলিনাসুন্দরীর স্বামী হইবে, ইহা জুলেখার একান্ত অসহ্য বোধ হইত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেলিনা ও জুলেখা

একদিন অপরাহ্নে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া জুলেখা সেলিনার কেশবেশবিন্যাস করিয়া দিতেছিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। নববর্ষার শ্যামশ্রীর উপর সায়াহ্নরবির স্বর্ণকর ও ধূসর মেঘচ্ছায়ার তুলিকাসম্পাতে মুক্তপ্রকৃতি হাস্যময়ী; ধারাপাতপুষ্ট সুনিবিড় বকুল-গাছের পল্লবে এবং অদূরবর্ত্তী সুরেন্দ্রনাথদিগের অট্টালিকার কার্ণিসে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। বারান্দায় রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে সুসিক্ত স্থূল থস্‌থস্-যবনিকা হইতে একটা মৃদুগন্ধ এবং মৃদুস্নিগ্ধতা নিঃসৃত হইতেছিল। সেলিনা চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এবং তাহার একরাশ চুল লইয়া জুলেখা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

সেলিনা বারংবার অদূরবর্ত্তী সুরেন্দ্রনাথদিগের বাটীর ছাদের দিকে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল। জুলেখার সেদিকে যে লক্ষ্য ছিল না, তাহা নহে। সেলিনাকে সেইদিকে ঘন ঘন চাহিতে দেখিয়া সে মনে মনে নিরতিশয় বিরক্ত হইতেছিল। শেষে আর থাকিতে পারিল না; কহিল, "সুরেন্দ্রনাথের জন্য তুমি পাগল হবে, দেখ্‌ছি।"

সেলিনা কহিল, "সুরেন্দ্রনাথের জন্য আমি পাগল হইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া জুলেখার চক্ষু অতি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। এবং নিজেদের ভাষায় সুরেন্দ্রনাথের উপর দুই-একটা কটু শব্দ বর্ষণ করিল। সেলিনা বোধ হয়, তাহা বুঝিয়া থাকিবে, তাড়াতাড়ি বলিল, "জুলেখা,

চুপ কর্, কাজ ভাল হইতেছে না; তাঁর নামে এমন জ্বলিয়া উঠিস্ কেন?"

জুলেখা কহিল, "কেন? সে আমার হাত থেকে তোমাকে কাড়িয়া লইবে, আর আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই না!"

সেলিনা কহিল, "আমি যদি অপর কাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলেও আমি ত তোর হাতছাড়া হইয়া যাইব। তাহার আর কথা কি? তোর ইচ্ছা, এ জন্মে আমার বিবাহ না হয়, কেমন না?"

জুলেখা। তা' কেন, তুমি আর যাকে ইচ্ছা সাদি কর, আমার তাতে একতিল আপত্তি নাই। কিন্তু, তুমি বেয়াদব্ সুরেন্দ্রনাথকে কিছুতেই সাদি করিতে পারিবে না। সে আমার চক্ষুঃশূল।

সেলিনা। [হাসিয়া] কেন, তিনি তোর কাঁউরূপী সিঙ্গিবোঙ্গা বিশ্বাস করেন না বলিয়া?

জু। দিনের বেলায় সিঙ্গিবোঙ্গার নাম করিলে বড় আসে-যায় না, রাত্রে ও নাম মুখে আনিতে নাই। যখন আমার ভাল জ্ঞান হয় নাই, একদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঐ সিঙ্গিবোঙ্গার নাম—

সে। [বাধা দিয়া] রাখ্—তোর গল্প রাখ্, ও সব কথা আর আমার কাছে তুলিস্ না, আমার বড় ভয় করে।

জু। সিঙ্গিবোঙ্গার নামে সকলকেই ড্যর্ করিতে হয়। তোমার সুরেন সিঙ্গিবোঙ্গা মানে না; আমাকে মানে না; দেখি, সে কেমন ক'রে তোমাকে বিবাহ করে।

সে। নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে।

জু। তোমার মার মত নাই।

সে। সে আমি বুঝিব; আমি যদি মাকে বলি, মা কি আমার কথায় অমত করি'বন?

জুলেখার অন্ধকার মুখ আরও অন্ধকার হইল। বিষণ্ণ ভাবে সে বলিল, "যে আমার চক্ষুঃশূল—যাকে আমি একেবারে দেখিতে পারি না, তুমি তাকে কেন বিবাহ করিবে ?"

সে। তুই দেখিতে পারিস্ কি না, সে কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই ; আমার পছন্দে আমি বিবাহ করিব। তুই কি আমায় অমরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে বলিস্ ? সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়া দেখিলে, তিনি ত কাঁউরূপী সিঙ্গিবোঙ্গাকে আরও বেশী অবিশ্বাস করেন।

জু। না, অমরেন্দ্রনাথকে কেন বিবাহ করিবে ?

সে। তবে কি ডাক্তার বেণ্টউডকে বিবাহ করিতে বল নাকি ? এমন অদ্ভুত লোক আর কখনও দেখি নাই।

জু। বড় চমৎকার লোক—বড় ভাল লোক, লোকটা বড় ধার্ম্মিক।

"আমার ত কিছুতেই তা' মনে হয় না," বলিয়া সেলিনা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল ; এবং বারান্দার শেষপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দিনশেষের লোহিতকিরণচ্ছটা অদূরবর্ত্তী ঝাউ ও দেবদারুর পত্রান্তরাল মধ্য দিয়া বর্ষিত হইতেছে। হেমকরসম্পাতে সেলিনার সুন্দর আরক্ত মুখখানি তখন সদ্যঃপ্রোদ্ভিন্ন রক্তোৎপলের ন্যায় অতি সুন্দর। সেলিনার মনে সুখ ছিল না, তাহার মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি বিষণ্ণ, হৃদয় বিষণ্ণ, সেই অপ্রসন্ন বিষণ্ণতার মধ্য দিয়া বর্ষারাত্রির স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মত একটা অপ্রসন্ন জ্যোতিঃ তাহার অপরিসীম নবীন সৌন্দর্য্যে প্রতিক্ষণে উজ্জ্বলতর হইয়া বিচ্ছুরিত হইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেলিনা বহির্জগতের মনোমদ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সহসা কি মনে করিয়া আবার জুলেখার কাছে ফিরিয়া আসিল ; এবং জুলেখার মুখের



"জুলেখা। না অমরেন্দ্রনাথকে কেন বিবাহ করিবে"

[illegible] পৃষ্ঠা।

[illegible], Calcutta

উপরে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "জুলেখা, বেণ্টউডের সঙ্গে আমার বিবাহে তোর এত আগ্রহ কেন?"

জুলেখা কহিল, "বড় চমৎকার মানুষ তিনি, এমন মানুষ আমি এ দেশে আর দেখি না। বড় ভাল মানুষ!"

সে। আমি তাঁকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।

জু। কিন্তু, তিনি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসেন। আমি তাঁর নিজের মুখে সে কথা অনেকবার শুনিয়াছি।

সে। [সহাস্যে] তোর এত টান্ দেখে বোধ হয়, বেণ্টউড তোকে কোন মন্ত্রে একেবারে যাদু করিয়া ফেলিয়াছেন। তুই তাঁকে এত ভয় করিস্ কেন?

"জুলেখা কাহাকেও ভয় করিবার মেয়ে নয়। আমাকে মন্ত্রে যাদু করা দুই পাটি দাঁতের কাজ নয়।" এই বলিয়া জুলেখা সহসা কোন প্রেতাত্মার আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া ভীতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "জুলেখার গুণ তোমার জানা আছে—সে বেণ্টউডকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে আনিতে পারে। যাই হোক্, তোমায় এখনই হোক্ আর দুই দিন পরে হোক্, বেণ্টউডকে বিয়ে করিতেই হইবে।"

সে। বিষ খাইয়া মরিতে হয়—তাহাও স্বীকার, বেণ্টউডকে আমার ছায়া স্পর্শ করিতে দিব না—বিবাহ ত দূরের কথা। আমি সুরেন্দ্রনাথকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি।

জু। যা খুসি এখন তাই কর—জুলেখা বাঁচিয়া থাকিতে সুরেন্দ্রকে তুমি কখনই পাবে না।

সে। কে বলিল—তোর কাঁউরূপী, না সিঙ্গিবোঙ্গা?

জু। দুজনের একজন।

সে। আমি তোর ওই দুজনের একজনকেও বিশ্বাস করি না। আমি সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি, ও সব মূর্খ লোকের কুসংস্কার।

জু। [ক্রোধে] মুখ সাম্‌লিয়া কথা কও, সেলিনা।

সে। ডাক্তার সাহেব তোর কাঁউরূপীকে খুব বিশ্বাস করে, না ?

জু।' সে কথা আমি জানি না। কিন্তু, সেলিনা নিশ্চয় জেন, যদি আমাদের কাঁউরূপী সত্য হয়, কখনই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।

সে। বেশ, পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখন—

সেলিনার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল। দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া জুলেখা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "আশানুল্লা !"

উঠিতে পড়িতে তখনই শীর্ণকায় আশানুল্লা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পনের বৎসরের বালকের মত। যেমন বেঁটে, তেমনি সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত নরকঙ্কালের ন্যায় কৃশ—মুখে দাড়ী-গোঁপের চিহ্নমাত্রও নাই। বর্ণ শুষ্ক এবং সুকৃষ্ণ। পরিধানে অতিজীর্ণ শতগ্রন্থিপূর্ণ একখানি মলিন বস্ত্র। সেই মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য আশানুল্লাকে সেলিনা অনেক সময়ে অনেক অনুগ্রহ করিত; কোন দিন সে খাইতে না পাইলে সেলিনা তাহাকে খাইতে দিত—কখনও বা কিছু পয়সা দিয়া সাহায্য করিত। সেজন্য সে সেলিনার অতিশয় বাধ্য হইয়াছিল; দিনের মধ্যে একবার-না-একবার সে সেলিনার সহিত দেখা করিবেই; কিন্তু জুলেখাকে সে বাঘের মত দেখিত; যদিও জুলেখার কাঁউরূপী প্রভৃতির অর্থ ভালরূপে একদিনও আশানুল্লার বোধগম্য হয় নাই, তথাপি সে তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সেলিনা তাহাকে স্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছিস্, আশানুল্লা ? কোন অসুখ হয় নাই ত ?"

আশা। "না মা, বেশ ভাল আছি। আজ একটা বড় মজা হয়েছে। পথে আজ হুজুর সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; তিনি আমাকে আজ একটা টাকা দিয়াছেন।

সে। হাঁ, তিনি বড় দয়ালু লোক—আমি তা' জানি। টাকাটা দিল কেন ?

আশা। তিনি আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি বল্লুম "ভাল আছে ;" আর তিনি পকেটের ভিতরে একবার হাত দিয়ে, টপ্ করে একটা টাকা বার ক'রে আমার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

হাসিয়া সেলিনা বলিল, "যাক্, ওসব বাজে কথায় কাজ নাই, তুই এখন যা।" বলিয়া সেলিনা তথা হইতে চঞ্চল চরণে নিজের শয়ন-গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

* * * * * *

জুলেখা আশানুল্লাকে নিভৃতে পাইয়া, তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার সাহেব আর কি বল্‌লেন ?"

"চালেনা-দেশম্।"

শুনিয়া জুলেখা চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া একটা কম্প আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একান্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশানুল্লার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রবল না HYPNOTISM ?

জুলেখার সেইরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আশানুল্লা অতিমাত্র বিস্মিত হইল। 'চালেনা-দেশমের' গভীর রহস্য এবং তাহার অর্থ সে কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ক্ষণপরে জুলেখা নিজেদের মাতৃভাষায় আপন মনে কি বলিতে বলিতে একটা রৌদ্রস্নাত দেবদারু গাছের দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল।

জুলেখার সেইরূপ ভাব দেখিয়া দুর্ব্বলহৃদয় আশানুল্লার কিছু ভয়ও হইয়াছিল। সে ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আপনার মনে কি বল্‌ছ ? আমি ত—"

বাধা দিয়া জুলেখা কহিল, "আমি যা' বল্‌ছি, তোর মত সাতটা এলেও বুঝ্‌তে পার্‌বে না। দেখ্‌, আমার চোখের দিকে ঠিক একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌।"

ভয়ে ভয়ে, নিতান্ত অনিচ্ছায় আশানুল্লা জুলেখার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জুলেখা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে চাহিতে চাহিতে, তাহার মুখের কাছে বক্রগতিতে দুই তিনবার উভয় হস্ত সঞ্চালন করিয়া অনুচ্চ-স্বরে একটা কি মন্ত্রপাঠ করিল।

সহসা অননুভূতপূর্ব্ব দারুণ নিদ্রাঘোর আসিয়া আশানুল্লার সমুদয়

চিত্তবৃত্তি একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। এবং ক্রমে তাহার চক্ষু বিনত, সংজ্ঞা বিলুপ্ত ও মন জুলেখার বশীভূত হইল।*

* মস্তক হইতে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সূক্ষ্মতম শিরা মানব-শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সূক্ষ্মতম শিরাগুলিকে স্নায়ুমণ্ডলী বলে। কোন একটী শিরা কাটিলে তন্মধ্যে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সকল স্নায়ুতে কি চলাচল করে, তাহা কোন যন্ত্রের সাহায্যে না দেখিলে জানিবার কোন উপায় নাই। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সকল স্নায়ুতে এক প্রকার তাড়িত প্রবাহিত হয়। চর্চ্চা রাখিলে ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অথবা দৃষ্টির দ্বারা এই তাড়িত-প্রবাহ অন্যের শরীরে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে। শরীরে অপরিমিত তাড়িতের সমাবেশে লোকে অজ্ঞান বা মুগ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাড়িত-প্রবাহ সহযোগে একজন আর একজনকে মুগ্ধ বা নিদ্রিত করার নাম মেস্‌মেরিজম্। মেস্‌-মেরিজমের অপর নাম হিপ্‌নটীজম্—হিপ্‌নটীজম্ মেস্‌মেরিজমের চরমোৎকর্ষ। মুগ্ধ ব্যক্তি সেই সময়ে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধকারীর বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে; এবং তাহার অনেক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে। সেই ক্ষমতায় সে মুগ্ধকারীর অনুমতিক্রমে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনের বৃত্তান্ত বলে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা বলে; এবং বহুদূরস্থ ব্যক্তি সেখানে তখন কি করিতেছে, তাহা যেন নিজে এখানে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, এরূপ বর্ণনা করে। এইরূপ অবস্থায় মুগ্ধকারী ভিন্ন অপর কাহারও কথা তাহার কর্ণগোচর হয় না, সুতরাং অপরের কোন প্রশ্নেরও উত্তর করিতে পারে না। মুগ্ধকারী কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে কোন স্থানে যাইতে আদেশ করিলে, সে স্থান যেমনই দুর্গম এবং সেই কার্য্য যেমনই দোষাবহ হউক না কেন, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া মুগ্ধব্যক্তি নিদ্রিত বা অভিভূত অবস্থায় উঠিয়া নিজের অজ্ঞাতে মুগ্ধকারীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিবে। কিন্তু তাহার পর যখন মুগ্ধব্যক্তির সেই অভিভূত অবস্থার বিলোপ হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন তাহার সে সকল কথা কিছুই মনে থাকে না—চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারে না। যাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় দুর্ব্বল, তাহারা সামান্য চেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। পরিশিষ্টে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল।

জুলেখা কহিল, "'চালেনা-দেশম্' এখন কোথায় আছে? ঠিক করিয়া কহ।"

মন্ত্রমুগ্ধ আশানুল্লা নিঃসংজ্ঞাবস্থায় বলিল, "দত্ত সাহেবদের বাড়ীতে বাংলো ঘরের ভিতর আছে।"

"ঘরের কোথায় আছে?"

"দেওয়ালের গায়ে।"

"তুমি এখন সেই বাংলোর ভিতর যাও।"

"আসিয়াছি।"

"ওখানে আর কেহ আছে?"

"কেহ না।"

"'চালেনা-দেশম্' কি রকম দেখ্‌তে?"

"সবুজ রং; একহাত লম্বা, মোটা বেতের মত দেখ্‌তে। সোণা দিয়ে বাঁধান, দামী চুণীপান্নার কাজ করা।"

জুলেখা ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া একবার আশানুল্লার ললাট স্পর্শ করিল। তাহার পর বলিল, "'চালেনা-দেশমের' ভিতরে কি আছে দেখ, আমি তোমার কাছে উহার ভিতরের কথা জানিতে চাই।"

"ভিতরে একটা সরু রূপার নল আছে, নলের মুখের কাছে লোহার একটা খুব সরু সূচ আছে।" ক্ষণপরে—"সূচটা ফাঁপা।"

"সেই রূপার নলের ভিতরে কোন বিষ আছে?

"না।"

"ঠিক করিয়া কহ।"

"বিষ শুখাইয়া গেছে।"

"সূচের ভিতরে বিষ আছে?"

"না—বিষ শুখাইয়া গেছে।"

এমন সময়ে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া জুলেখা চকিত হইল। এবং আশানুল্লার মুখের উপরে তাড়াতাড়ি দুই-একবার হস্তদ্বয় সঞ্চালন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। আশানুল্লা নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল; এবং সম্মুখে জুলেখাকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল।

জুলেখা বলিল, "তোকে আমি সিঙ্গিবোঙ্গার যাদু করেছিলেম। 'চালেনা-দেশমের' যা' কিছু সব খবর, আমি তোর মুখ থেকে বা'র ক'রে নিয়েছি।"

শিহরিয়া আশানুল্লা বলিল, "'চালেনা-দেশম্!' না আমি ত তার কিছু জানি না। ডাক্তার সাহেবের মুখে আমি শুধু নামই শুনেছি। এই কতক্ষণ হ'ল, আমি রাস্তা দিয়ে আস্‌ছি; এমন সময়ে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় ডেকে বল্‌লেন, 'তুই কি এখন সেলিনা বিবির কাছে যাচ্ছিস্?' আমি বল্‌লেম, 'হাঁ।' তিনি বল্‌লেন, 'তা' হ'লে তুই একবার জুলেখার সঙ্গে দেখা ক'রে বলিস্, ডাক্তার সাহেব ব'লে দিয়েছেন, 'চালেনা-দেশম্।' কিন্তু আমি আর কিছু—"

বাধা দিয়া জুলেখা বলিল, "তা' আমি জানি, আমি সিঙ্গিবোঙ্গার মারফৎ তোর আত্মাকে দত্ত সাহেবের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম; 'চালেনা-দেশমের' কথা আমি তোর মুখে সব শুনেছি।"

শিহরিয়া আশানুল্লা দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "না খেতে পেয়ে ম'রে যাব, তবু আর আমি তোমার সাম্‌নে আস্‌ব না। আমি জানি, তুমি ভূত প্রেত ডাইনী যাদু নিয়ে কোন্ দিন আমাকে মেরে ফেল্‌বে। আমার একটু একটু মনে পড়েছে—যখন তুমি আমাকে তোমার দিকে চাইতে ব'লে আমার মুখের দিকে

চেয়ে রৈলে, তখনই আমার মনের ভিতরে যেন কি রকম হ'তে লাগ্‌ল।"

জুলেখা বলিল, "যা, রান্নাঘরের কোণে তোর জন্যে কিছু খানা রেখে এসেছি, গিয়ে খেয়ে আয়্।"

খানার নামে আনন্দাতিশয্যে আশানুল্লার চক্ষু বিস্ফারিত এবং রসনা সরস হইল; এবং তাহার হাস্যপ্রোদ্ভিন্ন শুষ্ক অধরোষ্ঠের মধ্য দিয়া অনেকগুলি দন্ত যুগপৎ বিকসিত হইল। আশানুল্লা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতে

জুলেখার নিকট হইতে পলাইয়া সেলিনা নীচে নামিয়া আসিল। দেখিল, অদূরে সুরেন্দ্রনাথ আসিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আগ্রহভরে সেলিনা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে প্রেমভরে বাহুবেষ্টন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। সেলিনা লজ্জারক্তমুখে মস্তক অবনত করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাহার ললাট হইতে আনয়নবিলম্বী অলকগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "সেলিনা, কেমন আছ ?"

সেলিনা কহিল, "বড় ভাল নয়; জুলেখা আমাকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। চল, আমরা উপরের ঘরে গিয়া বসি।"

সুরেন্দ্রনাথ ও সেলিনা দ্বিতলের একটি কক্ষে গিয়া বসিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "যাহাতে জুলেখার একটু শাসন হয়, আমি



"সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, আগ্রহভরে সেলিনা ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।"

[জীবন্মৃত-রহস্য—৪০ পৃষ্ঠা ।

I. A. P. Syndicate Calcutta

তোমার মাকে বলিয়া সে চেষ্টা করিব। আর আমি তোমার মার নিকট কোন কথা গোপন করিব না—আজ আমি প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার কাছে আমাদের পরস্পর গভীর প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিব। এবং যাহাতে তিনি তোমার সহিত আমার শীঘ্র বিবাহ দেন, নিজেই তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া দেখিব, তিনি কি বলেন। সম্মত হন—ভাল, তাহা হইলে জুলেখার হাত হইতে তুমিও শীঘ্র মুক্তি পাইবে।”

সেলিনা। [চিন্তিত ভাবে] যদি না সম্মত হন—

সুরেন্দ্র। না হইবার কারণ ত কিছুই দেখি না।

সে। জুলেখা ইহার ভিতরে রহিয়াছে।

সু। জুলেখা কি করিবে? ইহাতে তার কোন হাত নাই।

সে। খুব আছে।, জুলেখা কখনই আমার মাকে সম্মত হইতে দিবে না। বিশেষতঃ, মা জুলেখাকে বড় ভয় করেন।

সু। জুলেখাকে তোমার মা ভয় করেন! এ কেমন কথা হইল? জুলেখা ত তোমাদের দাসী।

সে। জুলেখা বড় সহজ মেয়ে নয়, সে অনেক গুপ্ত-বিদ্যা জানে।

সু। [বাধা দিয়া] ও সব ভুল—ভুল—একটা ঘোর কুসংস্কার।

সে। তোমার উপরে জুলেখার বড় রাগ।

সু। তার রাগে আমার কিছু আসে-যায় না। তার মত শতটা জুলেখার রাগে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু তার সঙ্গদোষে তোমার মতিগতির ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে দেখিয়া, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। যেমন করিয়া পারি, আমি তাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। জুলেখা কি করিয়া আমাদের বিবাহে বাধা

দিবে? তোমার মা নিশ্চয়ই এ সকল গুরুতর বিষয়ে একজন অশিক্ষিত কুলী-রমণীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিবেন না।

সে। জুলেখার অমতে মা বোধ হয়, কিছুতেই মত দিতে পারিবেন না।

সু। কেবল তোমার মা নহেন, তুমিও জুলেখাকে যথেষ্ট ভয় কর দেখিতেছি। যা-ই হোক্, আজ আমি নিজেই তোমার মার কাছে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করিব; দেখি তিনি কি বলেন—তাহার পর আমি জুলেখাকে বুঝিব।

সে। আজ তুমি মার কাছে আমাদের বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য হঠাৎ ব্যগ্র হইতেছ কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

সু। কেবল অমর দাদার জন্য আমি এ কথা এতদিন প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। অনেক দিন হইতে তিনি তোমাকে ভালবাসেন, এবং তিনি অত্যন্ত বদ্‌রাগী লোক। পাছে আপনা-আপনির ভিতরে একটা বিবাদের সূত্রপাত হয়, এই ভয়েই আমি এতদিন আমাদিগের প্রণয় গোপন করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কাল সব আমার মুখ দিয়াই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। হয় ত আজ অমর দাদাও একবার তোমার মত জানিতে আসিবেন।

সে। আমি ত তাঁহাকে ভালবাসি না—আমি তোমাকে ভালবাসি।

সু। আমি তা' জানি, কিন্তু তিনি ত তা' জানেন না। যখন তিনি তোমাদের কাছে এ কথা শুনিবেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় এ বিবাহ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিবেন; আর তাহাতে আমাদেরও পরস্পর মনোবিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সে। তুমি কি তাঁকে বড় ভয় কর?

সু। হাঁ, আমার নিজের জন্য নয়, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি এরূপ একটা মনোমালিন্য ঘটে, তাহা হইলে মামা মহাশয় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন; কিন্তু কাল তোমার কথা লইয়া তাঁহার সহিত আমার অনেক বচসা হইয়াছে। বেণ্টউড সেই বচসার একমাত্র কারণ।

সে। [শিহরিয়া] বেণ্টউড! ডাক্তার?

সু। হাঁ, তিনিও তোমার রূপে মুগ্ধ।

সে। আমি তা জানি, তাঁকে ভালবাসা দূরে থাক, সাপের চোখের মত তাঁহার চোখ দুটি কেমন এক রকম ভীষণ, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার বড় ভয় করে। জুলেখার বড় ইচ্ছা যে, ডাক্তার বেণ্টউডের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

সু। [বিরক্ত ভাবে] মরুক্ তোমার জুলেখা, এ সকল কথায় তার দরকার কি? তার নিজের কি আর কোন কাজ নাই?

তাঁহারা উভয়ে যে কক্ষে কথোপকথন করিতেছিলেন, তথা হইতে বাড়ীর সম্মুখের পথ এবং গেট বেশ দেখা যায়। উভয়ে দেখিলেন, দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া জুলেখা রাস্তার দিকে দ্রুতপদে যাইতেছে। তাহার মুখ চোখের ভাব কেমন-এক-রকম—অস্থির। সে ছুটিয়া গিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল; এবং দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল. "কাঁউরূপী—কাঁউরূপী!"

সেলিনা শঙ্কিতভাবে কহিল, "নিশ্চয় বেণ্টউড এখনই আসিবেন। যখনই জুলেখা ঐখানে দাঁড়াইয়া এরূপ ব্যাকুল ভাবে 'কাঁউরূপী' 'কাঁউরূপী' বলিয়া চীৎকার করে; দেখিতে না দেখিতে ডাক্তার বেণ্টউড আসিয়া উপস্থিত হন্—ইহার অর্থ কি?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

সেলিনা কহিল, "জুলেখা ও বেণ্টউডের মধ্যে একটা কোন যোগাযোগ আছে। যখনই বেণ্টউড আমাদের বাড়ীর দিকে আসেন—জুলেখা তা আগে থেকেই জানিতে পারে। এই প্রমাণ দেখ না, এখনই বেণ্টউডের আবির্ভাব হয়।"

সেলিনার কথা শেষ হইতে-না-হইতে বেণ্টউড সাহেব গেটের সম্মুখে দেখা দিলেন। জুলেখা তাঁহার পদতলে ব্যাকুলভাবে লুটাইয়া পড়িল। বেণ্টউড তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এবং রাস্তায় বাহির হইয়া যাইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

জুলেখা বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-প্রস্তাবে

যে কক্ষে বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও সেলিনা কথোপকথন করিতেছিলেন, মিঃ বেণ্টউড রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেলিনা বেণ্টউডকে কহিল, "জুলেখা জানু পাতিয়া বসিয়া আপনাকে এমন ব্যাকুলভাবে কি বলিতেছিল?"

বেণ্টউড কহিল, "কিছুই না, জুলেখা বড় কৃতজ্ঞ। জুলেখার একবার সাংঘাতিক পীড়া হয়; আমিই তাহাকে নীরোগ করি, তাহা ত তুমি জান; সেই অবধি জুলেখা আমাকে বড় ভক্তি করে।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আপনি কি ছোটনাগপুর অঞ্চলে কখনও গিয়াছিলেন?"

বেণ্টউড কহিলেন, "আমি পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই গিয়াছি।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আপনি কোল্‌জাতিদের কাঁউরূপী সাধনার কি কোন সংবাদ রাখেন ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "সকল বিষয়েই কিছু কিছু সংবাদ রাখা আমার অভ্যাস। কিন্তু বলিতে কি, কোল্‌দের ইন্দ্রজাল তন্ত্রমন্ত্রের উপর আমার বিশেষ কিছু আস্থা নাই।" তাহার পর সেলিনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার মা কেমন আছেন ?"

সেলিনা বলিল, "ভাল আছেন। আপনি কি এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ?"

বেণ্টউড বলিলেন, "কেবল তোমার মার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই; তোমার সঙ্গে এবং এই ভদ্রলোকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "এখানে আমার সহিত সাক্ষাতে আপনার এমন কি প্রয়োজন? তাই যদি বা হয়, আপনি অনায়াসে আমাদের বাড়ীতে যাইতে পারিতেন।"

বেণ্টউড কহিলেন, "তোমার যে এখানে দেখা পাইব, তা' আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম; সুতরাং তোমাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকারে কোন আবশ্যকতা দেখিলাম না।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি যে এ সময়ে এখানে থাকিব, তাহা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "কাল তোমাদের বাংলো ঘরে বসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে আমি এ অনুমানটা সহজেই করিতে পারিয়াছি। [ঘৃণাভরে] যা-ই হোক—সুরেন্দ্রনাথ, দেখি, জয়শ্রী কাহার অনুকূল হন।"

কথাটার অর্থ সেলিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। সবিস্ময়দৃষ্টিতে সে একবার বেণ্টউড, এবং একবার সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। দেখিল, বেণ্টউড সাহেব বিদ্রূপব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গী করিয়া সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া আছেন। ক্রোধাবেগে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুঃ জ্বলিতেছে—সুরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণের চেষ্টা করিতেছেন। পাছে একটা দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়—এই ভয়ে সেলিনার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেলিনা বলিল, "আপনারা বসুন, আমি মাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া সেলিনা দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল। অনতি-বিলম্বে মাতাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। এবং নিজে তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

বেণ্টউড বাধা দিয়া কহিলেন, "মিস্ সেলিনা, একটু অপেক্ষা কর। তোমার মার নিকটে তোমার সম্বন্ধেই আমার একটা কথা আছে।"

কথাটা কি, সেলিনা অনুভবে বুঝিতে পারিল। তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। সে নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেলিনার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বেণ্টউড কহিলেন, "দেখুন, এতদিন আপনাদের বাড়ীতে যে আমি যাতায়াত করিতেছি, ইহার ভিতরে অবশ্যই একটা অভিপ্রায় থাকা সম্ভব। নিরর্থক কেহ কোন কাজ করে না। আপনাকে আর আপনার কন্যাকে আজ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আশা করি, আপনাদের কাছে আমি আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাইব।"

বিস্মিত হইয়া সেলিনার মাতা কহিলেন, "কথাটা কি ?"

বেণ্টউডের কথার ভাবে এবং চোখ দেখিয়াই সেলিনা তাঁহার মনোভাব বেশ বুঝিতে পারিল। ব্যগ্রকণ্ঠে সেলিনা বেণ্টউডকে

কহিল, "আপনি এ কথা তুলিবেন না—উত্তর শুনিয়া আপনার মনে কষ্ট হইতে পারে।"

বেণ্টউড বলিলেন, "সেজন্য আমি চিন্তিত নহি।" পরে সেলিনার মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আপনার কন্যার রূপে মুগ্ধ। যে দিন আমি সেলিনাকে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতেই আমি তাহাকে ভাল-বাসিতে আরম্ভ করিয়াছি; আমার একান্ত আগ্রহ, আমার সহিত সেলিনার বিবাহ হয়। মিস্ সেলিনা, তোমার মত কি ?"

বেণ্টউডের এইরূপ প্রস্তাবে সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। গর্ব্বিতস্বরে তিনি কহিলেন, "মিঃ বেণ্টউড, আপনি আমার নিকটে আপনার এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। সেলিনার আশা আপনি এখন হইতে ত্যাগ করুন—সেলিনা কখনই আপনার হইবে না; সে আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।"

সেলিনার মাতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, "সেলিনা, এ কথা সত্য না কি ?"

সেলিনা বলিল, "সত্য, যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে সুরেন্দ্রনাথকেই আমি বিবাহ করিব।"

সেলিনার মাতা অতিশয় রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "হতভাগা অবাধ্য মেয়ে! তুমি কিছুতেই আমার অমতে বিবাহ করিতে পারিবে না। আর সুরেন্দ্রনাথের এরূপ ব্যবহারে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। মাতাপিতার অজ্ঞাতে কোন বালিকার মনকে এরূপে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা ভদ্রসন্তানের উচিত কাজ নয়। তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ; এ সম্বন্ধে তুমি এ পর্য্যন্ত কোন কথাই আমাকে বল নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "না বলিবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তার পর যখন আজ মিঃ বেণ্টউড নিজের হঠকারিতা দেখাইলেন, তখন কাজেই আমাকে এ কথা প্রকাশ করিতে হইল।"

মৃদুহাস্যে বেণ্টউড কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ, ইহাতে তুমি আমার হঠকারিতা কি দেখিলে?"

দৃঢ়স্বরে সুরেন্দ্রনাথ করিলেন, "যতদূর হইতে হয়। আপনি মিস্ সেলিনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, মিস্ সেলিনা সর্ব্বতোভাবে আপনার এ প্রস্তাবে অস্বীকার করিবে।"

বেণ্টউড কহিলেন, "মিস্ সেলিনা!"

রুক্ষস্বরে সেলিনার মাতাও বলিলেন, "সেলিনা!"

সেলিনা উভয়েরই মুখপানে নিতান্ত বিনীতভাবে চাহিয়া কহিল, "যদি বিবাহ করিতে হয়, আমি সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

"এই যদি আমার প্রশ্নের সদুত্তর হয়, তাহা হইলে আর আমার এখানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই।" এই বলিয়া বেণ্টউড উঠিলেন। উঠিয়া বলিলেন, "মিস্ সেলিনা, মনে থাকে যেন, একদিন ইহার জন্য তোমাকে যথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইবে।"

সেলিনা কহিল, "ইহাতে আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহার জন্য পরে আমাকে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

বেণ্টউড দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এখন দেখিতেছ না, যখন সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইবে—তখন দেখিবে।"

কথাটা শুনিয়া সেলিনা শিহরিয়া উঠিল, সেলিনার মাতা শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। একটা বিপদাশঙ্কায় সেলিনার গোলাপাভ সুকোমল গণ্ডের রক্তরাগ মলিন হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "কাল মিঃ বেণ্টউডের মুখে এই রকম একটা কথা একবার শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমি বিবাহ করি, আমাকে জীবন্মৃত হইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, মিঃ বেণ্টউডের

মস্তিষ্কের কোন দোষ আছে। সময়ে সময়ে সেটা এইরূপে প্রবল হইয়া প্রকাশ পায়।”

বেণ্টউড দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “সুরেন্দ্রনাথ, আমি একবার তোমাকে সতর্ক করিয়াছি। আজও আবার বলিতেছি, বিবাহের কিছু পূর্ব্বে বা পরে নিশ্চয়ই জীবন্মৃত্যু তোমার অদৃষ্ট-লিপি। আমার কথা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ো। এখন আমি চলিলাম।”

বেণ্টউড সদর্পপাদক্ষেপে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বেণ্টউড বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখদ্বারে জুলেখা তখনও তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বেণ্টউড কহিলেন, “কিছুতেই কিছু হইল না—এখন আর ‘চালেনা-দেশম’ ছাড়া আর কোন উপায়ই নাই।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

মা ও মেয়ে

বেণ্টউড চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার মাতাকে বলিলেন, "বোধ হয়, জুলেখার পরামর্শে আপনি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। একটা অশিক্ষিতা সাঁওতাল্‌নী আপনার ন্যায় সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতীকে যে এরূপে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতেছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "জুলেখা এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলে নাই। যদিও আমি কোন কোন বিষয়ে তার পরামর্শ লইয়া থাকি, কিন্তু এ বিষয়ে আমি তা' আবশ্যক বোধ করি না। তোমার সহিত সেলিনার বিবাহ দিতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই—হইতেও দিব না। আপাততঃ তুমি আমাদের বাড়ী হইতে--"

মলিনমুখে সেলিনা বলিল, "মা—তুমি—"

সেলিনার মা সেলিনার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, "চলিয়া যাও। আমি অনুমতি না পাঠাইলে এখানে আর আসিয়ো না। সুরেন্দ্রনাথ, তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি।"

সুরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। কোনরূপ ক্রোধের লক্ষণ তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল না। ধীরভাবে তিনি বলিলেন,

"আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে; কিন্তু আমি যাইবার সময়েও আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইতেছি, সেলিনার আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।"

সেলিনাও সেই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "মা, আপনি যাহাই বলুন না কেন, সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না; বরং অবিবাহিতা থাকিব।"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "সে আমি বুঝিব। সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা এখন হইতে মন থেকে দূর করিতে চেষ্টা কর। আমি যাহাকে বলিব, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে।"

"আপনি কি বেণ্টউডের সহিত আমার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন?"

"না—অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে।"

কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। বলিলেন, "আপনি কি অমর দাদার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিবেন?"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "হাঁ, অমরেন্দ্রনাথ তোমার অপেক্ষা সেলিনাকে ভালবাসে। তাহাকে বিবাহ করিলে সেলিনা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে।"

সেলিনা বলিল, "আমি কখনই মিঃ অমরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না—আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি।"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "তাহাতে বড় আসে-যায় না। অমরেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই তুমি বিবাহ করিবে।"

কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই?"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "হাঁ, সুরেন্দ্রনাথ, নিশ্চয়ই। তুমি তোমার মামা মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়ো।"

সুরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া বলিলেন, "তিনি কি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন ?"

"তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো।"

"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

সেলিনার মাতা পুনরপি কহিলেন, "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো।"

সেলিনা কহিল, "আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমি তাঁহাকে জানি—তিনি অতিশয় দয়ালু, তাঁহার হৃদয় উদার এবং মহৎ; তিনি আমাকেও যথেষ্ট স্নেহ করেন। যাহাতে আমি সুখী হই, তিনি অবশ্যই—"

বাধা দিয়া সেলিনার মাতা কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে, সেলিনা, আর তোমার বক্তৃতার প্রয়োজন নাই—তুমি নিজের ঘরে যাও। আর সুরেন্দ্রনাথ, তুমিও নিজের পথ দেখ।"

সেলিনার ম্লান মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ উঠিলেন; এবং বিষাদ-বিদীর্ণ হৃদয়ে তিনি তথা হইতে বাহিরে আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিপদের সূচনা

যখন সুরেন্দ্রনাথ বাটী ফিরিলেন, তখন পশ্চিমাকাশে গোধূলির রক্তরাগ সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমশঃ মলিন হইয়া আসিতেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাংলো ঘরে গিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। সেখানে আর কেহই ছিল না। অনন্তর খানসামা রহিমবক্স এক পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা মহাশয় কোথায়?"

রহিমবক্স বলিল, "তিনি এইমাত্র বেণ্টউডের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। বেণ্টউডের নিকট হইতে একজন লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।"

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর দাদা কোথায়?"

রহিমবক্স বলিল, "তিনি বোধ হয়, মিস্ আমিনার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন।"

রহিমবক্স চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, "অমর দাদার মনের অভিপ্রায়টা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না; একদিকে মিস্ সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার মার সহিত এক রকম বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, আবার এদিকে মিস্ আমিনার বাড়ীতে মধ্যে

মধ্যে যাওয়া আছে—দূর হোক, ও সকল আর ভাবিব না।” এই বলিয়া মিল্টনের “প্যারাডাইস লষ্ট” নামক পুস্তকখানা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না; সুতরাং পাঠে মনোনিবেশ হইল না। তিনি বইখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে কক্ষ-প্রাচীর-লগ্ন বিষগুপ্তি উপরে সহসা তাঁহার নজর পড়িল। অতি সন্তর্পণে তিনি তথা হইতে সেটা উঠাইয়া লইলেন; এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সেখানে দত্ত সাহেব বিষণ্নভাবে প্রবেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের হাতে সেই বিষাক্ত অস্ত্রটা দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি সুরেন্, তুমি এ সাংঘাতিক অস্ত্রটা লইয়া কি করিতেছ? হঠাৎ একটা সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে!”

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সেই বিষ-গুপ্তিটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন, “আপনি কি মিঃ বেণ্টউডের বাড়ী হইতে এখন আসিতেছেন?”

দত্ত সাহেব কহিলেন, “হাঁ, তিনি ঐ বিষ-গুপ্তিটা আমার নিকট হইতে কিনিয়া লইতে চাহেন।”

সু। কেন, তিনি ইহা লইয়া কি করিবেন?

দত্ত। তা’ আমি বলিতে পারি না। তাঁহার কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন; সকল দেশের একটা-না-একটা আশ্চর্য্যজনক বস্তু তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ছোট-নাগপুরের তেমন কোন আশ্চর্য্যজনক বস্তু তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এইরূপ একটা বিষ-গুপ্তি সংগ্রহের জন্য তিনি পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার কাছে এখন

এই বিষ-গুপ্তি দেখিয়া তিনি এটা কিনিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু আমি বিক্রয় করিতে সম্মত হই নাই।

সুরেন্দ্র। কেন আপনি সম্মত হইলেন না? এমন সাংঘাতিক জিনিষ ঘরে রাখিয়া লাভ কি?

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সাংঘাতিক জিনিষ বলিয়াই ত আমি ইহা হস্তান্তর করিতে পারিতেছি না। যদিও উহার ভিতরের বিষ শুথাইয়া গিয়াছে, তথাপি পাঁচ-সাত জনের জীবনান্ত করিবার ক্ষমতা এখনও উহার বেশ আছে। যদি আমি এই বিষ-গুপ্তিটা কাহাকেও দিই, তাহার পর এই বিষ-গুপ্তি লইয়াই যদি কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটে—কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সে পাপ আমারই হইবে। সেজন্য আমাকেই হয় ত চিরকাল অনুতাপ করিতে হইবে। যা-ই হোক্, অমরের কথা মত কাজ করিতে হইবে—আর এটা এমন করিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখা হইবে না। আহারাদির পর আজই আমি এটা নিজের লোহার সিন্দুকে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিব।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অমর দাদা মিস্ আমিনাদের বাড়ীতে গিয়াছেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হয় ত তাহার ফিরিতে রাত হইবে। চল, আমরা দুজনে এখন আহারাদি করি গিয়া। বিশেষতঃ বেড়াইয়া আসিয়া আমার কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি আজ আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কি, বল।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আপনি কি মিস্ সেলিনার সহিত অমর দাদার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিয়াছেন ?"

দত্ত সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "না, এ সম্বন্ধে আমি কিছু মনস্থ করি নাই—করিবার কোন আবশ্যকতাও দেখি না। এ সকল বিষয়ে আমি কেন হস্তক্ষেপ করিব ? সেলিনা যদি অমরকে ছাড়িয়া তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ বিনতমস্তকে বলিলেন, "সেলিনার সেইরূপ ইচ্ছা।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "বটে! তুমি কি তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, কিন্তু তাহার মা কিছুতেই সম্মত নহেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, অমর দাদার সহিত সেলিনার বিবাহ হয়।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাঁর এ একান্ত ইচ্ছায় একটা বিশেষ কারণ আছে। কেন যে সেলিনার মাতা অমরেন্দ্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন, সে কথা আহারাদির পরে বলিব—এখন নয়। এখন এস, আহারাদি করিবে।"

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে আপাততঃ আর কোন কথার উত্থাপন করিতে সাহস করিলেন না। মিঃ দত্তের সহিত ভিতর বাটীতে আহার করিতে গেলেন। আহারে বসিয়া অন্যান্য বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের অনেক কথা হইল। তাঁহাদের আহারাদি শেষ হইলেও অমরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিলেন না।

মিঃ দত্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাংলো ঘরে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া দত্ত সাহেব চুরুট টানিতে আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথকে কন্যা সমর্পণে সেলিনার মাতার এ অত্যধিক আগ্রহের কারণ শুনিবার

জন্য সুরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হয় ত ইহার ভিতরে এমন একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা তাঁহার মাতুল মহাশয়ের মুখ দিয়া নিঃসৃত হইয়া গেলে, তাঁহার এ মর্ম্মদাহের অনেকটা উপশম হইতে পারে।

মিঃ দত্ত বলিলেন, "সুরেন্দ্র, আমি তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি সেই কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছ। আচ্ছা, আমি বলিতেছি শোন—" এই বলিয়া দত্ত সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অবাঙ্মুখে দেয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দত্ত সাহেবের এইরূপ আকস্মিক ভাব-বৈলক্ষণ্যে সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? আপনি সহসা এমন ভাবে চাহিতেছেন কেন?"

দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দত্ত সাহেব কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সে বিষ গুপ্তি কোথায় গেল? একি ব্যাপার!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিপদ্—আসন্ন

সুরেন্দ্রনাথ দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেখানে বিষ-গুপ্তি নাই। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে অবাঙ্মুখে পরস্পর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়া কোন ফল নাই ভাবিয়া মিঃ দত্ত তখনই রহিমবক্সকে ডাকিলেন।

রহিমবক্স আসিলে দত্ত সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষ-গুপ্তিটা কোথায় ?"

প্রভুর ভাব-গতিক দেখিয়া রহিমবক্স ভীত হইল। সভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বিষ-গুপ্তি কি, হুজুর ?"

মিঃ দত্ত দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইখানে যে সোণা দিয়া বাঁধানো একটা সবুজ বেত ছিল, আমি সেইটের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রহিমবক্স বলিল, "হুজুর, সেটা ত এইখানেই রোজ দেখিতাম, কে নিয়েছে, আমি কেমন করিয়া বলিব ? আমি ত কাকেও নিতে দেখি নাই।"

দত্ত। এ ঘরে কে আলো দিয়ে গেছে ?

রহিম। আমি, হুজুর।

সুরেন্দ্র। জানালা কে খুলেছিল ?

রহিম। আমি। যতক্ষণ না আপনারা আহারাদি শেষে এ ঘরে

আসেন, ততক্ষণ জানালা খুলিয়া রাখিবার জন্য আমার উপরে হুজুরের এমন হুকুম আছে। আমি ইচ্ছা করিয়া খুলি নাই।

মিঃ দত্ত সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন্, তোমার কি অনুমান, কোন বাহিরের লোক কি বিষ-গুপ্তিটা চুরি করিয়াছে?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার তাহাই বোধ হয়। আচ্ছা রহিমবক্স, আজ সন্ধ্যার পর জুলেখাকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ?"

রহিম। না—দেখি নাই, হুজুর।

সুরেন্দ্র। আশানুল্লাকে?

রহিম। তাহাকে আজ সাত-আট দিন দেখি নাই।

সুরেন্দ্র। কতক্ষণ তুমি এ ঘরে আলো দিয়া গিয়াছ?

রহিম। আপনাদের ঘরে আসিবার পাঁচ-সাত মিনিট আগে।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তাহা হইলে পাঁচ-সাত মিনিট আগে এ ঘর অন্ধকার ছিল। ঘরে আলো না থাকিলে, কেমন করিয়া চোরে সে বিষ-গুপ্তি হস্তগত করিবে। আচ্ছা, তুমি যখন আলো দিয়া যাও, তখন দেয়ালে বিষ-গুপ্তি ছিল কি না, দেখিয়াছিলে?"

রহিম। না, আমি এদিকে তখন লক্ষ্য করি নাই।

মিঃ দত্ত বলিলেন, "আচ্ছা রহিমবক্স, তুমি এখন যাও। বাড়ী ছাড়িয়া এখন আর কোথায় যাইয়ো না।"

রহিমবক্স চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দত্ত সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমি রহিমকে যেরূপ ভাবে প্রশ্ন করিতেছিলে, তাহাতে বোধ হয়, কোন লোকের উপরে তোমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে—আমি জুলেখাকে সন্দেহ করিতেছি।"

"কেন, জুলেখাকে সন্দেহ করিবার কারণ কি?"

"কারণ অনেক আছে—সে অনেক কথা। রহিমবক্সের মুখে যেরূপ শুনিলাম, আহারাদির শেষে আমাদের এ ঘরে আসিবার পাঁচ মিনিট আগে ঘর অন্ধকার ছিল। বিষ-গুপ্তি কোথায় কি ভাবে আছে, অবশ্যই চোরের তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল।"

"তোমার কথা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি, কিন্তু, জুলেখা কখনও এ ঘরে আসে নাই।"

"জুলেখা আসে নাই, কিন্তু ডাক্তার বেণ্টউড আসিয়াছেন।"

"বেণ্টউড! বেণ্টউড কি ইহার ভিতরে আছেন?"

"নিশ্চয়ই—আপনি তাঁহাকে বিষ-গুপ্তি বিক্রয় করিতে চাহেন নাই; কাজেই তিনি এই উপায় অবলম্বন করেছেন। জুলেখা তাঁহার বড় অনুগত—জুলেখার হাত দিয়াই তিনি বিষ-গুপ্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। আপনাকে সব কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে আপনি আমার এ দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ ভাল বুঝিতে পারিবেন না।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেলিনাদের বাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দত্ত সাহেব, সুরেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "সেলিনার মা তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন শুনিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেলিনার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহা কি আপনার অভিপ্রেত নহে?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "ইহাতে আমার অভিপ্রায়ের কোন প্রয়োজন হইতেছে না। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেলিনা নিজের অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহ করিবে।"

এমন সময়ে সেই কক্ষমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন। মিঃ দত্ত তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে অমর এসেছ! ফিরিতে এত রাত হইল যে?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মিস্ আমিনা তাহার সহিত একবার দেখা করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল; আজ সময় পাইয়া একবার তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সুরেন্দ্র নাথের নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য মিস্ আমিনা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।" সুরেন্দ্রনাথের প্রতি "সুরেন, সরলহৃদয়া মিস্ আমিনার সহিত তোমার এরূপ কঠিন ব্যবহার করা অতিশয় অন্যায় হইতেছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মিস্ আমিনা ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছে, আমি সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার এ অভিসন্ধি আমারও অনবগত নহে; আমিও সকল শুনিয়াছি। কিন্তু সুরেন্ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো, আমি বা সেলিনার মা জীবিত থাকিতে কিছুতেই তোমার এ আশা পূর্ণ হইবে না।"

সুরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কাহার আশা পূর্ণ হইবে, কি না হইবে, সে কথা সেলিনাকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। আমি সেলিনাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই; তাহাতে বিশেষ কোন প্রয়োজনও দেখি না। কিন্তু সুরেন্, আমি তোমাকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেছি, তোমার এ দুরাশা যত শীঘ্র পার, ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর, নতুবা বিপদে পড়িবে। ডাক্তার বেণ্ট-

উডের সহিত সেলিনার বিবাহ হয়, তাহাও স্বীকার ; কিছুতেই আমি তোমার এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে দিব না।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার ন্যায় তাঁহারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। জুলেখা তাঁহার হইয়া চেষ্টা করিতেছে ; আর সেলিনার মাতা তোমার একান্ত পক্ষপাতী ; তাহা হইলেও আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চিন্তিত নও ? তুমি কি বেণ্টউডের কথা এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ ? তোমার বিবাহে তোমার জীবন্মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এমন অর্ব্বাচীন নহি যে, বেণ্টউডের একথা আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতের এরূপ ভুল বিশ্বাসের জন্য বরং আমি দুঃখিত।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাস লইয়া কোন তর্কের আবশ্যকতা নাই—যাহার যে বিশ্বাস, তাহার সে কারণ জানে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ! তোমার যেন বেশ স্মরণ থাকে, ডাক্তার বেণ্টউড বড় সহজ লোক নহেন ; শুধু তোমার কথা বলিতেছি না—আমাদের উভয়েরই পক্ষে বেণ্টউড বড় ভয়ানক লোক।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা আমি জানি, বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস, বেণ্টউড আমাদের বিষ-গুপ্তিটা চুরি করিয়াছেন।"

"বিষ-গুপ্তিটা!" চকিতভাবে এই কথা বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ দেয়ালের যেখানে বিষ-গুপ্তি থাকিত, সেইদিকেই বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল এবং আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। ভীতিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বিষ-গুপ্তি নাই—চুরি গিয়াছে—কি সর্ব্বনাশ! সুরেন্দ্রনাথ, এখন হইতে আমাদের দুজনকেই খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোগশয্যায়

তাহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে—ইতোমধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। অমরেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিলেন, কেহ কাহারও নিকটে আর সেলিনার নাম, কিম্বা তাহার সম্বন্ধে কোন কথার উত্থাপন করিতেন না। এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতত একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।

ইতিমধ্যে তদুভয়ের কাহারও সহিত মিস্ সেলিনার দেখা হয় নাই। যাহাতে কাহারও সহিত সেলিনার আর সাক্ষাৎ না হয়, সেলিনার মা তাহার একটা সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি সেলিনাকে আর বাটীর বাহির হইতে দিতেন না। জুলেখার পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন কাজ করিতেন না—ইহাতেও জুলেখার মন্ত্রণা ছিল।

সেলিনার মাতার মাথার ব্যায়রাম ছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইত। তাঁহার আহার আর নিদ্রা এই দুইটী ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না; সুতরাং একটা কিছু রকম না থাকিলে জীবনটা নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়ে, এই জন্যই বোধ হয়, বিধাতা তাঁহার মস্তিষ্কে এইরূপ একটা পীড়ার আরোপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটু ত্রুটিতেই পীড়াটা সজাগ হইয়া উঠিত। সেদিন সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেই বাগ্বিতণ্ডার পর হইতেই পীড়াটা

কিছু প্রবল হইয়াছে। দুই বেলা ডাক্তার দেখিতেছে—ডাক্তার বেণ্টউড স্বয়ং।

বেণ্টউড আসিলে সেলিনা তাহার মাতার কক্ষ ত্যাগ করিয়া এক একদিন উঠিয়া বাহিরে যাইত। কোনদিন বা মা'র অনুজ্ঞায় অপেক্ষা করিত। বেণ্টউড আসিয়া তাহার মুখের দিকে এরূপভাবে ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিতেন, তাহাতে সেলিনার মন নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত। সে দৃষ্টিতে কি একটা বিভীষিকা মিশ্রিত থাকিত, সেলিনা কিছুতেই তাহা অনুভব করিতে পারিত না। সেই দৃষ্টিতে যেন একটা অপূর্ব্বানুভূত মোহ সঞ্চালিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় অবসন্ন করিয়া তুলিত। বেণ্টউড মেসমেরিজম্ বা হিনপ্‌টীজম্ প্রক্রিয়ায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন ;· সেইজন্য সহজেই তাঁহার স্থির দৃষ্টিপাতে মনের ভিতরে এইরূপ একটা অনিবার্য্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত।

একদিন সেলিনা তাহার মুখের দিকে বেণ্টউডকে সেইরূপ ভাবে চাহিতে দেখিয়া কহিল, "আপনি এরূপ ভাবে আমার দিকে চাহিবেন না—আমার বড় ভয় হয়। আপনার দৃষ্টি বড় ভয়ানক।"

বেণ্টউড বলিলেন, "যাহার সহিত কথা কহিতে হয়, তাহার দিকে না চাহিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া—"

বাধা দিয়া তারস্বরে সেলিনা বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার কথা কহিতে হইবে না—আমি এখনই উঠিয়া যাইতেছি।"

রোগশয্যায় পড়িয়া সেলিনার মাতা সব শুনিতেছিলেন। সেলিনার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "সেলিনা, তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, দেখিতেছি।"

সেলিনা জননীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেলিনার মাতা কহিলেন, "সেলিনাকে লইয়া যে আমি কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মেয়েটা ক্রমে বড় অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে।"

বেণ্টউড কহিলেন, "আমার বিশ্বাস, অমরেন্দ্রের সহিত সেলিনার বিবাহ দিবার সংকল্প যত দিন না আপনি ত্যাগ করিবেন, ততদিন আপনি সেলিনার এ অবাধ্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই দেখিবেন।"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "সেলিনা আমার যতই অবাধ্য হউক না কেন, যেমন করিয়া পারি, আমি অমরেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবই।"

বেণ্টউড কহিলেন, "অমরেন্দ্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে আপনার এত আগ্রহ কেন, বুঝিলাম না। এমন কি আমার প্রস্তাবও আপনি একেবারে অগ্রাহ্য করিলেন। মিঃ অমরেন্দ্র তেমন ধনবান্ নহেন। যদিও তিনি ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল, কিন্তু এখনও তাঁহার তেমন পসার হয় নাই; পরে হইবে কি না, তাহারই বা ঠিক কি? তাঁহার মাতুল মহাশয়ের যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহাও আবার দুই ভাগ হইবে।"

সেলিনার মাতা বলিলেন, "তা' আমি জানি। কিন্তু সেলিনার যে বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাতে সে নিতান্ত দরিদ্রকে বিবাহ করিলেও জীবনে কখন অর্থাভাবের কষ্ট তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না। বার্ষিক বিশ হাজার টাকার আয়ে একটা ভদ্র-পরিবার সসম্মান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতি-পালিত হইতে পারে।"

একে সেলিনা পরমসুন্দরী, তাহার উপরে তাহার বার্ষিক আয় বিশ হাজার টাকা; দেখিয়া-শুনিয়া বেণ্টউডের লোভ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

সেদিন তিনি সেই বিশ হাজার টাকার চিন্তা লইয়া নিজের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, এ সুযোগ সহজে ত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক, সেলিনাকে বিবাহ করিতেই হইবে। এবং যাহাতে সেলিনাকে কোন রকমে হস্তগত করিতে পারেন, এমন একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

অদৃষ্ট-গণনার ফল

•

(পথে খুন)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃথা চেষ্টা

বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দত্ত সাহেব অদ্যাবধি সেই অপহৃত বিষ-গুপ্তির কোন সন্ধানই করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে একদিন তিনি সেই বিষ-গুপ্তির সন্ধানের জন্য বেণ্টউড সাহেবের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণ্টউড বলিলেন, "সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না। কারণ সেইদিন হইতে আপনার বিষ-গুপ্তি আমি দেখি নাই। বিষ-গুপ্তিটা রাখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, সেইজন্য সেটা আমায় বিক্রয় করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধও করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তাহাতে অস্বীকার করিলেন দেখিয়া, আমাকে আপনার বিষ-গুপ্তির আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইল। বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীটা আপনি এত শীঘ্র হারাইয়া ফেলিলেন।"

রোষসংক্ষুব্ধস্বরে মিঃ দত্ত বলিলেন, "হারাইয়া ফেলিব কেন? কেহ চুরি করিয়াছে। আমার বোধ হয়, জুলেখা—"

বাধা দিয়া বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "আপনার অনুমান কতদূর সত্য, বলিতে পারি না; জুলেখা লইলেও লইতে পারে; কারণ এ তাহাদেরই দেশের জিনিষ, তাহাতে জুলেখার একটা লোভ থাকা সম্ভব বটে। একবার আপনি জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।"

মিঃ দত্ত বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেবল তাহাকে নহে, সেলিনার মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সেলিনার মার মুখে শুনিলাম, কাল সন্ধ্যার পর জুলেখা বাড়ীর বাহির হয় নাই। কাল অপরাহ্নে সেলিনাদের বাড়ীতে গেটের ধারে দাঁড়াইয়া জুলেখার সহিত আপনার কি কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?"

বেণ্ট। হইয়াছিল—কিন্তু বিশেষ কোন কথা হয় নাই। এ কথা আপনাকে কে বলিল? সুরেন্দ্রনাথ বুঝি?

দত্ত। সুরেন্দ্রনাথ। কাল হইতে আপনার উপরে সুরেন্দ্রনাথের রাগটা অত্যন্ত প্রবল দেখিলাম। তাহার সহিত আপনার কিছু মনোমালিন্য ঘটিতে পারে, এমন কোন ঘটনা কি কাল সেলিনাদের বাড়ীতে ঘটিয়াছিল?

বেণ্ট। কিছুই না। তবে আমার উপরে সুরেন্দ্রনাথের রাগের অন্য একটা কারণ আছে।

দত্ত। কারণটা কি?

বেণ্ট। সেদিন তাহার হাত দেখিয়া আমি যে একটা ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আপনার স্মরণ আছে, বোধ হয়।

দত্ত। আছে—সে বাজে কথা। আপনি ত নিজেই তার কোন

একটা অর্থ করিতে পারিলেন না। আমি ত এক তিল বিশ্বাস করি না।

বেণ্ট। বিশ্বাস করেন না—বেশ, অপেক্ষা করুন, সময়ে দেখিতে পাইবেন, বিশ্বাসও করিবেন।

সেদিন তাঁহাদের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। মিঃ দত্ত বিদায় লইয়া উঠিলেন। বেণ্টউড সাহেব বাটীর বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। পরে পরস্পর করপীড়ন করিয়া দত্ত সাহেব নিজের গাড়ীতে উঠিলেন এবং বেণ্টউড বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যখন দত্ত সাহেব বেণ্টউডের নিকটে সন্ধান লইয়া বিষ-গুপ্তি পুনরুদ্ধারের কোন সূত্র পাইলেন না, তখন তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় উদার, মহৎ এবং দয়াপ্রবণ; বিষ-গুপ্তির জন্য তাঁহার যত দুঃখ না হউক, পাছে সেই বিষ-গুপ্তি লইয়া কোথায় কোন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এই ভয়েই তাঁহার কোমল হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবাধ্যতা

সুরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার মাতুল মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, জুলেখাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কারণ সেদিন সে সন্ধ্যার পর বাহির হয় নাই। তখন তিনি মনে করিলেন, যদি জুলেখা এ কাজ নিজে না করিয়া থাকে, তবে জুলেখা আর বেণ্টউডের পরামর্শে আশানুল্লা দ্বারাই এ কাজ হইয়াছে। আশানুল্লার নিকট একবার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রনাথ আশানুল্লার সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে একেবারে নিরুদ্দেশ; কোথায় গিয়াছে, সে সম্বন্ধে গ্রামের কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। তখন আশানুল্লাই যে লোভে পড়িয়া দত্ত সাহেবের বাড়ী হইতে স্বর্ণ-মণ্ডিত বিষ-গুপ্তিটা চুরি করিয়াছে, এই কথাটা অতি শীঘ্র গ্রামের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিল।

একদিন অপরাহ্নে দত্ত সাহেবের বাড়ীতে হঠাৎ আশানুল্লা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। তাহার একান্ত ইচ্ছা, সুরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিবে। সুরেন্দ্রনাথ আশানুল্লাকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তখন দত্ত সাহেব গৃহে ছিলেন না। কোন কাজে বাহিরে গিয়া ছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া রহিমবক্সের মুখে শুনিলেন, আশানুল্লা সুরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। এইবার বিষ-গুপ্তির

একটা কিনারা হইবে মনে করিয়া দত্ত সাহেব তাড়াতাড়ি সেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় আশানুল্লা নাই, সুরেন্দ্রনাথ একাকী বসিয়া আছেন।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "আশানুল্লা কোথায় গেল ?"

সুরেন্দ্র। এইমাত্র সে চলিয়া গেল।

দ। সে তোমার সহিত কেন দেখা করিতে আসিয়াছিল ?

সু। সে কোথায় শুনিয়াছে যে, সে বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া আমি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছি; তাই সে নিজের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে আসিয়াছিল।

দ। তাহার কথার ভাবে কি বুঝিলে ?

সু। তাকে নির্দ্দোষ বলিয়াই বুঝিলাম। সে আমাদের বিষ-গুপ্তি চুরি করে নাই।

দ। তবে কে চুরি করিয়াছে ?

সুরেন্দ্রনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণ-পরে কহিলেন, "সে কথা আপনাকে কাল বলিব।"

দ। এখন না বলিবার কারণ ?

সু। এখন আমি নিজে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই; মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে মাত্র। আশানুল্লার নিকটে এ সম্বন্ধে একটা যে সূত্র পাইয়াছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া সন্ধান লইতে হইবে। কাল আমি কাজ শেষ করিতে পারিব।

দ। কাহার উপরে তোমার সন্দেহ হইতেছে ?

সু। আপনি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিবেন না—আজ আমি আপনার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিব না।

কথাটা শুনিয়া দত্ত সাহেবের গম্ভীর মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছায়া স্পষ্টীকৃত হইল। তন্মুহূর্ত্তে তিনি সে ভাব গোপন করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে। কেবল তুমি নও, অমরেন্দ্রও আমার সহিত আজকাল এইরূপ ব্যবহার করিতেছে; বড়ই দুঃখের বিষয়!"

সবিস্ময়ে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, অমর দাদা আবার কি করিয়াছেন?"

অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমার মুণ্ড করিয়াছেন! আমাকে কোন কথা বলা নাই—কহা নাই—কলিকাতায় গিয়াছে। সেখানে তাহাকে কেবল দুই দিন থাকিতে হইবে, সেটা আমাকে জানানো যেন একান্ত অনাবশ্যক। যাইবার সময়ে রহিমবক্সের কাছে দুই ছত্র মাত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; কেন যাইতেছে, কি দরকার ইহাতে তাহার কোন উল্লেখই করে নাই।"

এই বলিয়া দত্ত সাহেব পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া সুরেন্দ্রনাথের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেই কাগজ টুকরা লইয়া পড়িয়া দেখিলেন; তাঁহার মাতুল মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিলেন, তদ্ব্যতীত তাহাতে আর কিছু লিখিত ছিল না। তিনি সেখানি দত্ত সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আজ আমাকে এখনই একবার আলিপুরে যাইতে হইবে। বোধ হয়, ফিরিতে অনেক রাত হইবে। আমি বাড়ীতে আহার করিব না—হোটেলে আহার করিব।"

বালিগঞ্জ হইতে আলিপুর অন্যূন এক ক্রোশ দূরে। আলিপুরে রেণ্টউড সাহেবের বাড়ী।

দত্ত। আলিপুরে যাইবে কেন?

সু। একটা বিশেষ কাজ আছে।

দ। কি কাজ, তাহার কোন নাম নাই? সুরেন্, আমি নিজে বুকে করিয়া তোমাদিগকে মানুষ করিয়াছি; তোমাদের উপরে আমার কত স্নেহ, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই বুঝ না! তোমাদের এরূপ ব্যবহারে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়! আমার কাছে কোন কথা গোপন করা তোমাদের ভাল দেখায় না।

সু। যে কাজে যাইতেছি তাহা যদি এখন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে হয় ত আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তবে আপনি এইমাত্র জানিয়া রাখুন, আমি বিষ-গুপ্তির পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যাইতেছি। আপনি আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি কাল নিজেই আপনার কাছে সমুদয় প্রকাশ করিব; তখন আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমি আপনার নিকটে পূর্ব্বে ইহা গোপন করিয়া নির্ব্বোধের কাজ করি নাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "বেশ বাপু, তাহাই ভাল; এখন তোমরা বড় হইয়াছ, জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছে, নিজের ভাল-মন্দ নিজেই বুঝিয়া চলিতে পারিবে।"

সুরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে বলিলেন, "কাল আপনি আমাদের সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারিবেন।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "অমরেন্দ্রের সম্বন্ধেও?"

সুরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

সন্দেহাকুল হইয়া উত্তেজিতকণ্ঠে দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাহা হইলে অমর যে কেন কলিকাতায় গিয়াছে, তাহাও তুমি জান?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে কেন যে তিনি হঠাৎ কলিকাতায় গিয়াছেন,

তাহা অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার উপরে রাগ করিতে হয় করুন, আমি আজ আর আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিব না। আমাকে এখনই যাইতে হইবে।”

দত্ত সাহেব কহিলেন, “কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী ঠিক করিতে বলিব ?”

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “না—গাড়ীতে আবশ্যক নাই—আমি হাঁটিয়া যাইব ?”

সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ ব্যবহারে দত্ত সাহেবের মন নিরতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত ও সন্দেহসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিয়া কোন লাভ নাই ; সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ক্ষণপরে সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খুন—পথিমধ্যে

দুই ভাগিনেগের উপরে দত্ত সাহেবের স্নেহ অপরিসীম। তিনি তাহাদের দুইজনকে আপনার প্রাণের মতন দেখিতেন। এই দুইজন ছাড়া তাঁহার সংসারে আর কোন বন্ধন ছিল না—এই দুইটি বন্ধনই অনুক্ষণ নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়া তাঁহার অনুভব হইত।

আপাততঃ সেই দুইজনের কেহই উপস্থিত না থাকায়, আহারের সময়ে একাকী আহার করিতে দত্ত সাহেবের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের সহিত গল্প করিতে করিতে আহার করিতে ভালবাসিতেন; তাহাতে আহারে তৃপ্তিও হইত। আজ আহারের সময়ে সেখানে না সুরেন্দ্রনাথ, না অমরেন্দ্রনাথ, কেহই ছিলেন না; এক রকম করিয়া তিনি উদরপূর্ণ করিলেন মাত্র। আহারাদি শেষ করিয়াই তিনি অতৃপ্তচিত্তে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং একটা সুদীর্ঘ চুরুট ধরাইয়া, চেয়াব টানিয়া সার ওয়াল্টার স্কটের "আইভ্যান্ হো" পড়িতে বসিলেন। চুরুটের অর্দ্ধাংশ মাত্র দগ্ধ হইয়াছে, এবং "আইভ্যান্ হো" পাঁচ-সাত পৃষ্ঠামাত্র পড়া হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার তন্দ্রা বোধ হইল। চুরুট ফেলিয়া, বই মুড়িয়া তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

শয়ন-গৃহের বাতায়নগুলি উন্মুক্ত ছিল; পুষ্পপরিমলবাহী হইয়া স্নিগ্ধ বায়ু অবাধে গৃহমধ্যে সঞ্চালিত হইতেছিল। বাহিরে নৈশগগন

নির্ম্মল—পরিষ্কার—কোথায় একখানিও মেঘ ছিল না। দূরে বনানীর অন্তরালে চন্দ্রোদয় হইতেছিল। এবং বৃক্ষান্তরাল দিয়া চন্দ্রকরলেখা ধরাবক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। মুক্ত প্রকৃতি স্থির নিস্পন্দ নীরব মন্ত্রমুগ্ধতুল্য। পরিপ্লব চন্দ্রকিরণে বিশ্বজগৎ যেন এক অপূর্ব্বরহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। নীরবে চন্দ্রদেব কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন; নীরব আকাশ ব্যাপিয়া নক্ষত্ররাজি নির্নিমেষনেত্রে নীরব ধরণীর দিকে নীরবে চাহিয়াছিল; নীরবে বৃক্ষশ্রেণী তাহাতে স্নান করিতেছিল; নীরবে নৈশসমীরণ সেই জ্যোৎস্না-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছিল; নীরবে দূরবর্ত্তী গঙ্গা-প্রবাহে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল; নীরবে বিকসিত পুষ্পদল হইতে পরিমল বায়ু-প্রবাহে নিঃসৃত হইতেছিল; এবং সেই অনন্ত নীরবতার মধ্যে বিশ্বপৃথিবী যেন একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে সহসা সেই বিপুল নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া, শাণিত ছুরিকার ন্যায় কাহার আকুল আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল? সেই আর্ত্তনাদে দত্ত সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি চকিতে উঠিয়া বসিলেন।

কাহার সেই আর্ত্তনাদ আকাশভেদী, অতি তীব্র, এক মুহূর্ত্তে চরাচর যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল? দত্ত সাহেবের বোধ হইল, যেন অদূরবর্ত্তী সেলিমাদের বাটী হইতেই সেই শব্দটা আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেইদিকে ছুটিলেন। মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, অবশ্যই একটা কোন ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, পথের এক পার্শ্বে স্তূপীকৃত হইয়া একটা কি পড়িয়া রহিয়াছে। দত্ত সাহেব তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটা মনুষ্য-দেহ নীরব—নিস্পন্দ; দুই হাতে ফিরাইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিয়া

তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইল, বুকের ভিতরে তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল—এবং সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

কি সর্ব্বনাশ! সে মৃতদেহ যে তাঁহারই প্রিয়তম সুরেন্দ্রনাথের। প্রথমে নিজের চক্ষুকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে দত্ত সাহেবের প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সেই শবদেহ বুকে লইয়া বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

এমন সময়ে দ্রুতপদে সেইদিকে রহিমবক্স ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অদূরে নিজের প্রভুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে! চীৎকার শুনিয়া আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হুজুরকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া আমিও হুজুরের পিছনে পিছনে আসিতেছি।"

দত্ত সাহেব নীরবে ভূপতিত সুরেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। মুখে কিছুই বলিলেন না। রহিমবক্স নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিয়া ভয়ে দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া আসিল। ভীতিবিক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "কি মুস্কিল! হা আল্লা, একি করিলে!"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "রহিমবক্স, খুন—খুন—আমার সুরেন্‌কে কেহ খুন করিয়াছে।"

দত্ত সাহেব এমন বিকৃতস্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, সে স্বর তাঁহার নিজের বলিয়া বোধ হইল না।

রহিমবক্স কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কে এমন দুষ্‌মন—কে এমন সয়তান—"

দত্ত সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "জানি না—কেমন করিয়া বলিব, কোন্ পিশাচ আমার এমন সর্ব্বনাশ করিল? রহিমবক্স, তুমি দুইজন

সহিসকে ডেকে আনি, আর কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী নিয়ে শীঘ্র ডাক্তার বেণ্টউডের বাড়ীতে যাইতে বল।"

রহিমবক্স বলিল, "এত রাত্রে ডাক্তার সাহেবের দেখা—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "কোন কথা কহিয়ো না—আমি যা বলি তাই কর—শীঘ্র যাও।"

প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে—প্রভুভক্ত রহিমবক্স উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া চলিল।

দত্ত সাহেব সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া একাকী সেইখানে বসিয়া রহিলেন। এখন আমরা তাঁহার মনের অবস্থা বর্ণন করিবার চেষ্টা করিব না—বলিতে কি, সে চেষ্টা সফল হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

যে পথের ধারে সুরেন্দ্রনাথকে বক্ষে লইয়া দত্ত সাহেব বসিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পরে সে পথ দিয়া কেহই গমনাগমন করিত না। এখন রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে, সেই স্থান একেবারে জনমানবশূন্য। চন্দ্রালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, দত্ত সাহেব নিজের দৃষ্টিশক্তির উপরে সাধ্যমত বলপ্রয়োগ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

কেহ যে সুরেন্দ্রনাথকে এই নির্জ্জন পথিমধ্যে হত্যা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে দত্ত সাহেব নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের এমন কোন ভাব দেখেন নাই, যাহাতে সুরেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে এমন একটা ধারণা হইতে পারে। কিন্তু এ হত্যা কে করিল? দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্নমাত্রও নাই। তবে কি বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথের করকোষ্ঠী দেখিয়া যে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই সূত্রপাত? দত্ত মহাশয়ের মনে এইরূপ অনেক প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল।



“[illegible] সর্বনাশ! সেই বিষ-ছুরি দিয়া……হত্যা করিয়াছে।”

[জাপানের রহস্য—৮২ পৃষ্ঠা।

[illegible]—CALCUTTA

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খুনের পর

কিছুতেই দত্ত সাহেব তাঁহার মস্তিষ্ক ও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না; হৃদয়ক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটা প্রচণ্ড প্রলয়াকাণ্ড চলিতে লাগিল। যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দত্ত সাহেব সুরেন্দ্রনাথের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; কোথাও কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। কেবল বাম করতলে দুই-এক বিন্দু রক্ত লাগিয়া থাকিতে দেখিলেন। রুমাল দিয়া রক্তটা মুছিয়া দেখিলেন, সূচিবিদ্ধের ন্যায় সামান্য একটু ক্ষতচিহ্ন। দেখিয়া দত্ত সাহেব বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সেই বিষ-গুপ্তি দিয়া নিশ্চয়ই কেহ সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে।"

এমন সময়ে দুইজন সহিস সঙ্গে রহিমবক্স ও গাড়ী লইয়া কোচ্‌ম্যান আসিয়া উপস্থিত হইল। বেণ্টউডকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দত্ত সাহেব কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী লইয়া শীঘ্র আলিপুরে যাইতে আদেশ করিলেন। অতি দ্রুত গাড়ী হাঁকাইয়া কোচ্‌ম্যান চলিয়া গেল।

দত্ত সাহেব দুইজন সহিস ও রহিমবক্সের সাহায্যে সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নিজের বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলেন; এবং নিম্নতলস্থ বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী এক প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর দত্ত সাহেব অত্যন্ত অধীরচিত্তে ডাক্তার বেণ্টউডের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন নিজের মতি স্থির নহে, শীঘ্র যে স্থির হইবে, তেমন কোন সম্ভাবনাও নাই। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ সময়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেণ্টউড সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি হত্যাকারীকে ধরিবার নিশ্চয়ই একটা-না-একটা সূত্র বাহির করিতে পারিবেন।

যথাসময়ে বেণ্টউড সাহেব আসিয়া দেখা দিলেন। এক নিঃশ্বাসে দত্ত সাহেব তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। বেণ্টউড সাহেব সুরেন্দ্রনাথের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন, "শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন রকমে দেহস্থ রক্ত বিষাক্ত হওয়াই এই মৃত্যুর কারণ।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই সেই বিষ-গুপ্তি দ্বারা কেহ সুরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে।"

ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "হ'তে পারে; আপনি কিম্বা আমি সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। আপনার বিষ-গুপ্তির বিষের গুণ কি প্রকার, তাহা আপনিও জানেন না, আমিও জানি না।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "দেহস্থ রক্ত বিষাক্ত হওয়ায় যদি সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই বিষ-গুপ্তিতেই ইহা ঘটিয়াছে। রক্ত বিষাক্ত করিতে পারে, এমন কোন অস্ত্র ত এ গ্রামের মধ্যে আর কখন কাহারও নিকট দেখি নাই। যে সেই বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে, নিশ্চয়ই সেই লোক সুরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে।"

বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "কে বিষ-গুপ্তি লইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি? বিষ-গুপ্তি চুরি সম্বন্ধে আমার উপরেও আপনার একটা সন্দেহ আছে।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছিল; এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার সে সন্দেহ মিথ্যা।"

বেণ্টউড সাহের মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখন আপনার এরূপ বুঝিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার উপরে আপনার সেই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইবার কথা। সুরেন্দ্রনাথের সহিত আমার কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই—নাই বলিতেছি—ছিল না। আপনি বোধ হয় জানেন, মিস্ সেলিনার জন্য আমরা পরস্পর ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলাম ; এরূপ স্থলে যে শুনিবে, সে-ই বিশ্বাস করিবে যে, আমিই বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছি, এবং আমিই নিজের পথ সুগম করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছি।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমি তা' বিশ্বাস করি না ; আপনার উপরে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "তবে কাহাকে আপনি সন্দেহ করিতেছেন ?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "জুলেখার উপরেই আমার সন্দেহ হয়।"

বেণ্টউড বলিলেন, "কিসের জন্য জুলেখা এমন একটা ভয়ানক কাজ করিবে ?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "সুরেন্দ্রের উপরে তাহার বড় রাগ ; বিশেষতঃ সেলিনা সুরেন্দ্রকে ভালবাসে, এটা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়াছিল। সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়, এ ইচ্ছা তাহার ছিল না।"

বেণ্টউড সাহেব বলিলেন, "সত্যকথা বলিতে কি, সে ইচ্ছা আমারও ছিল না। যাক্ সে কথা, আপনি ত ইতঃপূর্ব্বে সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন যে, জুলেখা আপনার বিষ-গুপ্তি চুরি করে নাই। যদি এখনও আপনার সেই সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আপনি আর একবার সেলিনার মার সহিত দেখা করিয়া সন্ধান লইতে পারেন। একজন ডিটেক্‌টিভের সাহায্য গ্রহণ করা এখন আপনার বিশেষ প্রয়োজন। অমরেন্দ্রনাথ

এখন কলিকাতায় রহিয়াছে, একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের জন্য তাহাকে টেলিগ্রাফ করিলেন না কেন? তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইত।"

দত্ত। [সাশ্চর্য্যে] অমরেন্দ্রনাথ যে এখন কলিকাতায়, এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

বেণ্ট। আজ সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের মুখেই এ কথা শুনিয়াছিলাম।

দত্ত। আজ সন্ধ্যার পরে! সুরেন্দ্রনাথ কি আজ আপনার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল?

বেণ্ট। হাঁ, আজ অপরাহ্ণে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে আমি একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। আশানুল্লা সেই পত্র লইয়া আসে।

দত্ত। হাঁ, সে একবার ঐ সময়ে আসিয়াছিল বটে। কোন্ প্রয়োজনে আপনি সুরেন্দ্রনাথকে আপনার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন?

বেণ্ট। তেমন বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না; মিস্ সেলিনা পীড়িতা। আমার বিশ্বাস, সেলিনার মা সেলিনার এই পীড়ার কারণ। হঠাৎ তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। বিশেষ চিন্তার পরে আমি বুঝিলাম, সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার হৃদয়ে যেরূপ সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে সেখানে আর কাহারও স্থান হইবে না। আরও বুঝিতে পারিলাম, যদি সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিতে না পারে, তাহা হইলে সে অধিক দিন বাঁচিবে না; এবং তাহার কোমল হৃদয় একটু আঘাতেই ভাঙিয়া যাইবে। আমি যতই চেষ্টা করি, আমার আশা যে, কখনও সফল হইবে না, এ বিশ্বাস যখন দৃঢ় হইল, তখন আমি অনর্থক কেন অপরের সুখ-সৌভাগ্যের অন্তরায় হই, মনে করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া

আমার মনের কথা সমুদয় খুলিয়া বলিলাম। এবং যেমন করিয়া হউক, একবার পীড়িতা সেলিনার সহিত শীঘ্র দেখা করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলাম। যাক্, এখন আপনি কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন?

দত্ত। আপাততঃ পুলিসে সংবাদ দিব, মনে করিতেছি।

বেণ্টউড বলিলেন, "যাহাতে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের হাতে এই কেস্‌টা পড়ে, সেজন্যও এখন আপনার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।"

এই বলিয়া পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "রাত অনেক হইয়াছে, এখন আমি চলিলাম। বলেন যদি আমি পুলিসে সংবাদ দিতে পারি।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে বড় ভালই হয়।"

বেণ্টউড কক্ষের বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খুনের পরদিন

দত্ত সাহেব সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া সেই ভীষণ রজনী অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

তখন বাহিরে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী বায়ু-হিল্লোলে নিশ্বঃসিয়া উঠিতেছিল। এবং একটা নিশাচর পক্ষীর করুণ আর্ত্তনাদ এক-একবার গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। পরে রাত্রি যত গভীর, নির্জ্জনতা যত সুস্পষ্ট এবং নীরবতা যত নিবিড় হইতে লাগিল, দত্ত সাহেবের ভগ্নহৃদয়ে দুঃসহ শোক সেই সঙ্গে ক্রমশঃ তেমনি গভীর সুস্পষ্ট এবং নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

যতবার তিনি ব্যাকুলনেত্রে তাঁহার প্রাণাধিক সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে ভাল করিয়া দেখিতে যান্, দরবিগলিত অশ্রুস্রোতঃ তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া দেয়; এবং তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে থাকেন।

প্রভাতে যখন সেই মৃতের কক্ষ ত্যাগ করিয়া দত্ত সাহেব বাহির হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আর সহজে চিনিতে পারা যায় না; যেন সেই একটা রাত্রির মধ্য দিয়া বৃদ্ধ দত্ত সাহেবের আরও বিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কালিমালিপ্ত চক্ষু ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, ললাটে রেখার পর রেখা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং দেহযষ্টি জরাজীর্ণের ন্যায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সূর্য্যোদয়ের অনতিবিলম্বে শোকার্ত্ত অমরেন্দ্রনাথ ফিরিলেন। প্রথমে একটিও কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; ছুটিয়া গিয়া দুই হস্তে মাতুল মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন! তাঁহার দরবিগলিত উষ্ণ অশ্রুধারাপাতে দত্ত সাহেবের শোকদগ্ধ বক্ষঃ প্লাবিত হইতে লাগিল।

দত্ত সাহেব দেখিলেন, অমরেন্দ্রনাথও হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; আজ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সেই শৈশবের ধূলা-খেলার সুমধুর স্মৃতিগুলি বিষাক্ত শরজালের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতুল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর করিলেন, "প্রাতে ডাক্তার বেণ্টউডের টেলিগ্রাফ পাইয়াই আমি আসিতেছি; আমি এখানে থাকিলে হয় ত সুরেন্‌কে এমন ভাবে আমাদের হারাইতে হইত না!"

তীক্ষ্ণস্বরে দত্ত সাহেব কহিলেন, "এখন তুমি মিস্ সেলিনাকে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ করিতে পারিবে।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ভগ্নকণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "না—আপাততঃ কিছুতেই নহে।"

দত্ত সাহেব ক্ষণকালের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে অমরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ কি মনে করিয়া অমরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া সুরেন্দ্রনাথের বক্ষের উপরে রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর, বল, যতদিন না তুমি সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীকে ধরিয়া উপযুক্ত প্রতিফল দিবে, ততদিন সেলিনাকে বিবাহ করিবে না?"

অমরেন্দ্রনাথ সেই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে গ্রামের মধ্যে খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে পথিপার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেইখানে

দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে যাহাদের সহিত সুরেন্দ্রনাথের বেশী জানাশুনা ছিল, তাহারা দত্ত সাহেবের বাটীতে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দেখিতে উপস্থিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিজের সবিনয় নম্র স্বভাব এবং বিমল চরিত্রের জন্য সকলেরই প্রিয়দর্শন ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে আজ অনেকেই হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত পাইল। শান্তস্বভাব সুরেন্দ্রনাথকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিতে পারে, তাঁহার এমন শত্রু যে কেহ ছিল, এ কথা প্রথমে সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না; সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে মহা শোকের সহিত একটা মহা বিস্ময় আর সকলেরই হৃদয় একান্ত অভিভূত করিয়া তুলিল।

সহানুভূতি প্রকাশের জন্য নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশিগণের অনেকেই শোক-মুমূর্ষু দত্ত সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি কাহারও সহিত দেখা করিলেন না। অপরাহ্নে ডাক্তার বেণ্টউড দেখা করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে লইয়া লাইব্রেরী ঘরে বসিলেন। অমরেন্দ্রনাথও সেখানে রহিলেন। কি করিলে হত্যাকারী শীঘ্র ধরা পড়ে, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে একটা গভীর পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে সেলিনার মাতার নিকট হইতে এই দুর্ঘটনার সহানুভূতি-সূচক একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি পড়িয়া দত্ত সাহেব দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "মিসেস্ মারশনই আমার সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর একমাত্র কারণ; তিনি যদি না সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেরূপ কঠিন ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথকে আজ এরূপভাবে অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না।"

মাতুল মহাশয়ের প্রাগুপ্ত মন্তব্যে প্রতিবাদ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তাঁহার অপরাধ কি? এমন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা তিনি অবশ্যই জানিতেন না। এমন কোন কারণ দেখি না—"

বাধা দিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক মস্তকান্দোলন করিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "অনেক কারণ আছে বাপু, অনেক কারণ আছে; যদি তিনি সহসা এমন কঠিনভাবে সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথকে দেখা করিতে মানা না করিতেন, তাহা হইলে কাল ডাক্তার বেণ্টউডের সহিত দেখা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আলিপুরে যাইবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না; কাল যদি সুরেন্দ্রনাথ বাড়ীর বাহির না হইত, তাহা হইলে কি আমার এমন সর্ব্বনাশ হয়! সেলিনার মা আর সেই জুলেখা এই খুনের ভিতরে নিশ্চয়ই আছে।"

* * * * * * *

সেইদিন অপরাহ্নে রহিমবক্স আসিয়া দত্ত সাহেবকে বলিল, "জুলেখা আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

নাসাগ্রকুঞ্চিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে দত্ত সাহেব বলিলেন, "সে ডাকিনীকে এখান থেকে এখনই দূর ক'রে দাও—এখনই দূর ক'রে দাও!"

ডাক্তার বেণ্টউড তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "কাজটা ঠিক হয় না। যাহাতে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী ধরা পড়ে, বোধ হয়, এমন কোন সন্ধান পাইয়া জুলেখা খবর দিতে আসিতে পারে।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "তা' আমার কাছে কেন? সে পুলিসে যাক্, আমার সঙ্গে দেখা করিয়া কি হইবে? আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, সে ডাকিনী এমন বোকা নহে যে, ফাঁসীর দড়ীটা টানিয়া নিজের গলায় জড়াইবে।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "জুলেখা যে দোষী, এখনও তাহার এমন কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই—"

বাধা দিয়া, টেবিলের উপরে করাঘাতের উপর করাঘাত করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া যাইবে; আমি সহজে

ছাড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ইহার প্রতিশোধ দিব। জুলেখা আর তার মনিব মিসেস্ মার্শন যে এই খুনের ভিতরে আছে, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "প্রমাণ না পাইলে আপাততঃ কোন কাজই হইবে না। সে যা-ই হোক, এখন জুলেখার সঙ্গে আপনি দেখা করিবেন, না, তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিব ?"

"হাঁ—হাঁ—না—আচ্ছা, তাই যেতে বল, তার সঙ্গে আমি দেখা করিতে চাহি না ;—আচ্ছা, এক কাজ কর, অমর ; আমার সঙ্গে তার কি কথা আছে, তুমি গিয়া তাহা জানিয়া এস। আমি আর তাহার সঙ্গে দেখা করিব না।" এই বলিয়া দত্ত সাহেব বামকরতলে মস্তক রাখিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে আসিয়া কহিলেন, "সেলিনা জুলেখাকে পাঠাইয়াছে। জুলেখা আর কাহারও নিকটে কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আলোচনা

এইবার দত্ত সাহেব কি ভাবিয়া জুলেখাকে সেখানে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিলেন।

ক্ষণপরে জুলেখা রহিমবক্সের সঙ্গে সেই লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে ডাক্তার বেণ্টউডকে তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাতে চাহিতে দেখিয়া অত্যন্ত চকিত হইয়া উঠিল, এবং তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। জুলেখা তাড়াতাড়ি সে ভাব সাম্‌লাইয়া দত্ত সাহেবকে বলিল, "আমাদের মিস্ সেলিনা, হুজুর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান্।"

রুক্ষস্বরে দত্ত সাহেব কহিলেন, "কেন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন—সে সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পার?"

জুলেখা কহিল, "না—আমি জানি না, হুজুর! তাঁর বড় ব্যারাম, সারাদিন ধ'রে কান্নাকাটি কর্‌ছেন; তাঁর ভাব দেখে আমার বড় ভয় হয়েছে; এ সময়ে হুজুর সাহেব যদি একবার যান্, বড় ভাল হয়; হুজুর সাহেবকে দেখ্‌বার জন্য তাঁর বড় জেদ্ হয়েছে।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এখন আমি কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না। বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে; এখন আমি বড় গোলযোগে আছি। কাল আমি দেখা করিতে যাইব। তুমি তাঁহাকে এই কথাই বল গিয়া।"

জুলেখা কহিল, "তিনি আজই আপনাকে দেখ্‌বার জন্য বড় জেদ্ কর্‌ছেন।"

মনের অবস্থা ভাল না থাকায়, এবং জুলেখার পীড়াপীড়িতে দত্ত সাহেব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রুষ্টভাবে কহিলেন, "যা' বলিলাম, বল গিয়া, এখন আমার বেশী কথা কহিবার সময় নাই। কাল আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব। জুলেখা, আমি সহজে ছাড়িব না, এই খুনের ভিতরে তোমার অপরাধটা কতদূর, সেটা আজ আমি ভাল করিয়া না দেখিয়া অন্য কাজে হাত দিতেছি না।"

জুলেখা কহিল, "আমি কিছু জানি না, হুজুর।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তুমি সব জান, আমার এখানে যে 'চালেনা-দেশম' ছিল, তারও খবর তুমি জান।"

জুলেখা কহিল, "'চালেনা-দেশম' কি, আমি জানি না, হুজুর—আমি কখন দেখি নি।"

দত্ত সাহেব দেখিলেন, চতুরা জুলেখার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিবার কোন উপায় নাই। তখন তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। জুলেখার সঙ্গে ডাক্তার বেণ্টউর্ডও একবার বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎপরে ফিরিয়া আসিয়া, বসিয়া এইরূপ অজুহত দেখাইলেন যে, সেলিনার অবস্থা ভাল নহে; যাহাতে এ সময়ে তাহার উত্তম শুশ্রূষা হয়, সেজন্য তিনি জুলেখাকে সতর্ক করিয়া আসিলেন। তাহার পর কহিলেন, "সেলিনার মানসিক অবস্থা এখন বড়ই বিকৃত হইয়া গিয়াছে; তাহার উপরে, এই সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ সেলিনা শুনিয়াছে। এখন যে সহজে আরোগ্যলাভ হইবে, এমন ত বুঝিতেছি না।"

জড়িতবাক্যে অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তবে কি মিস্ সেলিনা রক্ষা পাইবে না?"

ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহার কোমল মস্তিষ্ক চিরকালের জন্য বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।"

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার বেণ্টউডের দ্বারা সুরেন্দ্রনাথের সেই কর-কোষ্ঠী গণনার কথা দত্ত সাহেবের মনে পড়িয়া গেল। তিনি সহসা মাথা তুলিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বড় ভয় হয়—ভবিষ্যতে কি মন্দ ঘটিবে, সেটা গণনা করিবার ক্ষমতা আপনার যথেষ্ট আছে। একদিন আপনি সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়াছিলেন, তাহা এখন ঘটিয়াছে। আজ আবার আপনি মিস্ সেলিনার অশুভ-সূচনা করিতেছেন।"

ডাক্তার বেণ্টউড কহিলেন, "আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। মিস্ সেলিনা সম্বন্ধে এ কথা এখন সহজে সকলেই অনুভব করিতে পারে; সেলিনা পীড়িতা, তাহার উপরে এই আবার একটা শোকের আঘাত পাইল। যেরূপ তাহার কোমল মনোবৃত্তি, তাহাতে এরূপ একটা অনিষ্টপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মিস্ সেলিনার সম্বন্ধে আমি ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া এ কথা বলিতেছি না, তাহার শোচনীয় অবস্থার জন্য আমি এইরূপ একটা আশঙ্কা করিতেছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আর সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আপনি—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা; আমি তাহার হাত দেখিয়া গণনা করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যু একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তখন আমরা আপনার এই জীবন্মৃত্যুর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত কিম্বা এই রকমের একটা পীড়া সুরেন্দ্রনাথকে ভোগ করিতে হইবে। এখন সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বুঝিলাম, আপনার গণনা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "হাঁ, এখন আমিও দেখিতেছি, গণনা ঠিক হয় নাই; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার গণনার কখন ভুল হয় না।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "আপনি গণনা করিয়া বলুন দেখি, কে আমার সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী ?"

বেণ্ট। এরূপ গণনা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত।

দত্ত। বিষ-গুপ্তি কে চুরি করিয়াছে, বলিতে পারেন ?

বেণ্ট। আপনার এ উভয় প্রশ্নের আমি কিছুতেই উত্তর করিতে পারিব না।

এই বলিয়া বেণ্টউড সাহেব টেবিলের উপর হইতে নিজের টুপীটা-হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কোন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ এ সকল বিষয়ে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। আপনি সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীর সন্ধানে একজন নামজাদা ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করুন—অনেক কাজ হইবে।"

"কোন আবশ্যক নাই; সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীকে উচিত মত প্রতিফল দিতে অপর কাহারও কোন সাহায্য আমি চাহি না। এখন যা' করিতে হয়, অমর আর আমাকে করিতে হইবে। কি বল অমর ?" এই বলিয়া দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে মৃদুমন্দ করাঘাত করিতে লাগিলেন।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বেণ্টউড বলিলেন, "বটে, কিন্তু আপনারা যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা আমি আপাততঃ ভালরকম অনুমান করিতে পারিতেছি না। এ সময়ে একজন পাকা ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিলে, তাহার দ্বারা আপনারা অনেক উপকার পাইতেন।"

ঘাড় নাড়িয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "সে আমরা বুঝিব; আমি বড় কাঁচা নহি।"

বেণ্টউড মৃদুহাসিয়া বলিলেন, "তা' না হইতে পারেন, কিন্তু আপনি ডিটেক্‌টিভ নহেন।"

"আচ্ছা—আচ্ছা—সে আমি ইহার পর বুঝিব," বলিয়া বিরক্তভাবে দত্ত সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। বেণ্টউড আর কিছু না বলিয়া, বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষণপরে দত্ত সাহেব মৃদুস্বরে অমরেন্দ্রকে বলিলেন, "ডাক্তার বেণ্টউড লোকটা কেমন? কি বোধ হয়?"

অমর। আমার ত বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

দত্ত। লোকটার উপরে আমারও কিছু কিছু সন্দেহ হয়। আমার বোধ হয়, বেণ্টউড এ খুনের ভিতরে আছেন, হয় তিনি নিজে খুন করিয়াছেন, না হয় যে লোক খুন করিয়াছে, তাহাকে জানেন।

অমর। না, আমার তা' মনে হয় না। এমন কোন কারণ দেখি না, যাহাতে ডাক্তার বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে।

দত্ত। সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার বিবাহে সে একজন প্রতিযোগী।

অমর। তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী বলিয়া আমার উপরেও আপনার সন্দেহ হওয়া উচিত। বেণ্টউডের ন্যায় আমিও সুরেন্দ্রনাথের এ বিবাহে প্রতিযোগী ছিলাম।

কথাটা শুনিয়া দত্ত সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "না—ঈশ্বর যেন না করেন, তোমার উপরে আমাকে কখনও এমন সন্দেহ করিতে হয়! কিন্তু অমর, আজ আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন; হত্যাকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য এখন আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। এই গভীর রহস্যের তলদেশ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। জুলেখার উপরেই আমার বেশী সন্দেহ হয়। সেই বিষ-গুপ্তি কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়,

কেমন করিয়া তাহাতে বিষ দিতে হয়, সব সে জানে। বিষ-গুপ্তির বিষও সে তৈয়ার করিতে জানে।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কিন্তু জুলেখা ত স্পষ্ট বলিয়া গেল, সে বিষ-গুপ্তি কখনও দেখে নাই।"

"মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা—ঘোরতর মিথ্যাকথা! সব জানে সে—ইহার পর তুমি—যাক্, এখন এই পর্য্যন্ত। অন্য সময়ে এই কথার মীমাংসা হইবে।" এই বলিয়া দত্ত সাহেব যে কক্ষে সুরেন্দ্রনাথের মৃত-দেহ ছিল, উঠিয়া সেই কক্ষের দিকে চলিলেন।

দেখিতে দেখিতে সেদিনকার দিনটাও কাটিয়া গেল। দত্ত সাহেবের মর্ম্মভেদী শোক-সন্তাপের ন্যায় চারিদিক্ হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোরতর হইয়া আসিল। তখনও সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ উদ্যানপার্শ্ববর্ত্তী নিম্নতলস্থ সেই অনতিপ্রশস্ত গৃহের মধ্যে আপাদমস্তক শুভ্রবস্ত্রাবৃত হইয়া একটি ছোট বিছানার উপরে পড়িয়া আছে। একপার্শ্বে একটা বাতী জ্বলিতেছে। সেই অনুজ্জ্বল আলোকে যেন একটা নীরব ভীষণতা সেইখানে খুব সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সে গৃহের মধ্যে কেহ ছিল না—কেবল রহিমবক্স। আজ সারারাত জাগিয়া সেখানে পাহারা দিবার ভার তাহারই উপরে অর্পিত হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শেষরাত্রে

কল্য পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষা হইবার কথা। স্থানীয় পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বসু, দত্ত সাহেবের বাড়ীতে পাহারা দিবার জন্য একজন কনেষ্টবলকে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কনেষ্টবল প্রভু মৃতদেহের জন্য এতদূর শ্রমস্বীকার একান্ত অনাবশ্যক বোধে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে বাহির বাটীর একটা ঘরে ঢালা বিছানার উপরে নিজের দেহ প্রসারিত করিয়া দিল; এবং অনতিবিলম্বে তাহার নাসিকা-গর্জ্জন দূরবর্ত্তীস্থান হইতেও পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

গঙ্গারামের ইন্‌স্পেক্টর-পদটা কুম্ভকারের স্বর্ণকারের পদপ্রাপ্তির ন্যায় হইলেও তিনি নিজে অতি সাদাসিধে মেজাজের নিরীহ ভদ্রলোক। এমন একটা রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের ভিতর হইতে হত্যাকারীকে ধৃত করিবার কোন একটা সূত্র বাহির করা যে, তাঁহার ন্যায় নিরীহ ভদ্রলোকের পক্ষে বড় সহজ কাজ নহে, তাহা তিনি নিজে বুঝিতেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা ভাল রকমে চিনিতেন, তাঁহারা ইহা অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। তবে আমরা ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, খড়-চুরি, গরু-চুরি, এবং ঘটীবাটী-চুরি সংক্রান্ত যে কোন রহস্যের উদ্ভেদ করিতে তাঁহার একটা অনন্য-সুলভ নৈপুণ্য ছিল। হঠাৎ আজ একটা এমন নূতন রকমের কেসে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও বিষ-গুপ্তিটার

তথ্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং সুরেন্দ্র-নাথের এই আকস্মিক মৃত্যুটা অত্যন্ত জটিল রহস্যময় বলিয়া তাঁহার অনুভূত হইতে লাগিল। এ রামা শ্যামার খুন নহে—লোকের মতন লোকের খুন, নামজাদা বনিয়াদী ঘরের খুন—এ খুন-রহস্যটা ভেদ করিয়া যদি তিঁনি এখন হত্যাকারীকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরে যে তাঁহার নাম মহিমময়, গৌরবময় এবং যশোময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, তাহা গঙ্গারাম সহজেই বুঝিতে পারিলেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সারাদিনটা কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার কোন পন্থাই সহজ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এ হেন গঙ্গারামের হাতে, এ হেন মোকদ্দমা পড়ায় আর কাহারও কিছু না হউক, যিনি হত্যাকারী, তিনি যে এ সংবাদ শ্রবণে মনে মনে পরম সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে বিধাতাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

রাত দশটা না বাজিতেই অমরেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছেন। সারাদিন দারুণ উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং শয়নমাত্রেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

দত্ত সাহেব স্থির করিলেন, লাইব্রেরী ঘরে সে রাত্রিটা অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার শোকোদ্বেলিত হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইয়া, প্রতিহিংসার ভীষণ বাড়বানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এখন তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, অশ্রু নাই—তাঁহার সেই নিরশ্রু চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন একটা অগ্নিময় জ্বলন্ত শিখা সতত বাহির হইতেছে।

রাত যখন একটা, তখন দত্ত সাহেব বাহিরে গিয়া কনেষ্টবলকে জাগাইলেন। তাহার সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া, তিনি যে কক্ষে

সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রহিমবক্স তখনও দ্বারের পার্শ্বে একখানি টুলের উপর জাগিয়া বসিয়া আছে। তাহার পর তিনি ঘরের চারিদিক্‌কার রুদ্ধ দরজা জানালাগুলির কোনটা ভ্রম ক্রমে অর্গলাবদ্ধ করা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে রহিমবক্সকে আর একবার সতর্ক করিয়া নিজের লাইব্রেরী ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রথমে দত্ত সাহেব একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া, একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন, দুই-একটান টানিয়া চুরুটটা তিনি দূরে ফেলিয়া দিলেন—ভাল লাগিল না। তাহার পর তিনি টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া নিজের সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের কোমল শৈশবের কোমল স্মৃতিগুলি দত্ত সাহেবের হৃদ্‌পিণ্ডের প্রজ্বলিত শোকানলে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্ষণপরে দত্ত সাহেব উঠিয়া গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিক্রমণ করিলেন। গত রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, তাহার পর এই সকল বিপৎপাতে দত্ত সাহেবের মন ও শরীর একান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরে পা তুলিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইয়া নিদ্রাদেবী নিজের কমলকোমলকরপল্লব দিয়া দত্ত সাহেবের উভয় চক্ষুঃ আবৃত করিয়া দিলেন। সেই স্নেহস্পর্শে দত্ত সাহেব অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অনতিবিলম্বে গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন।

দেয়ালের ঘড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। বাহিরে চারিদিক্ নিস্তব্ধ এবং আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। সেই আকাশব্যাপী মেঘের মধ্যে সনাথনক্ষত্রমালা কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। ধরাতল অবধি আকাশতল পর্য্যন্ত গভীরতম হইয়া অন্ধকাররাশি জমাট

বাঁধিয়া রহিয়াছে। এক একবার কোন্ বিনিদ্র নিশাচর পক্ষীর কর্কশ-কণ্ঠ সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তীব্রবেগে আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিতেছে। যে প্রকোষ্ঠে দত্ত সাহেব নিদ্রাভিভূত, সেখানে বাতায়ন-পথে অবিশ্রাম বায়ু-প্রবাহ মৃদুশব্দে ধীরে ধীরে বহিয়া আসিতেছিল, এবং দেয়ালের গায়ে একটা ঘড়ী অবিশ্রাম টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছিল। আর কোন শব্দ ছিল না।

সহসা দত্ত সাহেব চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল, রুদ্ধদ্বারে কে যেন মৃদু করাঘাত করিল; জাগিয়াও একবার তিনি সেই করাঘাতের অনুচ্চ শব্দ স্পষ্ট শুনিলেন। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনটা বাজিতে বেশি বিলম্ব নাই। এমন সময়ে কে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না; অতিশয় চিন্তিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভল্ভার বাহির করিয়া লইলেন; এবং দক্ষিণ হস্তে সেটা ঠিক করিয়া ধরিয়া, বাম হস্তে দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিলেন। গৃহস্থ রুদ্ধ দীপালোক উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দত্ত সাহেব সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন, বাহিরের ছায়ান্ধকার মধ্যে এক স্ত্রীমূর্ত্তি দুইবাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার আপাদমস্তক ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, পশ্চাতে কৃষ্ণতড়াগতুল্য বিসর্পিত কেশতরঙ্গমালা বায়ু-প্রবাহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার আকর্ণায়ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে একটা জ্বলন্ত দীপ্তি প্রতিক্ষণে বিকীর্ণ হইতেছে। দত্ত সাহেব প্রথমে চিনিতে পারিলেন না; পরে চিনিলেন—সে সেলিনা।

সেলিনা উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দত্ত সাহেব সরিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া



"মেলিনা উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।"

[জীবন্মৃত-রহস্য—১০১ পৃষ্ঠা।

I. A.P. S — CALCUTTA.

তিনি বলিলেন, "একি ব্যাপার! এমন সময়ে সেলিনা, তুমি এখানে? ব্যাপার কি?"

স্থির, ধীর গম্ভীরস্বরে সেলিনা বলিল, "হাঁ, এমন সময়ে—আমি চুপি চুপি লুকাইয়া চলিয়া আসিয়াছি—কেহ জানে না, মা না, জুলেখা না। সুরেন্দ্রনাথ কোথায়? আমার সুরেন্—"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "তুমি কি শোন নাই, সুরেন্—"

বাধা দিয়া সেলিনা বলিল—সেই স্থির, ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "মরিয়াছে, জানি—শুনিয়াছি। সুরেন্ মরিয়াছে—এমন সময়ে আমি তাহাকে একবার দেখিব না? দেখিতে পাইব না? যেখানে সুরেন্ আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে চল। এখনও বিলম্ব করিতেছ? কে, তুমি? কি পাষাণ! তুমি এমন সময়ে আমায় একবার তাহাকে দেখিতে দিবে না?"

সেলিনা এখন উন্মাদিনী, দত্ত সাহেব তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া ভীত হইলেন। সেলিনার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধের স্নেহশিথিল-হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। তিনি সেলিনাকে লইয়া, যে কক্ষে সুরেন্দ্রনাথের শবদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, সেই কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দত্ত সাহেব স্তম্ভিত হইলেন। উচ্চৈঃস্বরে "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" বলিতে বলিতে তিনি শয্যার দিকে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার সকাতর চীৎকারে নীরব নিদ্রিত সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রকম্পিত এবং প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শয্যা শূন্য—মৃতদেহ নাই!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উন্মাদিনী

শোকবিহ্বল, বিস্ময়বিহ্বল, ভীতিবিহ্বল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দত্ত সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁপিতে লাগিলেন। বাতাস লাগিয়া উজ্জ্বল দীপালোকশিখা তেমনি সঘনে কাঁপিতে লাগিল। সেই কম্পিত দীপালোক কম্পান্বিত দত্ত সাহেবের উচ্চচ্ছাদতলস্পর্শী কম্পিত ছায়া দেয়ালের গায়ে দীর্ঘাকৃতি প্রেতের ন্যায় তেমনি নীরবে, কি ভীষণভাবে কাঁপিতে লাগিল; সেই কম্পিত ছায়ালোক মধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া মুক্ত-কুন্তলা শিথিল-বসনা, উদ্বেগচঞ্চলা, উন্মাদিনী সেলিনা। তাহার পদপার্শ্বে রহিমবক্স মুখ গুঁজ্‌ড়াইয়া নীরবে পড়িয়া। অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানপার্শ্বস্থ একটা উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বার অবাধবায়ুপ্রবাহে নীরবে আন্দোলিত হইতেছিল। সেই একান্ত নীরবতার মধ্যে যেন কি একটা বিকটদর্শনা বিভীষিকা-রাক্ষসী কক্ষের চারিদিক্ বেড়িয়া দুর্দ্দান্তবেগে তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সহসা সেলিনা, "কোথায়—কই আমার সুরেন্দ্র কই, কোথায়—" বলিতে বলিতে উন্মত্তবেগে সেখান হইতে ছুটিয়া গিয়া, বিছানার উপরে দুইখানি বাহুলতা ও আলুলায়িত কুন্তলদাম প্রসারিত করিয়া দিয়া লুণ্ঠিত-মস্তকে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কই, এখানে ত নাই, সুরেন্দ্র এখানে নাই—কি মিথ্যাকথা! হায় হায়, তবে কি আর আমি তাহাকে এ জন্মে

দেখিতে পাইব না! কি হবে আমার! আমি একবার তাহাকে দেখিব না? আমায় একবার বলিয়া দাও, কোথায় সুরেন্দ্র আমার!"

এতটা বয়স হইয়াছে, দত্ত সাহেব আর কখনও এমন আত্মহারা হ'ন নাই। সেলিনার কাতর ক্রন্দন নিঃসংজ্ঞ দত্ত সাহেবের হৃদয়ে চেতনার সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি তাঁহার ভীতিবিকৃত উদাস দৃষ্টি রোরুদ্যমানা বেপমানা সেলিনার মুখের উপরে স্থাপন করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, সুরেন্দ্রনাথ কোথায়!"

এদিকে এই বিপদ্, তাহার উপরে সেলিনার এই শোচনীয় অবস্থা; এখন যে তিনি কি করিবেন,—কি করিলে ভাল হয়, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না—মাথার ভিতরে একটা ভয়ানক গোলমাল বাধিয়া গেল। এমন সময়ে সেই কক্ষ মধ্যে সহসা দ্রুতপদে অমরেন্দ্রনাথকে আসিতে দেখিয়া দত্ত সাহেব অনেকটা ভরসা পাইলেম। অমরেন্দ্রনাথের পরিধানে একটা লংক্লথের ঢিলে পাজামা, ও টুইল কাপড়ের কামিজ। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তস্থিত প্রজ্বলিত বাতীদান সম্মুখে তুলিয়া দেখিলেন, মাতুল মহাশয় একপার্শ্বে অবাঙ্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; শয্যায় মৃতদেহ নাই—সেখানে সেলিনা ব্যাকুলভাবে লুণ্ঠিত হইতেছে, এবং রহিমবক্স অচেতন অবস্থায় গৃহতলে পড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শঙ্কাকুল ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, "সহসা স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল! একি ব্যাপার! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; ওখানে ও কে—সেলিনা না? সেলিনাই কি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "হাঁ, সেলিনা। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দেখিবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছে।

প্রথমে সেলিনা লাইব্রেরী ঘরে যায়, দেখিলাম সুরেন্দ্রর মৃত্যু-সংবাদে সেলিনা একেবারে উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি আমাকেও চিনিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রের মৃতদেহ দেখাইলে সেলিনা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারে মনে করিয়া, আমি তাহাকেই এখানে লইয়া আসিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার দেখ, অমর!" এই বলিয়া দত্ত সাহেব শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

"কি সর্ব্বনাশ—মৃতদেহ নাই!" বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ শয্যার দিকে ছুটিয়া গেলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সেলিনা বলিল, "নাই—নাই—আমার সুরেন্ নাই! তোমরা কি ভয়ানক লোক! তাহাকে তোমরা লুকাইয়া রাখিয়াছ। সুরেন্ নাই! তাও কি কখন হয়?"

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রহিমবক্সের কি হইয়াছে?"

দত্ত সাহেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশে রহিমবক্সকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে, সে পড়িয়া রহিয়াছে। নিদ্রিত কি মৃত কে জানে! হয় ত মরিয়াছে।"

দত্ত সাহেবের শেষ কথাটা সেলিনার কাণে গেল। 'মরিয়াছে।' শুনিয়া সে আরও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং একান্ত ব্যাকুলভাবে দুই হাতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "মরিয়াছে—সুরেন্—মরিয়াছে—কি ভয়ানক! ওগো, কে আছ—আমার সুরেন্‌কে এনে দাও।"

"এখন আর চুপ করিয়া থাকা ঠিক নয়; আমি বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া আনি, এখনই অপহৃত মৃতদেহের একটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এখন একটা কোন প্রতিকার না করিলে—"এই বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ যেমন ছুটিয়া গৃহের বাহির হইতে যাইবেন, প্রত্যুৎপন্নমতি

দত্ত সাহেব তাড়াতাড়ি গিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত মাতুল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা ভাল নয়। আগে আমাদিগকে হতভাগিনী সেলিনার একটা প্রতিকার করিতে হইবে। তুমি এখনই সেলিনাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া এস। তোমরা দুইজনে বাহির হইয়া গেলে, আমি ভৃত্যদিগকে জাগাইয়া মৃতদেহ অনুসন্ধানের একটা বন্দোবস্ত করিব। সেলিনা যে এমন সময়ে একা এখানে আসিয়াছে, তাহা কাহারও কর্ণগোচর না হইলেই ভাল হয়। তুমি কি বল?"

"সে বেশ কথা।" বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ সেলিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেলিনা, তুমি, আমার সঙ্গে এস। এখন তোমার এখানে থাকা কোন মতে উচিত হয় না।"

সেলিনা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "সুরেন্দ্র কই! একবার আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না?"

অমর। সুরেন্দ্রনাথ এখানে নাই। এস সেলিনা, আমি তোমাকে তোমার মার কাছে দিয়া আসি।

উন্মুক্ত কেশজাল অঙ্গুলি সঞ্চালনে আন্দোলিত করিতে করিতে সেলিনা আপন মনে মৃদুস্বরে একবার, বলিল "মা? মা আমার বড় নিষ্ঠুর! সেখানে যাব? না, যাব না।" তাহার পর অমরেন্দ্রনাথের দিকে দুইপদ সবেগে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, "চল—চল, আমার এখানে বড় কষ্ট হইতেছে। আমি এখানে আর থাকিব না—আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। সুরেন্দ্র কোথায় গেল? আজ তার সঙ্গে একবার দেখা হইল না!"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কাল সব শুনিতে পাইবে। এখন তুমি অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাড়ীতে যাও। অমর, তুমি লাইব্রেরী রুম হইতে আমার শালখানা আনিয়া সেলিনাকে গায়ে দিতে দাও।"

অমরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি একখানি শাল লইয়া আসিল। দত্ত সাহেব সেই শালখানিতে সেলিনার আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মুখের অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, পথে যদি কেহ সেলিনাকে দেখিতে পায়, চিনিতে পারিবে না।"

* * * * * * *

দত্ত সাহেব তদুভয়কে সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া জানিতে পারিলেন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, এখন পথে কেহ নাই; বেশ গোপনে তোমরা যাইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি একবার মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার হৃদয়-আকাশও আজ মেঘান্ধকারপূর্ণ হইয়া এমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে।

দত্ত সাহেব সম্মুখদ্বার পর্য্যন্ত অমরেন্দ্র এবং সেলিনার সঙ্গে আসিলেন। দত্ত সাহেব দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ও সেলিনা তথা হইতে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইতে-না-হইতে বাহিরের অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। দত্ত সাহেব সশব্দে সম্মুখদ্বার অর্গলরুদ্ধ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান

যে গৃহে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, দত্ত সাহেব পুনরায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সকল গোলযোগে একজন দ্বারবানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; সে ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে দত্ত সাহেবের সম্মুখীন হইল। অন্যান্য ভৃত্যকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দত্ত সাহেব তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে সদ্যোনিদ্রোত্থিত চাকর-বাকরের কলরবে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মিঃ দত্ত উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন, "চুপ কর—এ গোলযোগের সময় নয়। এখন কাজ চাই—কথায় কোন কাজ হইবে না। তোমাদের মধ্যে দু'জন রহিমবক্সকে এখান হইতে তাহার ঘরে লইয়া যাও। একজন গিয়া শীঘ্র কোচ্‌ম্যানকে খবর দাও, সে যেন এখনই গাড়ী লইয়া ডাক্তার বেণ্টউডকে আনিতে যায়। আসিবার সময়ে ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনে। আর একজন গিয়া এখনই বাহির বাড়ী হইতে সেই কনেষ্টবলটাকে ডাকিয়া আন। আর বাকী সকলে একটা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতরে বাহিরে চারিদিক্ সন্ধান করিয়া দেখ।"

ভৃত্যগণ নির্দ্দেশানুসারে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে কনেষ্টবল আসিয়া হাজির হইল। এবং শূন্যশয্যা দেখিয়া তাহার হৃদয় একেবারে

সাহসশূন্য হইয়া পড়িল। সে একান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় একবার শূন্যশয্যার দিকে এবং একবার দত্ত সাহেবের গম্ভীরতর মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

দত্ত সাহেব তাহাকে বলিলেন, "হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এখন কোন কাজ হইবে না। এই লও—লণ্ঠন, চারিদিকে বেশ করিয়া সন্ধান করিয়া দেখ, কোথায় কোন লোকের যদি কোন পদচিহ্ন দেখিতে পাও।"

কনেষ্টবল তখনই আদেশ পালনে তৎপর হইল। লণ্ঠন লইয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। উজ্জ্বল আলোকে এবং ভীত মনুষ্য-কলরবে সমগ্র উদ্যানভূমি, প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং ঝটিকাসংক্ষুব্ধ ভীষণ রজনী এক মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত এবং সজীব হইয়া উঠিল।

যথা সময়ে ডাক্তার বেণ্টউড এবং ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গারাম, দত্ত সাহেবের মুখে উপস্থিত দারুণ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এবং তাঁহার তরল মস্তিষ্ক একটা তীব্র আন্দোলনে নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সেই কনেষ্টবলকে বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার নিকটে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না দেখিয়া, গঙ্গারাম পুনরায় নিজে লণ্ঠন লইয়া বাহির হইলেন। প্রথমে উদ্যানমধ্যে, তাহার পর উদ্যানের বাহিরে পাতি পাতি করিয়া সন্ধান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, লণ্ঠনের আলোক লাগিয়া, তাঁহার চারিদিক্ বেড়িয়া অন্ধকার স্তূপ্‌গুলা ভয়ঙ্করী পিশাচীর মত বিকট নৃত্য করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে গঙ্গারাম ফিরিলেন। গঙ্গারামের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দত্ত সাহেব মনে করিতেছিলেন, যখন ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে, তখন যে গঙ্গারাম কর্ত্তৃক একটা ভাল রকম সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু গঙ্গারামের উপস্থিতির অনতিবিলম্বে দত্ত সাহেবের সে বিশ্বাস তিরোহিত হইল।

গঙ্গারাম কহিলেন, "মৃতদেহ যে জানালা দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি একরূপ কৃতনিশ্চয় হইতে পারিয়াছি। পায়ের চাপে জানালার নীচের ছোট ছোট ফুলের গাছগুলির অনেক ডাল পালা ভাঙিয়া গিয়াছে, দেখিলাম। আরও যে চার পাঁচটী পায়ের দাগ দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বাগানের ভিতর দিয়া মৃতদেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যে ভয়ানক অন্ধকার, নতুবা সেই সকল চিহ্ন অনুসরণ করিয়া অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম।"

একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "আজ রাত্রে আর কিছুই হইবে না। বাড়ীর বেহারারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।"

গঙ্গারাম কহিলেন, "যখন মৃতদেহ চুরি যায়, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

দত্ত। লাইব্রেরী ঘরে ঘুমাইতেছিলাম। সহসা রাত তিনটার সময়ে ঘুম ভাঙিয়া যায়।

গঙ্গা। বেশ জানেন আপনি—তখন রাত তিনটা?

দত্ত। হাঁ, আমি জাগিয়া উঠিবার পরক্ষণেই দেয়ালের ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে শুনিয়াছি। আমার ভুল হয় নাই। মনে কেমন একটা সন্দেহ হওয়ায়, যে ঘরে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ ছিল, সেই ঘরে গেলাম; ঘরের ভিতরে গিয়া দেখি, বিছানায় সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ

নাই ; পাশের একটা জানালা খোলা রহিয়াছে, আর এক পার্শ্বে রহিমবক্স অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে।

গঙ্গা। আপনি তখন কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন ?

দত্ত। না, কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। তখন বাহিরে যেরূপ প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন শব্দ না শুনিতে পাইবারই কথা।

গঙ্গারাম নিজের নোটবুকে দত্ত সাহেবের কথাগুলি লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার সেই রহিমবক্সকে এখন কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে।"

দত্ত। এখনও সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে।

গঙ্গারাম, "চলুন—আমি তাহাকে একবার দেখিব," বলিয়া উঠিলেন। দত্ত সাহেবও তাঁহার সহিত উঠিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমরেন্দ্রনাথ কোথায় ?"

দত্ত সাহেবের ইচ্ছা নহে—সেলিনা যে সেখানে আসিয়াছিল, তাহা পুলিসের কাণে উঠে। তিনি বলিলেন, "অমরেন্দ্রনাথ মৃতদেহ অপহরণকারীদের সন্ধানে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই।"

গঙ্গা। যখন আপনি প্রথমে জানিতে পারেন যে, সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ অপহৃত হইয়াছে, তখন কি অমরেন্দ্রনাথ আপনারই সঙ্গে ছিলেন ?

দত্ত। তখন অমরেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া এই সব ব্যাপার দেখাই। সে তখনই মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অপহৃত মৃতদেহের সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

শুভ লক্ষণ

দত্ত সাহেবের কথায় সন্দেহের কোন কারণ দেখিতে না পাইয়া গঙ্গারাম পরিতুষ্ট হইতে পারিলেন। যাহাই হোক, তিনি মনে করিয়াছিলেন, রহিমবক্সের মুখে এখন অনেক কাজের কথা শুনিতে পাইবেন, যাহাতে গাঢ়তর রহস্যটা নিতান্ত তরল হইয়া আসিবে। কিন্তু, ফলতঃ তাহার কিছুই ঘটিল না। রহিমবক্সের ঘরে গিয়া দেখিলেন, তখনও সে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া। ডাক্তার বেণ্টউড তখনই তাহার মূর্চ্ছিতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া যেরূপ ভাবে রহিমবক্সের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "তাই ত রহিমবক্সকেও যে খুব জখম করিয়াছে; রহিমবক্স যেরূপ বলবান্, তাহাকে কায়দা করা যে-সে লোকের কাজ নহে।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আমার বোধ হয়, রহিমবক্স ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; নতুবা মৃতদেহ অপহরণকারীরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। যদি তখন রহিমবক্স জাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে সে অপহরণকারীদিগকে জানালা দিয়া গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়া অবশ্যই চীৎকার করিয়া উঠিতে পারিত।"

বেণ্ট। আপনি বলিতেছেন, অপহরণকারীরা; অপহরণকারী যে একজন নয়, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন?

দত্ত। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন সবল যুবকের মৃতদেহ বহন

করিয়া লইয়া যাওয়া একজন মাত্র লোকের কাজ নহে। দুইজন লোক না হইলে কিছুতেই পারিবে না। আমার অনুমান, ইহার ভিতরে তিনজন আছে। সে যা-ই হোক্‌, ইহার মানে কি? মৃতদেহ চুরি করিয়া কাহার কি লাভ?

গঙ্গা। আমার বোধ হয়, 'দানা' পাইয়াছে।

দত্ত। কি ভয়ানক! আপনি এমন কথা বলিবেন না—বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

বেণ্ট। আমার মতে মৃতদেহ অপহরণও দানো পাওয়ার ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও আপাততঃ আমাদের বিশ্বাস করিতে হইতেছে। ভাল কথা, অমরেন্দ্রনাথ কোথায়? এ সময়ে তাহার এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

দত্ত সাহেব উত্তর করিতে না করিতে সশব্দে কবাট ঠেলিয়া অমরেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন। বৃষ্টির জলে তাঁহার পরিধেয় একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে; এবং মুখমণ্ডল শ্রমবিবর্ণীকৃত। পাছে সেলিনা সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পায়, সেজন্য দত্ত সাহেব তাড়াতাড়ি অমরেন্দ্রনাথকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন, "অমর, তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ, এই মাত্র তোমার কথাই হইতেছিল। তুমি এতক্ষণে মৃতদেহের কোন সন্ধানই করিতে পারিলে না?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই—কিছুই না।"

ডাক্তার বেণ্টউড বলিলেন, "এই মৃতদেহ অপহরণ সম্বন্ধে—অমরেন্দ্রনাথ, তুমি কি অনুমান কর?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ সকল বিষয়ে আমার বড় একটা অনুমান আসে না। এই যে গঙ্গাধর বাবু আছেন—এ সব বিষয়ে গঙ্গারাম বাবুরই অনুমান কাজের হইবে।"

গঙ্গারাম বলিলেন, "এখনও আমি কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যাপার দেখিয়া আমাকেও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে।"

বেণ্টউড বলিলেন, "স্তম্ভিত হইবার কথা—প্রথমে বিষ-গুপ্তি চুরি, তাহার পর খুন—তাহার পর মৃতদেহ চুরি—সকলই যেন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন; একটু ভাল করিয়া সাজাইয়া লিখিতে পারিলে বেশ একখানি চিত্তোত্তেজক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। যা' হোক্, আমার নিজের শরীরটা বড় ভাল নাই; আমি এক্ষণে উঠিলাম।"

বেণ্টউড আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "রহিমবক্সের কি হইবে? তাহার কি ব্যবস্থা করিলেন?"

বেণ্ট। আমি সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়াছি। কাল একবার আসিয়া দেখিব। বোধ করি, কাল রহিমের সংজ্ঞালাভ হইবে।

বেণ্টউড কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

বেণ্টউড চলিয়া গেলে দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রকে বলিলেন, "যাও, নিজের ঘরে যাইয়া শয়ন কর; তোমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিতেছি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে অমরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দত্ত সাহেব ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিলেন। গঙ্গারাম অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও মৃতদেহ বা মৃতদেহ অপহরণকারীদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। না পারিবারই কথা, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নিজে তেমন একজন নিপুণ ডিটেক্‌টিভ নহেন; তা' ছাড়া, সে সম্বন্ধে তাঁহার সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতারও একান্ত অভাব। যাহা হউক, দত্ত সাহেব যখন দেখিলেন যে, গঙ্গারাম হইতে তাঁহার কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি তাঁহাকে

আর অধিক কষ্ট দেওয়া নিরর্থক মনে করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি একান্ত ব্যাকুলভাবে সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ এবং নিজের উপায় নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আপন মনে দত্ত সাহেব বলিতে লাগিলেন, "কাহারও দ্বারা কোন কাজ হইবে না। যা' করিতে হয় নিজে করিব। আমি নিজের কেসে নিজেই একবার ডিটেক্‌টিভগিরি করিয়া দেখিব। দেখি, কিছু করিতে পারি কি না। গঙ্গারাম লোকটা কোন কাজের নয়। কেবল অমরের সাহায্য পাইলেই আমার যথেষ্ট হইবে—আর কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হইবে না। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কে বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, কে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিল; তৃতীয়তঃ, মৃতদেহ অপ-হরণকারীরাই বা কে? তিনটি বিষয়ই বড় শক্ত ব্যাপার—সহজে কিছু হইবে না। এমন একটা সূত্র দেখিতেছি না, যাহাতে আপাততঃ কাজে হাত দিতে পারি। প্রথমে দেখিতে হইবে, সুরেন্দ্রনাথের কেহ শত্রু আছে কি না; যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে রহস্যোদ্ভেদে আর বড় বিলম্ব হইবে না। এ রাতটা কাটিয়া যাক্, কাল সকাল হইতে ইহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব—দেখি নিজের চেষ্টায় কিছু করিতে পারি কি না।"

এই বলিয়া দত্ত সাহেব বাহিরের দিক্‌কার একটি জানালা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার—একখানিও মেঘ নাই এবং পূর্ব্বদিক্ ঊষার রক্তরাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং সেই অনন্তবিভীষিকাময়ী রজনীর অবসান হইয়াছে। দেখিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "আমার কার্য্যারম্ভের ইহা একটা শুভ লক্ষণ বটে। অন্ধকারের পর আলোক, রাত্রির পর দিন, দেখা যাক্—কত দূর হয়। এমনি ভাবে একদিন সহসা আমার হৃদয়ের এ নিবিড় সংশয়-মেঘও কাটিয়া যাইবে।"

তৃতীয় খণ্ড

খুনী কে ?

(মেঘ-সঞ্চার)

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা তাঁহার মৃতদেহ অপহরণ ব্যাপারটা সর্ব্বসাধারণের নিকটে আরও বিপুল বিস্ময়জনক বলিয়া প্রতীত হইল। এবং সংবাদ-পত্র সমূহের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। প্রতিবেশিগণও স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া সাগ্রহে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অপহৃত মৃতদেহ পুনরুদ্ধারের অনন্তবিধ উপায় স্থির করিয়া, এক-একটা দৃঢ়তর মত প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই নিজে সে কাজে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

দত্ত সাহেবের মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কোন কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "এ সকল কথায় আপনাদিগের কোন প্রয়োজন নাই, যা' নিজে ভাল বলিয়া

বুঝিব—তাহাই করিব। সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ বা 'হত্যাকারীকে যদি সন্ধান করিয়া বাহির করিবার হয়, তাহা আমার দ্বারাই হইবে।" বলা বাহুল্য, দত্ত সাহেবের এরূপ ব্যবহারে কেহ বড় সন্তুষ্ট হইতেন না। যাঁহার যা' কিছু উপদেশ প্রয়োগ করিবার ছিল, তাহা অমরেন্দ্রনাথের উপর প্রয়োগ করিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "দত্ত সাহেবের মস্তিষ্ক একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে—চিকিৎসা আবশ্যক।" কেহ সেই কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই, নতুবা তিনি অবশ্যই এ কাজে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিতেন।" কিন্তু, এদিকে দত্ত সাহেব যে, নিজেকে [illegible] ডিটেক্‌টিভ স্থির করিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিলেন না।

দত্ত সাহেব প্রথমে সেই নিদ্রালু কনেষ্টবল্‌কে এবং নিজের ভৃত্যবর্গকে প্রশ্ন-পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর নিজে একবার থানায় গিয়া ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামের সহিত দেখা করিলেন। গঙ্গারাম তাঁহাকে সসম্ভ্রম আহ্বান করিয়া বসিতে বলিলেন।

বসিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "গঙ্গারাম বাবু, চেষ্টা করিয়া কোন সূত্র বাহির করিতে পারিলেন কি?"

গঙ্গা। না, কিছুই না; যতক্ষণ না রহিমবক্সের জ্ঞান হইতেছে, ততক্ষণ কোন সুবিধাজনক সূত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। রহিমবক্স এখন কেমন আছে?

দত্ত। এখন তাহার খুব জ্বর। জ্বরে সে এখনো কেবলই প্রলাপ বকিতেছে।

গঙ্গা। সেই প্রলাপের মধ্যে আপনি এমন কোন কথা শুনেন নাই, যাহাতে একটা যা-তা সূত্র অবলম্বন করিয়া আপাততঃ আমরা কাজটা আরম্ভ করিতে পারি?

দ। কিছুই না।

গ। তাই ত—কোন দিকেই সুবিধা হইতেছে না। কথায় কথায় একবার আমি বেণ্টউডকে রহিমবক্সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার মতে রহিমবক্স কোন গুরুতর আঘাতে এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

দ। আমারও তাহাই মনে হয়। হয় ত রহিমবক্স ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন মৃতদেহ অপহরণকারীরা জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে আসে, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। রহিমবক্স একা—বয়সও হইয়াছে. চেষ্টা করিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারে নাই। একাকী পাইয়া রহিমবক্সকে তাহারাই গুরুতর আঘাত করিয়া থাকিবে।

গ। আমার তা' বোধ হয় না। ইহার ভিতরে অনেকগুলি কথা আছে। আপনি একটা বড় ভুল করিয়াছেন।

দ। আমার ভুল হইয়া থাকে—আপনি তাহার সংশোধন করুন, সে-জন্য আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইব না। বলুন, আপনি এ সম্বন্ধে এখন কি বলিতে চাহেন?

গ। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তাহার উত্তর দিতে থাকুন, তাহা হইলে আপনি নিজের ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিবেন; আমাকে আলাহিদা কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যে রাত্রে মৃতদেহ চুরি যায়, সে রাত্রে কি আপনি লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন?

দ। হাঁ, যখন রাত বারটা, তখন আমি যেখানকার যেরূপ বন্দোবস্ত, সমুদয় ঠিক করিয়া লাইব্রেরী ঘরে যাই। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে থাকি। তাহার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানিতে পারি নাই। যখন জাগিয়া উঠিলাম—তখন রাত তিনটা।

গ। বেশ, তাহা হইলে রাত বারটা হইতে তিনটার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের শব অপহৃত হইয়াছে। আপনার মুখেই শুনিয়াছি, আপনার ঘুম খুব সজাগ।

গঙ্গারামের কথা শুনিয়া, সে রাত্রের রুদ্ধদ্বারে সেলিনার মৃদু করঘাতের কথা দত্ত সাহেবের মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "হাঁ আমি একটু শব্দেই জাগিয়া উঠি।"

গঙ্গারাম বলিলেন, "রহিমবক্স যদি চীৎকার করিয়া উঠিত, তাহা হইলে সে শব্দে নিশ্চয়ই আপনি তখন জাগিয়া উঠিতেন।"

দ। নিশ্চয়ই; লাইব্রেরী ঘর সেখান হইতে বেশী দূরে নয়। তা' ছাড়া লাইব্রেরীর ঘরের কবাট খোলা ছিল। কিন্তু, রহিমবক্সকে চীৎকার করিতে শুনি নাই।

গ। তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন যে, রহিমবক্স চীৎকার করে নাই। যখন অপহরণকারীরা জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে আসে, তখন একটা লোকের ঘুম ভাঙিবার মত শব্দ অবশ্যই হইয়া থাকিবে। রহিমবক্স জাগিয়া যখন অপহরণকারীদিগকে দেখিতে পাইল, তখন সে যে অন্যান্যের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া, চীৎকার না করিয়া বর্ণপরিচয়ের গোপাল বড় সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়াছিল, কেমন করিয়া আমি এমন অনুমান করিব?

দ। হয় ত তাহার ঘুম ভাঙে নাই। আর যদি বা তখন রহিমবক্সের ঘুম ভাঙিয়া থাকে, তাহাতেই বা হইয়াছে কি?

গ। তাহাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাহারা কোন উগ্র ঔষধে রহিমকে অজ্ঞান করিয়া থাকিবে।

দ। কিন্তু, তাহার মাথায় পিঠে যে সব আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

গ। মৃতদেহ অপহরণকারীরা যখন রহিমবক্সকে ঔষধের সাহায্যে অচেতন করে, তখন পড়িয়া গিয়াও রহিমের মাথায় পিঠে তেমন আঘাতের চিহ্ন হইতে পারে না কি ?

দ। [চিন্তিতভাবে] না—এ সব কথা কোন কাজের নয়। শবাপহরণকারীরা রহিমকে প্রহারে অচেতন করুক বা ঔষধেই অচেতন করুক, সে কথা পরে হইবে। তাহারা বাগানের দিক্‌কার সেই জানালা দিয়াই যে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আপনার এখন আর কোন সন্দেহ আছে কি ?

গ। খুব আছে। আপনি ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছেন দেখ্‌ছি; সেই জানালাটা যে ভিতর দিক্ হইতে খোলা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ত আপনি সেইদিনই আমার নিকট পাইয়াছেন।

দ। তবে কি কেহ ঘরের ভিতরে লুকাইয়া ছিল ?

গ। না—তাহাও নহে। ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে।

দ। রহস্য আর মাথামুণ্ড! তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, আমাদের রহিমবক্স ভিতর হইতে সেই শবাপহরণকারীদিগকে জানালা খুলিয়া দিয়াছিল ?

গ। হাঁ, সেই কথাই আমি বলিতে চাই। নিশ্চয় তাহাদের সঙ্গে আপনার রহিমবক্সের কোন যোগাযোগ ছিল। রহিমবক্সই জানালা খুলিয়া তাহাদিগকে ঘরের ভিতরে আসিতে দিয়াছিল। তাহারা নিজের কাজ গুছাইয়া শেষে রহিমবক্সের এরূপ দুর্দ্দশা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দ। এ কথা কোন কাজেরই নয়। রহিমবক্স আমার খুব বিশ্বাসী; বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথকে সে বড় ভালবাসিত। আর তাই যদি না হয়—আপনার অনুমানই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃতদেহ অপহরণকারীরা

তাহাদিগের সাহায্যকারী রহিমের উপরে এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিবে কেন ?

গ। সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। হয় ত প্রথমে তাহারা রহিমকে কিছু টাকার প্রলোভন দেখাইয়াছিল ; তাহার পর যখন দেখিল, কার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন রহিমকে টাকা দিবার পরিবর্ত্তে এইরূপ একটা সদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

দ। তাহাও কি কখন হয় ? যখন রহিমবক্সের জ্ঞান হইবে, তখন যে সকল কথাই প্রকাশ পাইবে, এ অনুমান কি তাহাদের হয় নাই ?

গ। আপনার কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা নিজে নিরাপদ হইতে পারিবে—এমন একটা সম্ভাবনার জন্য এ কাজ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রহিমের কতদিন কাটিবে—কে জানে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তর্ক-বিতর্ক

দত্ত সাহেব কহিলেন, "রহিমের উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি যতই বলুন না কেন, আমি কিছুতেই তাহার উপরে আজ এমন একটা গুরুতর সন্দেহ করিতে পারি না। সে যাহা হোক, রহিমকে যে একটা উগ্র ঔষধের সাহায্যে অচেতন করা হইয়াছে, কেমন করিয়া আপনি এমন অনুমান করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

গ। যখন আপনি রহিমবক্সের নিকটে আমাকে লইয়া যান, তখন সেই ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ পাইতেছিলাম।

দ। (সাগ্রহে) কিসের গন্ধ? কি রকম?

গ। তা' আমি ঠিক বলিতে পারি না—গন্ধটা অতি তীব্র—কেমন যেন বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়; সে গন্ধটা অতি সহজে সর্ব্বাগ্রে যেন মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে।

দ। ডাক্তার বেণ্টউড কি সে গন্ধ পাইয়াছিলেন? আপনাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন?

গ। গন্ধটা তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় তিনি গন্ধের কথা ঠিক করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা, মস্তকে দারুণ আঘাত লাগায় রহিমবক্স অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আমি বলিতেছি, সে কথা ঠিক নয়; কোন প্রকার তীব্র ঔষধের ঘ্রাণে রহিম সংজ্ঞাশূন্য।

দ। আচ্ছা, পরে সকলই জানিতে পারা যাইবে। ভাল, সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ কখন কিরূপে অপহৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু অনুমান করিয়া বলিতে পারেন ? কোন্ পথ দিয়াই বা মৃতদেহটা এমন নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল ?

গ। আপনার বাগানের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।

দ। বাগানের মধ্য দিয়া যে, মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে, তাহা আমিও জানি। বাগান পার হইয়া মৃতদেহ অপহরণকারীরা যে গলিপথে ঢুকিয়াছিল, তাহাও আমি জানি। কিন্তু, সে গলি ছাড়াইয়া তাহারা কোন্ পথে গিয়াছে, তাহার ত কোন ঠিক হইতেছে না।

গ। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া সেই গাড়ীতে মৃতদেহ চালান করিয়াছে।

দ। কেমন করিয়া আপনি এমন অনুমাম করিতেছেন ?

গ। কারণ আছে। সেদিম রাত্রে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল—বোধ হয়, আপনার স্মরণ আছে। সেই বৃষ্টির জলে রাস্তায় যেরূপ কাদা হইয়াছিল, তাহাতে আমি গাড়ীর চাকার দাগ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।

দ। আপনি তাহা অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছিলেন ?

গ। চেষ্টার ক্রটী করি নাই, কিন্তু সে অনুসরণে কোন ফল হয় নাই। চৌরাস্তায় যাইয়া দেখিলাম, সেখানে সে দাগ অন্যান্য গাড়ীর চাকার দাগের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। এমন অসম্ভব কেস্ আমার হাতে আর কখনও পড়ে নাই—সকলই যেন একটা ভৌতিক-রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বাস্তবিকই, ব্যাপার দেখিয়া আমাকে যেন হতভম্ব হইয়া পড়িতে হইয়াছে। কে জানে, লাস চুরি করিয়া কাহার কি লাভ হইবে ?

দ। যাহারা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে, আমার বিবেচনায় তাহারাই সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহও চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

গ। কেমন করিয়া তাঁহা হইবে। তাহারা মনে করিলে, যে রাত্রে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করে, সেই রাত্রেই ত লাস্ গোপন করিয়া ফেলিতে পারিত। সাধ করিয়া নিজেদের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতে তাহাদের এ দুঃসাহসিকতার পুনরভিনয়ের কোন আবশ্যকতা ছিল না।

দ। হত্যাকারীরা আগে সে কথা ভাবে নাই, বোধ হয়। মৃতদেহ গোপন করার কল্পনাটা পরে তাহাদের মাথায় উঠিয়া থাকিবে।

গ। এ রকম একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে পরে কি করিবে—কি না করিবে, সে কথা লোকে আগেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখে। যা'ই হোক, ইতিমধ্যে যদি আমি হত্যাকারীদের কোন সন্ধান সুলভ করিতে পারি, তখনই আপনাকে জানাইব। কিন্তু যতক্ষণ না রহিম প্রকৃতিস্থ হইতেছে, ততক্ষণ সন্ধান-সুলভের আর কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আমার ত বোধ হয় না।

"রহিম! রহিম আমার খুব বিশ্বাসী, সে কখনই এ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহাকে আমি খুব জানি।" এই বলিয়া দত্ত সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামও উঠিলেন, এবং দত্ত সাহেবের সহিত থানার বাহিরে আসিলেন। থানার সম্মুখে দত্ত সাহেবের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। দত্ত সাহেব গঙ্গারামের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী বাড়ীর দিকে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

গাড়ীতে বসিয়া দত্ত সাহেব গঙ্গারামের কথাগুলি মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি গঙ্গারামকে যতটা নির্ব্বোধ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন গঙ্গারামের সহিত কথোপকথনে সে ভাবটা একেবারে তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, গঙ্গারাম যে কথাগুলি বলিলেন, সেগুলি নিতান্ত বাজে কথা নহে—কাজের। চেষ্টা করিলে, ঐ কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া কাজের দিকে আপাততঃ অনেকটা অগ্রসর হইতে পারা যায়।

রহিমের উপরে দত্ত সাহেবের অনন্ত বিশ্বাস ; তিনি রহিমকে কিছুতেই দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিলেন না। রহিম তাঁহাদিগের সংসারে আবাল্যবার্দ্ধক্য প্রতিপালিত হইয়া আজ সহসা সে এমন একটা ভীষণতর বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিবে, এ কথা দত্ত সাহেব মনে ক্ষণমাত্র স্থান দিতে পারিলেন না। তবে হঠাৎ কেহ যে তাহাকে কোন তীব্র ঔষধের দ্বারা মৃতকল্প করিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে, ইহাই সম্ভব। কিন্তু জানালা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, এবং ভিতর হইতে খোলা হইয়াছে ; তবে কি কোন লোক ঘরের ভিতরে লুকাইয়াছিল—কে জানে ?

এইখানে দত্ত সাহেবের মনে একটা বড় গোলমাল বাঁধিয়া গেল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "তাহাই বা কিরূপে হইবে ? রাত বারটার সময়ে আমি নিজে চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিয়াছি। রহিমও

সন্ধ্যা হইতে সেই ঘরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, বাহিরে একটা কনেষ্টবল পাহারা দিতেছিল, কেমন করিয়া অন্য কেহ আমাদের বাড়ীতে অন্যের অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে পারে? বিশেষতঃ আমার লাইব্রেরী ঘরের কবাট খোলা ছিল, সেই লাইব্রেরী ঘরের পাশের ঘরেই সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ ছিল; কাহাকেও সে ঘরে যাইতে হইলে লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে। যদিও আমি পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম—সে নিদ্রা যতই কেন গভীর হউক না, একটু শব্দেই আমি জাগিয়া উঠিতাম। সেলিনার সেই মৃদু করাঘাতের শব্দেই যেকালে আমি জাগিয়া উঠিয়াছিলাম, তখন আমার ঘরের সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে তাহার পায়ের শব্দেও আমার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। অপর কেহ যে, অন্যের অজ্ঞাতে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? অথচ, যে ঘরে শব ছিল, সে ঘরের জানালা ঘরের ভিতর হইতে খোলা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সকলই যেন একটা আরব্য উপন্যাসের ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে। যা-ই হোক, যতক্ষণ না রহিমের জ্ঞান হইতেছে, ততক্ষণ এ রহস্য এমনই গভীর হইয়াই থাকিবে।

যখন দত্ত সাহেব এই রহস্যোদ্ভেদের জন্য একমাত্র রহিমের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন রহিমের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। সে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না—বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; এক একবার উদাসদৃষ্টিতে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া, দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া বিকট শব্দ করিতেছে—আর প্রলাপ-চীৎকারে মুহুর্মুহুঃ সমগ্র অট্টালিকা প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

গফুরের মা নাম্নী দত্ত সাহেবের কোন পরিচারিকা দিন রাত রহিমের সেবা করিতেছে। রহিমের উপর তাহার একটু টান ছিল। সে অনেকটা পরিমাণে রহিমের দুঃখে দুঃখী,—সুখে সুখী, সুতরাং সেবা শুশ্রূষার কোন ক্রটী হইতেছে না। যদিও গফুরের মার বয়স গিয়াছে, যদিও তাহার দেহখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থূল—এবং সেই দেহের বর্ণ তাহার কৃষ্ণচক্ষুঃ এবং কৃষ্ণকেশের ন্যায় নিবিড়—তথাপি রহিমের চোখে সে সমুদয় বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইত। এবং তাহার তীব্রকণ্ঠ অন্যের নিকটে শ্রুতিকটু হইলেও রহিমের কর্ণে তাহা অমৃতবর্ষণ করিত—সে বর্ষণে নিষ্ঠীবন নামক একটা বস্তুও সকল সময়ে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যাইত। হায়! আজ যদি হতভাগ্য রহিম একেবারে অজ্ঞান হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে গফুরের মাকে তাহার রুগ্নশয্যায় বসিয়া, এরূপভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে দেখিলে এবং সেই স্নেহহস্তের কিশলয়স্পর্শে সে কতই না সুখানুভব করিত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন সূত্র—রুমাল

দত্ত সাহেব বাটীতে আসিয়াই দ্রুতপদে রহিমের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দত্ত সাহেবকে আসিতে দেখিয়া গফুরের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। দত্ত সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রহিম এখন কেমন আছে ?"

গফুরের মা বলিল, "সেই রকমই। এই কতক্ষণ ডাক্তার সাহেব এসেছিলেন, তিনি বল্‌লেন, রহিমের বকুনি না থাম্‌লে দাওয়াই দিয়ে কোন ফয়্‌দা হবে না।"

দত্ত সাহেব আপন মনে বলিলেন, "যতক্ষণ না রহিমের মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ডাক্তার বেণ্টউডের দাওয়াইয়ে যে কোন ফয়্‌দা হবে না, তা' আমি বেশ জানি। এইরূপ অবস্থায় এখন রহিম মারা গেলে, সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীদের সন্ধান করিবার আর কোন উপায়ই থাকিবে না—এ হত্যা-রহস্য চিরকাল এমনই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।"

রুগ্ন রহিমের হস্তপদাদির বিক্ষেপে বিছানার চাদরখানা স্থানে স্থানে গুটাইয়া গিয়াছিল, দত্ত সাহেব তাহা টানিয়া ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই গন্ধটা কোথা হইতে আসিতেছে, ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত ঘরের চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। চারিদিক্ চাহিয়া, কোথায় কিছু দেখিতে না পাইয়া, যখন তিনি রহিমের মস্তকের কাছে মুখ লইয়া গেলেন, তখন সেই গন্ধটা

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও যেন একটু উগ্র বলিয়া বোধ হইল। রহিমের মস্তকের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, বোধ হইল, তথা হইতেই সেই গন্ধটা বাহির হইতেছে। তখন তিনি ব্যাণ্ডেজের বস্ত্রখণ্ড বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ব্যাণ্ডেজের বস্ত্র-খণ্ডের ভিতর হইতে একখানি রেশমী রুমালের একটি কোণের খানিকটা দেখা যাইতেছে। দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। গফুরের মাকে সেই রুমালের কোণ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রুমাল এখানে কোথা হইতে আসিল ?"

গফুরের মা বলিল, "তা' আমি জানি না, এ ঘরে যখন রহিমকে আনা হয়, তখন থেকেই ঐ রুমাল ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে রহিয়াছে। ডাক্তার সাহেব ব'লে গেছেন, এখন যেন ও ব্যাণ্ডেজে হাত দেওয়া না হয়—তা' হ'লে রহিমকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়্‌তে হবে।

দত্ত সাহেব সে কথা কাণে না করিয়া ধীরে ধীরে রহিমের মস্তকের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, সেই রুমালখানি কাহার জানিতে পারিলে, আপাততঃ এই অনুদ্‌ঘাটীত হত্যা-রহস্যের মর্ম্মভেদ করিবার একটা সূত্রও পাওয়া যাইতে পারে।

দত্ত সাহেবের কার্য্যকলাপ দেখিয়া গফুরের মার মুখ ভয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার মনিব যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা একান্ত অন্যায় বুঝিয়াও সে সাহস করিয়া কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। সে কেবল ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দত্ত সাহেবের হাতের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল মধ্যে দত্ত সাহেব ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া সেই রেশমী রুমালখানা বাহির করিয়া লইলেন। সেই রুমালখানির স্থানে স্থানে শুষ্ক রক্তের দাগ এবং কোণে লাল সূতায় সেলিনার মা'র নাম লিখিত রহিয়াছে, দেখিয়া দত্ত সাহেবের বুকের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল।

"মার্‌শন !" দত্ত সাহেব অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন, "এ যে সেলিনার মা'র নাম। সে রাত্রে তাহার এ রুমালখানা কে এখানে লইয়া আসিল ? রুমালে এ কিসের গন্ধ ?" গন্ধটা তাঁহার পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সামান্যমাত্র চেষ্টায় অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা তাঁহারই সেই অপহৃত বিষ-গুপ্তি মধ্যস্থ বিষের গন্ধ। তখন তাঁহার দেহস্থ সমুদয় রক্ত যুগপৎ শীতল হইয়া গেল, এবং তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বিস্ময়বিমুগ্ধ দত্ত সাহেবের মনের ভিতরে অত্যন্ত গোলমাল বাঁধিয়া গেল—একবার মনে হইল, তবে কি মিসেস্ মার্‌শন আমার সেই বিষ-গুপ্তি অপহরণ করিয়াছেন ? এই রুমালে বিষ-গুপ্তির বিষ লাগাইয়া তিনিই কি স্বহস্তে রহিমকে হতজ্ঞান করিয়াছেন ? এ সকল ভয়ানক অভিনয়ে তবে কি তিনিই একমাত্র অভিনেত্রী ? এইরূপ অনেক প্রশ্নই তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল, কিন্তু কোনটারই মীমাংসা হইল না।

ডাক্তার বেণ্টউডের উপরেও দত্ত সাহেবের সন্দেহ হইতে লাগিল। বেণ্টউড এই বিষাক্ত রুমাল দিয়া রহিমের মস্তকের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়াছেন, এবং সেই রুমাল যাহাতে তাহাকে না জানাইয়া খোলা না হয়, সেজন্য গফুরের মাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। এ সকলের অর্থ কি ? ডাক্তার বেণ্টউড কি তবে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত আছেন ? তিনি এই রুমাল কোথায় পাইলেন ? হয় ত তিনি মিসেস্ মার্‌শনের কাছে এই রুমাল পাইয়াছেন, নতুবা, ইহা মার্‌শনের কাজ, তিনি মৃতদেহ অপহরণ করিতে আসিয়া এই রুমাল ফেলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বেণ্টউড ব্যাণ্ডেজ করিবার সময়ে, মূৰ্চ্ছিত রহিমের পার্শ্বেই হয় ত এই রুমালখানা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। ভ্রম-ক্রমে ? ভ্রমক্রমেই বা কিরূপে হইবে ? এই রুমাল যাহাতে খোলা

না হয়, সেজন্য গফুরের মাকে তিনি সতর্ক করিয়া গিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি জানিয়া এ কাজ করিয়াছেন। ডাক্তার বেণ্টউড ইহার মূলে আছেন—তিনি বড় সহজ লোক নহেন। এখন বুঝিতে পারিতেছি, বেণ্টউডের সহায়তায় সেলিনার মা এই সকল ভয়ানক কাজ করিতেছেন, তিনিই বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছেন, এবং সেই বিষ-গুপ্তির দ্বারা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছেন; তাহার পর বেণ্টউডের সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথের মৃত-দেহ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়—এ ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না; কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা সেলিনা সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, তখন তিনি নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নিজেই সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিষাক্ত রুমাল

দত্ত সাহেবের মাথার ঠিক নাই ; যতবার তিনি চিন্তার পর চিন্তা করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততই তিনি সন্দেহাকুল হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার মনের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন তিনি এ বিষয়ে অমরেন্দ্রের সহিত একটা পরামর্শ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া জনৈক ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমরেন্দ্রনাথ আসিলে একমাত্র মিসেস্ মার্শনের উপরেই যে, তাঁহার সন্দেহ হইতেছে, সে কথা তাঁহাকে বেশ বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন।

শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক নয়। সেলিনার মাতা যে এমন একটা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছেন, এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ করি না। একজন স্ত্রীলোক দ্বারা এ সকল ভয়ানক কাণ্ড কখনই এমন সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেই পারে না।"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "কিন্তু অমর, সেলিনার মাতার এ রুমালখানা এখানে কি প্রকারে আসিল ?"

অমরেন্দ্র বলিলেন, "সেই রাত্রে সেলিনা এখানে আসিয়াছিল ; সম্ভব সেলিনাই রুমালখানা এখানে ফেলিয়া গিয়াছে।"

একটু চিন্তা করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "হ'তে পারে, কিন্তু এ রুমালে আমাদের বিষ-গুপ্তির বিষের গন্ধ কোথা হইতে আসিল ?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার মুখেই একদিন শুনিয়াছি, ছোটনাগপুরের লোকেরা ঐ বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারি করিতে জানে; জুলেখা সেই দেশের মেয়ে, জুলেখা সেই বিষ তৈয়ারি করিয়া থাকিবে। এ গন্ধ যে আমাদের বিষ-গুপ্তিরই বিষের গন্ধ, তাহার তেমন কোন সন্তোষজনক প্রমাণ কোথায়?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "তাহাই যেন হইল, জুলেখাই এই বিষ তৈয়ারি করিয়াছে, কিন্তু রুমালে মাখাইবার কারণ কি?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ কথার আমি কি উত্তর দিব? জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইহার কারণ বলিতে পারে।"

"তাহাই আমাকে করিতে হইবে।" বলিয়া দত্ত সাহেব চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে অমরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "অমর আরও আমাকে দেখিতে হইবে, কোন্ প্রয়োজনে সে এই বিষ তৈয়ারি করিয়াছে। আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, জুলেখাই এই সকল কাণ্ডকারখানার মধ্যে আছে—আর কেহ নহে। জুলেখাই আমার বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে, বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারি করিয়াছে—সেই বিষে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে; তাহার পর পিশাচী তাহার মৃতদেহ অপহরণ করিয়াছে। এই সকল পৈশাচিক কাণ্ড—সেই পিশাচীকে সম্ভবে।"

অবক্ষেপককণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এইমাত্র সেলিনার মার উপরে দোষারোপ করিতেছিলেন, এখন আবার আপনি মনে করিতেছেন যে—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন, "চুপ কর অমর, আমি কি মনে করিতেছি, না করিতেছি, সে কথায় কাহারও কোন প্রয়োজন নাই। জুলেখা কিম্বা সেলিনার মাতা—কে তা' এখন ঠিক বলিতে পারি

না, এই দুজনের মধ্যে অবশ্যই একজন এই ভয়ঙ্কর হত্যাভিনয়ের অভিনেত্রী। আমি এখনই সেলিনাদের বাড়ীতে যাইব। দেখি, নিজে যাইয়া কিছু করিতে পারি কি না।"

স্বর হতাশাসংক্ষুব্ধ।

অমরেন্দ্র বলিলেন "সেখানে গিয়া এখন আপনি কি করিবেন? তাঁহাদিগের দোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন, এখনও তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সহসা এ সব কথা তাঁহাদিগের নিকটে উত্থাপন করিয়া কি হইবে?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "না, আমি সেজন্য যাইতেছি না। প্রথমে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাই, সেলিনার নিকটে কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না। সে সুরেন্দ্রনাথকে একান্ত ভালবাসিত, সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীর সন্ধানে তাহার নিকটে দুই-একটা সন্ধানও পাওয়া যাইতে পারে।"

অমরেন্দ্র বলিলেন, "সেলিনার নিকটে আপনি কোন সন্ধান পাইবেন না। আপনি কি মনে করেন, সে তাহার মাতা কিম্বা জুলেখার বিপক্ষে কোন কথা আপনার নিকটে প্রকাশ করিবে?"

"স্ত্রীলোকের প্রতিহিংসার নিকটে তাহার পরমাত্মীয়ও নিস্তার পায় না। যেমন করিয়া হউক, একদিন আমি এ গভীর রহস্যের মর্ম্মভেদ করিবই।" এই বলিয়া দত্ত সাহেব ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

অমরেন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সূত্রান্বেষণ

দত্ত সাহেব সেলিনার সহিত দেখা করিতে চলিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া মনের অস্থিরতায় তাঁহার মস্তিষ্ক সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং মনের দৃঢ়তা আদৌ ছিল না। অনেক দূর আসিয়া আবার কি মনে করিয়া নিজের বাটীর দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। বাটীতে আসিয়া পুনরপি অমরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমরেন্দ্র আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "অমর, তোমাকে আরও দুই-একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যখন তুমি সেলিনাকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিতে যাও, তখন তাহাদের বাড়ীর অবস্থা কিরূপ ছিল? সকলে নিদ্রিত ছিল—না কেহ জাগিয়াছিল? যখন তুমি সেলিনাকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে, তখন ডাক্তার বেণ্টউড, গঙ্গারাম বাবু আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হয় নাই, তাহার পর আর মনে ছিল না। সে রাত্রে সেলিনাকে রাখিতে যাইয়া প্রথমে কাহার সহিত তোমার দেখা হইল?"

অমর। সেলিনার মা'র সঙ্গে?

দত্ত। তিনি কি জাগিয়া ছিলেন?

অমর। হাঁ, তখন তিনি জাগিয়া ছিলেন। সহসা রাত্রে সেলিনাকে বাটীমধ্যে দেখিতে না পাইয়া, তিনি তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বারান্দায় পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

দত্ত। বটে। তখন কি তিনি রাত্রিবাসে ছিলেন ?

অমর। না—রাত্রিবাসে ছিলেন না। যতদূর মনে পড়ে, তাতে বোধ হয়, তখন তিনি বেড়াইতে বাহির হইবার বেশে ছিলেন।

দত্ত। আর জুলেখা ?

অমর। জুলেখা তখন সেখানে ছিল না, কই—তাহাকে তখন দেখিতে পাই নাই। সেলিনার মাতার নিকটে সেলিনাকে রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেলিনার অবস্থা তখন বড় ভয়ানক—সেলিনার মা তাড়াতাড়ি সেলিনাকে লইয়া গিয়া তাহার ঘরে শুয়াইয়া দিল। সে সময়ে আমি সেলিনার মাকে জুলেখার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার কোন সুবিধাও পাই নাই।

দত্ত সাহেব আপন মনে বলিলেন, "সেলিনার মাতার তখন বেড়াইতে বাহির হইবার বেশ! অথচ জুলেখাও তখন সেখানে ছিল না! ইহার ভিতরে অবশ্যই একটা গুরুতর রহস্য আছে।" তাহার পর অমরেন্দ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "অমর, সমস্তই ঠিক হইয়াছে, তোমার নিকটে আমার আর কিছু জানিবার নাই।"

এই বলিয়া দত্ত সাহেব পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন। এবং সেলিনাদের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

* * * * * * *

পথে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রনাথের সহিত অনেকটা পরিমাণে একমত হইতে পারিলেন যে, সেলিনার নিকট হইতে বিশেষ কিছু সন্ধান পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেদিন রাত্রে সেলিনার যে উদ্ভ্রান্তভাব দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সে সেই রাত্রের কোন কথাই বলিতে পারিবে না। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিল; তাতে আমাদের এখানে আসিবার পূর্ব্বে যদি সেলিনা নিজের

বাড়ীতে সন্দেহজনক কোন কিছু দেখিয়া থাকে, এখন সে সকল স্মরণ করা তাহার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইবে। তাহার পর এখন সুরেন্দ্র-নাথের মৃতদেহ অপহরণে তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আর এক ভাব

সন্দেহমন্দপদে দত্ত সাহেব সেলিনাদের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অগ্রেই সেলিনার সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, তাহাতে সেলিনার মাতা কিম্বা জুলেখার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সেলিনার সহিত প্রথমে দেখা হয়, ইহাই তাহার বাঞ্ছনীয়। নতুবা তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

দত্ত সাহেব গেট পার হইয়া দেখিলেন, শ্যামতৃণাচ্ছন্ন বহিরঙ্গনে সেলিনা একাকী অবনতমুখে ধীরপদে পরিক্রমণ করিতেছে। তাহার মুখভাব বিষণ্ণ, তাহার আয়তনেত্রের কোমলোজ্জ্বল দৃষ্টিতেও একটা বিষণ্ণতার ম্লান ছায়া পড়িয়াছে; এবং সে বিষণ্ণতায় তাহার মুখভাব আরও গম্ভীর দেখাইতেছে। দেখিয়া দত্তসাহেব অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি সে রাত্রে সেলিনার যেরূপ ব্যাকুলতা, যেরূপ উদ্বেগ, এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে যেরূপ একটা বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই দেখিলেন না।

প্রথমে সেলিনা দত্ত সাহেবকে দেখিতে পায় নাই। যখন তিনি সেলিনার একেবারে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন সেলিনা তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে একটু চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "এই যে আপনি আসিয়াছেন—ভালই হইয়াছে, আমি এইমাত্র মনে করিতেছিলাম, এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আপনার বাড়ীতে যাইব।"

"আমার সঙ্গে দেখা করিতে! কেন সেলিনা?"

"হাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে।" সেলিনা দৃঢ়স্বরে কহিল, "সে দিনকার সেই ভয়ানক রাত্রের অনেক কথা এখনও আমি শুনি নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সে সকল কথা স্মরণ করিয়া কেন নিজেকে ব্যথিত করিবে? এখন ও সকল চিন্তা যত শীঘ্র মন হইতে দূর করিতে পার—ততই ভাল।"

সেলিনার আয়তচক্ষুঃ আয়তর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেলিনা বলিতে লাগিল, "নিজের ভালর চেষ্টা পরে করিব, এখনও আমি আমার নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারি নাই—হত্যাকারী এখনও ধরা পড়ে নাই। তাহার সন্ধানের জন্য আমি প্রাণপণ করিব, এবং আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। আপনি আমার মুখে এ সকল কথা শুনিয়া কি মনে করিতেছেন, জানি না। হয়ত আমাকে অল্পবয়স্কা মনে করিয়া আপনি আমার কোন কথাই মনে স্থান দিতেছেন না—সেদিন রাত্রে আমার উন্মত্তভাব দেখিয়াছিলেন; আজ আবার আমার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে আপনি উন্মাদিনী ভাবিতেছেন, নিশ্চয়। আপনি যা-ই মনে করুন না কেন, আমি নিশ্চয় জানি, আমার এ বালিকা-বুদ্ধিতেও হত্যাকারীর সন্ধানে আমি আপনার অনেকটা সাহায্য করিতে পারিব।"

সেলিনার কণ্ঠ আগ্রহপূর্ণ, স্থির, ধীর এবং মর্ম্মস্পর্শী, এবং তাহার মুখভাবও আজ বড় গম্ভীর। সেদিনকার সেই উদ্বেগচঞ্চলা সেলিনার আজ এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে দত্ত সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

সেলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার মধ্যে আপনি হত্যাকারীদের সন্ধানের কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? আমাকে বলুন—আমাকে কোন কথা গোপন করিবেন না।"

দত্ত সাহেবও মনে মনে বুঝিলেন যে, এরূপ স্থলে সেলিনার সাহায্য ব্যতীত তিনি একাকী নিজে বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তখন তিনি তাঁহার সহিত গঙ্গারামের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সেলিনাকে বলিলেন। তাহার পর সেই রুমালের কথা বলিলেন। যতক্ষণ দত্ত সাহেব বলিতে লাগিলেন, ততক্ষণ সেলিনা একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না—তাহার বিশালনেত্রের সরল দৃষ্টিতে দত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। দত্ত সাহেবের বলা শেষ হইলে, সেলিনা একটু ইতস্ততঃ করিল, তৎক্ষণাৎ ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "আপনার কথায় বুঝাইতেছে যে, আপনি আমার মা আর জুলেখাকে এই সকল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন।"

সেলিনার এইরূপ স্পষ্টবাক্যে দত্ত সাহেব বড় অপ্রতিভ হইলেন; কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না তা' আমি ঠিক মনে করি নাই। তবে এরূপ স্থলে রহিমের মাথার ব্যাণ্ডেজের ভিতরে তোমার মার রুমালখানা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।"

সে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ডাক্তার বেণ্টউড সেই রুমাল দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়াছেন।

দত্ত। তা' আমি জানি; কিন্তু ডাক্তার বেণ্টউড কি তখন সেই রুমাল সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন?

সে। তিনি কেন রুমাল সঙ্গে করিয়া আসিবেন? তিনি রুমালখানা সেইখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিবেন।

দত্ত। তাহাই যেন হইল; তাহা হইলে তোমার মা—

সে। [বাধা দিয়া] মা এ রুমালের কথা কিছুই জানেন না। আমিই রুমালখানা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, সেদিন আমি ভ্রমক্রমে মার রুমালখানা আপনাদের বাটীতে লইয়া গিয়াছিলাম; তখন আমার মনের কিছুমাত্র ঠিক ছিল না, কখন্ রুমাল থানা হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, জানিতে পারি নাই। তাহার পর কখন্ হয় ত ব্যাণ্ডেজ করিবার সময়ে ডাক্তার বেণ্টউড রুমালখানি কুড়াইয়া লইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া থাকিবেন। ইহাতে আমি গোলযোগের কিছুই দেখি না।

দত্ত। গোলযোগের কিছু না থাকিলেও, একটা বিষয়ে কিছু গোলযোগ আছে; সেই রুমালে আমাদের বিষ-গুপ্তির বিষের গন্ধ কোথা হইতে আসিল, বলিতে পার কি?

সে। আমি আপনাদের বিষ-গুপ্তি কখন দেখি নাই, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। আপনি রুমালের যে গন্ধের কথা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি। উহা একটা ঔষধের গন্ধ। সেদিন রাত্রে আমি পীড়িত হই; আমার সেদিনকার অবস্থা আপনি নিজেও দেখিয়াছেন। আমাকে পীড়িত দেখিয়া, জুলেখা তাহাদের দেশের কি একটা ঔষধ তৈয়ারি করিয়া, মার রুমালে লাগাইয়া আমার কপালে বাঁধিয়া দেয়। ঔষধটা কিছু উপকারী; আপনি রুমালে সেই ঔষধের গন্ধ পাইয়া থাকিবেন। আমি সেদিন রাত্রে যখন আপনাদের বাড়ীতে পলাইয়া যাই, আমার বেশ

মনে পড়িতেছে, আমি রুমালখানা কপাল হইতে খুলিয়া হাতে করিয়া লইয়া যাই।

দত্ত। সকলই বুঝিলাম, কিন্তু এই দুই গন্ধের সাদৃশ্য বড় বিস্ময়-জনক। এইজন্যই স্বতই কেমন একটা সন্দেহ হইতেছে।

"হইবারই কথা ; কিন্তু এ সন্দেহ বেশিক্ষণ থাকিবে না। জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি সকলই জানিতে পারিবেন। আসুন, আমার সঙ্গে একবার বাড়ীর ভিতরে চলুন।" এই বলিয়া সেলিনা গমনোদ্যত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেলিনা অগ্রে অগ্রে চলিল, এবং দত্ত সাহেব তাহার অনুসরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রুমাল-রহস্য

যাইতে যাইতে দত্ত সাহেব বলিলেন, "সেলিনা, আমার ত বিশ্বাস হয় না, জুলেখা তোমার মত এমন অকপটভাবে কোন কথা আমার কাছে প্রকাশ করিবে। ভাল কথা, আচ্ছা সেলিনা, সেদিন শেষ রাত্রে তুমি কিরূপে এখান হইতে গোপনে পলাইয়া আমাদিগের বাড়ীতে গিয়াছিলে? কেহ কি, সে সময়ে তোমায় কোন সহায়তা করিয়াছিল?"

সেলিনা কহিল, "কেহ না। বোধ হয়, আপনি আমাদের জুলেখাকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিতেছেন। সেদিন আমার মনের কিছুই ঠিক ছিল না। মনে হয়; আমি নিজের শয়নগৃহ হইতেই একাকী চুপি চুপি উঠিয়া যাই।"

দত্ত সাহেব সন্দিগ্ধচিত্তে কহিলেন, "সেদিন তুমি পীড়িত, তাহাতে তোমার শুশ্রূষার জন্য তখন কি তোমার ঘরে আর কেহ ছিল না?"

সেলিনা কহিল, "মা আমার ঘরে ছিলেন; আমি যখন উঠিয়া যাই, তখন তিনি ঘুমাইতেছিলেন—জানিতে পারেন নাই। আমার মা যে, আপনাদের বাড়ীতে গিয়া সে রাত্রে রুমাল ফেলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনার সন্দেহ হইতেছিল, ইহাতেই বুঝিয়া দেখুন, আপনার সন্দেহ কতদূর অমূলক।"

দত্ত সাহেব অপ্রতিভ হইলেন। কহিলেন, "না, তাঁহার উপরে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার মা'র রুমালে বিষ-গুপ্তির বিষের গন্ধ কোথা হইতে আসিল?"

সেলিনা কহিল, "জুলেখার সহিত দেখা করিলে আপনি সহজে সকলই বুঝিতে পারিবেন। জুলেখা আমারই জন্য একটা ঔষধ তৈয়ারি করিয়া সেই রুমালে লাগাইয়াছিল ; হয়ত আপনি সেই ঔষধের গন্ধকে আপনার বিষ-গুপ্তির বিষের গন্ধ মনে করিতেছেন।"

যখন সেলিনার সঙ্গে দত্ত সাহেব দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তখন জুলেখা বারান্দার অপরপার্শ্বের ফুলগাছগুলির টবে জল ঢালিতেছিল। জুলেখাকে দেখিয়া দত্ত সাহেব সেইখানে দাঁড়াইলেন, এবং সেলিনাকে দাঁড়াইতে বলিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা আছে, বেণ্টউড যে সেই রুমাল কুড়াইয়া লইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ?"

সেলিনা কহিল, "একদিন ডাক্তার বেণ্টউডকে আমার মা'র কাছে এ কথা বলিতে শুনিয়াছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বটে, কিন্তু তিনি এ রুমাল সেখানে কিরূপে পাইলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই ?"

সেলিনা কহিল, "না, সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না। কই, তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি শুনি নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কথাটা যেন কেমন শুনাইতেছে ; রুমালখানা কোথা হইতে আসিল, কে আনিল, এ সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই তখন জিজ্ঞাসা করিলেন না ; কি আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ তুমি যে সে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন।"

সেলিনার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সে রাত্রে আমি যে আপনাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তাহা তিনি জানেন। আমার মা ডাক্তার বেণ্টউডকে আমার পীড়ার কথা

যখন বুঝাইয়া বলেন, তখন তিনি সে রাত্রের সকল কথাই তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন। তাহাতে বোধ করি, আমি যে আপনাদের বাড়ীতে রুমাল ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ডাক্তার বেণ্টউড অনুভবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া সেলিনা জুলেখার দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল; সেলিনার কথার ভাবে এবং এক-একবার ইতস্ততঃ করায় দত্ত সাহেব মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, সেলিনা তাঁহার নিকটে কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহাই হউক, সেলিনার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দত্ত সাহেব মনে করিয়াছিলেন, সেলিনা তাহার প্রণয়-পাত্র সুরেন্দ্রনাথের হত্যার প্রতিশোধ লইতে হত্যা-কারীর সন্ধানে তাহার আর কোন সাহায্য করুক বা না করুক, সেলিনা অকপটভাবে তাঁহার নিকটে সকল কথা প্রকাশ করিবে। কিন্তু, সেলিনার এখনকার কথার ভাবে দত্ত সাহেব সহজেই বুঝিতে পারিলেন, সেলিনা যাহা জানে, তাহার মধ্যে অনেক কথা আজ তাঁহার নিকটে ঢাকিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে বোধ হয়—জুলেখার উচ্চকণ্ঠে সহসা দত্ত সাহেবের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তখন তিনি জুলেখার সম্মুখীন হইয়াছেন।

জুলেখা বলিল—তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দত্ত সাহেবের মুখের উপরে স্থাপন করিয়া বলিল, "হুজুর, সেলিনার মুখে শুন্‌লেম, আপনি আমাদের দেশের কাঁউরূপীর কথা শুন্‌তে চান্। কিন্তু এ দেশের আর সকলেই আমাদের কাঁউরূপীকে হেসে উড়িয়ে দেয়।"

দত্ত সাহেব আশাতিরিক্ত গম্ভীরভাবে কহিলেন, "না, আমি তোমাদের কাঁউরূপীর কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তুমি যে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া তোমার মনিবদের রুমালে লাগাইয়াছিলে, আমি কেবল সেই ঔষধের কথা জানিতে চাই।"

সেলিনা তাড়াতাড়ি কহিল, "তোর মনে নাই, জুলেখা, আমার ব্যারামের সময়ে এই যে কি একটা ঔষধ তুই মা'র একখানা রুমালে মাখিয়ে আমার কপালে বেঁধে দিয়েছিলি ?"

জুলেখা চোখ দুটা কপালে তুলিয়া আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "সে বড় চমৎকার দাওয়াই, গন্ধে কোন সয়তান কাছে আস্‌তে পারে না, আমাদের দেশের আদ্‌মীরা এই দাওয়াইকে বড় খেয়াল করে।"

দত্ত। কোথায় তোমাদের দেশ ? ছোটনাগপুর ?

জুলেখা। ঠিক বলেছেন। সে দাওয়াইয়ের গন্ধ বড় তেজাল। এমন কি বেশী হ'লে মানুষ মারা পড়ে।

দত্ত। গন্ধে মানুষ মারা পড়ে ?

জুলেখা। গন্ধে কোন সয়তান, বদ্ বাতাস কাছে আস্‌তে পারে না। যদি সূচে করে ঐ দাওয়াই একটু গায়ে ফুটিয়ে দেওয়া যায়—যত বড় জোয়ান্ আদ্‌মী হোক্ না কেন, একদম্ মারা পড়্‌বে।

দত্ত। তোমাদের দেশের চালেনা-দেশমে কি সেই দাওয়াই থাকে ?

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া জুলেখা বলিল, "ঠিক বলেছেন। আপনি চালেনা-দেশমের কথা কি ক'রে জান্‌লেন ?"

দত্ত। আমার একটা 'চালেনা-দেশম' ছিল।

সন্দেহের উচ্চহাস্য করিয়া জুলেখা বলিল, "সে এ দেশে কোথা পাবেন ? আমাদের দেশের বড় বড় মান্‌কীর কাছে এক-একটা থাকে।"

দত্ত। হাঁ, আমি তোমাদের দেশের একজন মান্‌কীর কাছ থেকে এনেছিলেম। আপাততঃ, সেটা চুরি গেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

জুলেখার কৌশল

সেলিনা জুলেখাকে কহিল, "সেই বিষ-গুপ্তি চুরির কথা ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গেছিস, জুলেখা? তুই চুরি করিয়াছিস্ বলিয়া তোর উপরে কত সন্দেহ হয়েছিল।"

জুলেখা বলিল, "হাঁ হুজুর, এখন আমার ঠিক মনে পড়েছে। আমার উপরেই সকলের সন্দেহ হয়েছিল যে, আমি সেই চালেনা-দেশম চুরি করিয়া আনিয়াছি, তাতে নূতন বিষ দিয়ে ছোট সাহেবকে খুন করেছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তুমি খুন কর আর নাই কর, সেই চালেনা-দেশমের বিষের সাহায্যেই ছোট সাহেবের মৃতদেহ কেহ চুরি করিয়াছে।"

অধীরভাবে জুলেখা কহিল, "তা' হবে, তা' হবে—আমি তার কিছু জানি না। হুজুরের চালেনা-দেশমের ভিতরে কি বিষ ছিল?"

দত্ত। বিষ ছিল, শুখাইয়া গিয়াছিল।

জুলে। তাতে ক্ষতি কি, একটু জল দিলেই বিষ আবার তেমনি তেজাল হইয়া ওঠে। হুজুর, আমার কোন দোষ নাই, আমি চালেনা-দেশম দেখিনি। তবে রুমালে যে দাওয়াই আছে, তা' আমি সেলিনার জন্য তৈয়ারী করেছি।

বাক্যশেষে জুলেখা দত্ত সাহেবের উত্তর প্রতীক্ষায় যোড়হস্তে তাঁহার মুখের দিকে বিনীতভাবে চাহিয়া রহিল। দত্ত সাহেব আর কিছুই বলিলেন না।

দত্ত সাহেবকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সেলিনা কহিল, "এখন ত আপনি জুলেখার মুখে সকলই শুনিলেন ; বোধ করি, আপনার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "না, আপাততঃ আমার মনে আর কোন সন্দেহ নাই।"

সেলিনা কহিল, "জুলেখার মুখে যা' শুনিলেন, তাতে হত্যাকারীর সন্ধান হইতে পারে, এমন কোন সূত্র দেখিতে পাইলেন কি ?"

দত্ত সাহেব নিতান্ত চিন্তিতভাবে ক্ষণেক সেলিনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, জুলেখার কথায় একটা নূতন সূত্র পাইয়াছি ; ইহা আমি আগে ভাবি নাই। এখন আমি চলিলাম।" এই বলিয়া দত্ত সাহেব গমনোদ্যত হইলেন।

সেলিনা সাগ্রহকণ্ঠে কহিল, "আবার কখন্ আপনার সঙ্গে দেখা হইবে ?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এই নূতন সূত্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিয়া তাহার পর সাক্ষাৎ করিব।"

পরক্ষণে দত্ত সাহেব দ্রুতপদে সোপানাবতরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

. . . .

দত্ত সাহেবের প্রস্থানের অনেকক্ষণ পরে সেলিনা মলিনমুখে জুলেখার মুখের দিকে চাহিল। সংক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "দেখ্ দেখি জুলেখা, তোর জন্য আজ কত মিথ্যা কথা বলিতে হইল। তুই যে কথা বলিতে মানা করিয়া দিয়াছিস্, তার একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির করি নাই।"

বিশেষ আগ্রহের সহিত জুলেখা কহিল, "বেশ হইয়াছে, কিসের এত ভয় ? আমি বলি—"

বাধা দিয়া কম্পিতকণ্ঠে সেলিনা কহিল, "চুপ কর্, আর তোকে কিছু বলিতে হইবে না। তুই অনেক পাপ করিয়াছিস, আর মিথ্যাকথার উপরে মিথ্যাকথা ব'লে পাপের বোঝা ভারি করিস্ কেন?" বলিতে বলিতে সেলিনা ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ কাল জুলেখার সহিত একা থাকিতে সেলিনার বড় ভয় করে।

সেলিনা তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, অনেকক্ষণ জুলেখা নতমুখে সেইখানে একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দত্ত সাহেব হত্যাকারীর অনুসন্ধানে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং সেলিনার যেরূপ মনের চাঞ্চল্য, তাহাতে যদি তাহার মুখ হইতে ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিজের যে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা, এখন জুলেখা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। দারুণ দুর্ভাবনার স্থত্রপাতে জুলেখার মন নিরতিশয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। জুলেখা অনেক চিন্তার পর ঠিক করিল, আজই একবার ডাক্তার বেণ্টউডের সহিত দেখা করিয়া যাহা হয় একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাঁহার কাছে টম্বরু আছে—ভয় কি? টম্বরু সব দিক্ রক্ষা করিবে।

টম্বরু একপ্রকার ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড; ইহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য। ছোটনাগপুর অঞ্চলে থাড়িয়া জাতিরা এই প্রস্তরখণ্ডের অত্যন্ত সম্মান করিয়া থকে।

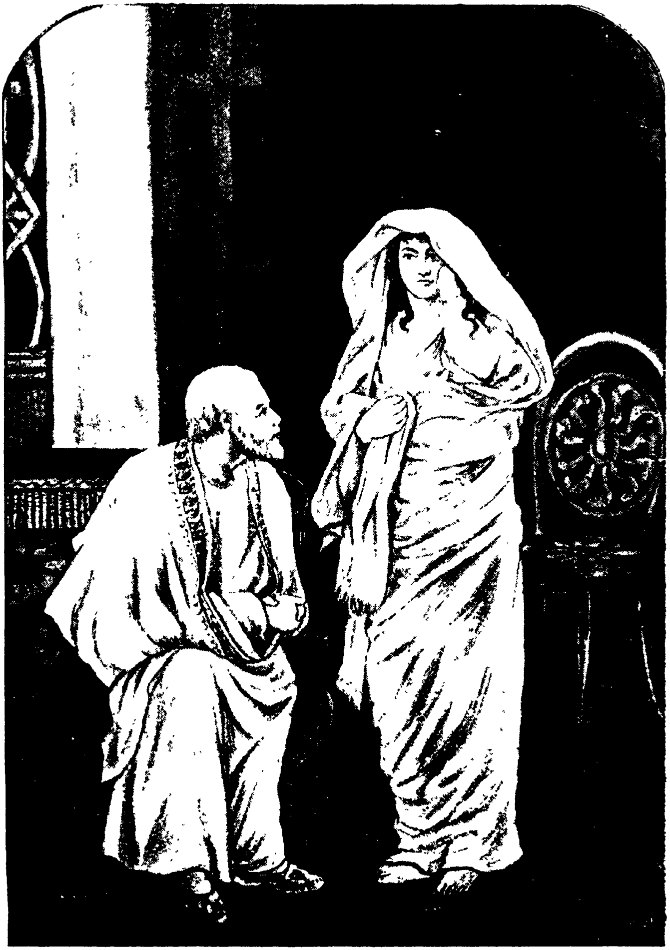
যখন ডাক্তার বেণ্টউডের সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির-সিদ্ধান্ত হইল, তখন জুলেখা কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়া আলিপুরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। জুলেখার উপরে সেলিনার মাতার কিছুমাত্র শাসন ছিল না? সে যখন মনে করিত, বাটীর বাহির হইয়া যাইত; যখন ইচ্ছা হইত, বাটীতে ফিরিয়া আসিত। কখনও যদি সেলিনার মাতা তাহাকে তাহার দীর্ঘ নিরুদ্দেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন,

জুলেখা তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে নিজেদের দেশের কাঁউরূপীর অসম্ভব কাহিনীর দ্বারা তাঁহার মনে এমন একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দিত যে, সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইত না। জুলেখাকে আলিপুরের পথে ছাড়িয়া, আসুন পাঠক, দত্ত সাহেব এখন কি করিতেছেন একবার দেখিতে হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

আমিনা সুন্দরী

নিজের বাটীতে ফিরিয়া দত্ত সাহেব, সেলিনা ও জুলেখার সহিত তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহার পুনরালোচনের জন্য অমরেন্দ্রনাথের সন্ধান করিলেন। অমরেন্দ্র তখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সুতরাং আপাততঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অনতিবিলম্বে একজন ভৃত্যের মুখে শুনিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য মিস্ আমিনা বাটীর ভিতরে অপেক্ষা করিতেছে। দত্ত সাহেব শুনিয়া প্রথমতঃ কিছু বিস্মিত হইলেন, তৎপরে দ্রুতপদে তাহার সহিত দেখা করিতে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন; এবং যে ঘরে আমিনা অপেক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।



"অনেক দিনের পর তুমি আমাদের এখানে আসিয়াছ।"

[জীবন্মৃত রহস্য—১০১ পৃষ্ঠা।

F. A. P. S.—CALCUTTA.

দত্ত সাহেবকে সম্মুখীন দেখিয়া আমিনা তাঁহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দত্ত সাহেব তাহাকে বসিতে বলিয়া টুপীটা পাশে রাখিয়া নিকটস্থ আর একখানা চেয়ারে নিজে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বলিলেন, "মিস্ আমিনা, অনেক দিনের পর তুমি আমাদের এখানে আসিয়াছ; আমি একটা কাজে বাহির হইয়াছিলাম; আমার জন্য তোমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, বোধ করি।"

মিস্ আমিনা মৃদুস্বরে কহিল, "না, অর্দ্ধঘণ্টামাত্র বসিয়াছি। আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, তাহাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যত কেনই বিলম্ব হউক না, আমি আপনার প্রতীক্ষায় এখানে বসিয়া থাকিতাম।"

এইখানে আমিনার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। আমিনা বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সৈয়দ আলিখাঁর একমাত্র কন্যা। বিলাত হইতে প্রতিগমন কালে আমীর আলিখাঁ, এক ইংরাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসেন। সেই ইংরাজ-দুহিতা আমিনার মাতা। এখন আমিনার মাতা পিতা কেহই জীবিত নাই; মাতা বহুদিন পূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছেন, দুই বৎসর অতীত হইল, তাহার স্নেহময় পিতাও তাহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমীর আলিখাঁর পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট ছিলই, তাহা ছাড়া তিনি আজীবন অকাতর পরিশ্রমের দ্বারা আরও প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বরী, মাতৃপিতৃহীনা সুন্দরী আমিনা। দত্ত সাহেবের সহিত আমিনার পিতার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল; তিনি মৃত্যুকালে দত্ত সাহেবকে নিজের কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান, এবং যাহাতে সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়, সেজন্য দত্ত সাহেবকে অনুরোধও করেন।

আমিনা অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী। নবীনযৌবনসমাগমে তাহার সুকুমার দেহে অপরূপরূপলাবণ্য, নববর্ষার চন্দ্রালোকবিভাসিত, উচ্ছ্বাসোন্মুখ নদীর স্থায় বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুন্দর দেহের বর্ণ আরও কি সুন্দর! সে বর্ণ চম্পকে নাই, কষিত কাঞ্চনে নাই; সে বর্ণ বসন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতে নবীন সূর্য্যোদয়ে নবকিশলয়দামে কেবলমাত্র প্রতিফলিত হয়। মুখখানি প্রফুল্ল, অপ্রশস্ত সুগঠিত ললাট, তদুপরে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীবৎ বায়ুচঞ্চল অলকশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা। ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলকুসুমতার চক্ষু দুটি বড় চঞ্চল—হাস্যময়, প্রথম দৃষ্টিপাতে তাহা অতি সহজে এবং সর্ব্বাগ্রে দর্শকের হৃদয়স্পর্শ করে। শিশিরাক্ত সদ্যঃপ্রোদ্ভিন্ন রক্তশতদলের স্থায় কোমল ওষ্ঠাধর সরস, তদন্তরে অতি পরিষ্কার দুই শ্রেণীর দন্ত কুন্দকলিকা-সন্নিভ। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে তিমিরনির্ঝরবৎ অন্ধকারময়, দীর্ঘবিলম্বিত, কৃষ্ণকেশতরঙ্গমালায়, মেঘমালাযুক্ত চন্দ্রের স্থায় সে সুচারু মুখমণ্ডল আরও একটা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। তেমনি সুগঠিত দেহ, সেই সুগঠিত দেহের তেমনি আবার ললিত-কোমল-ভঙ্গি। পরিপুষ্ট অথচ অস্থূল বাহুলতা সুগোল; তদগ্রভাগে চম্পককলিকাসদৃশ অঙ্গুলিগুলি লাবণ্য-শিখার স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। এত রূপ লইয়াও যে আমিনা সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই, পাঠক, তুমি সেজন্য বিস্মিত হইয়ো না। রূপে প্রেমের বিকাশ হয় না—প্রেমেই রূপের বিকাশ হয়। যেখানে তুমি-আমি সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখি না, সহসা প্রেম সেখানে যাহা কিছু সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলে। সেলিনা সুন্দরী হইলেও আমিনার অপেক্ষা নহে; তথাপি সে, আমিনা যাহা পারে নাই, তাহা অতি সহজে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। যেখানে প্রেমের সাহায্য, সেখানে ঐরূপ জয়লাভ অতি সুলভ। যে দৃষ্টিতে প্রেমের একটা মোহ আবরণ পড়িয়াছে, সে দৃষ্টিতে আমি কুৎসিতকে যত সুন্দর দেখি, তুমি

সেই সৌন্দর্য্য কোন সুন্দরে দেখিবে না। প্রেম প্রথমে দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিপালিত ও প্রতাপবান্ হইয়া উঠিতে থাকে। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে, আমার কাছে যাহা অশেষ সৌন্দর্য্যময়, তাহাই আবার তোমার চক্ষে বিষ ঢালিয়া দেয়। কথাটা খুব সহজ, পাঠক, তোমার চক্ষে মিশরী-সুন্দরী সৌন্দর্য্যের রাণী ক্লিওপেট্রার অপেক্ষা তোমার প্রিয়তমা শতগুণে রূপলাবণ্যময়ী; হয় ত তুমি আমার উপন্যাস পড়িতে পড়িতে পাঠ বন্ধ রাখিয়া বারংবার তাহার মুখখানির দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া থাক; আর যদি অভ্যাস থাকে, শট্‌কার নলে সুগন্ধি তাম্রকূটধূমের সহিত তন্ময়চিত্তে চন্দ্রোপম মুখখানির সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া করিয়া আশা আর মিটে না—কিন্তু, তোমার সেই লোচনানন্দবিধায়িনী প্রিয়তমার কেহ যদি সপত্নী থাকেন—[এমন যেন না হয়, ঈশ্বর না করেন—] সেই পত্নীর চক্ষে তাঁহার সেই অতুল রূপরাশি একটা অসহ্য বিভীষিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যে সৌন্দর্য্যে তোমার হৃদয় পরিপ্লুত হইতে থাকে—সেই একই সৌন্দর্য্য সপত্নীর হৃদয়ে বিষের দহন উপস্থিত করে। যাক্, আমিনার একটু পরিচয় দিতে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।

দত্ত সাহেব দেখিলেন, আমিনার পূর্ব্বভাবের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দৃষ্টি উদাস, এবং তাহাতে যেন একটা বিষণ্ণতা ও একটা কিসের আগ্রহ স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। দত্ত সাহেব আমিনার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

আমিনা সহসা বলিলেন, "আপনার সহিত আমার একটা বিশেষ কথা আছে—কথাটা বিশেষ প্রয়োজনীয়; সম্ভবতঃ আপনার অনুসন্ধান-কার্য্যে তাহাতে অনেক সাহায্য হইতে পারে।"

দত্ত সাহেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃতদেহ অপহরণ সম্বন্ধে কি?"

আমি। না, হত্যা সম্বন্ধে।

দত্ত। হত্যা সম্বন্ধে! কি এমন কথা?

আমি। আছে—পরে বলিব। আগে বলুন দেখি, আপনি হত্যাকারীদের সন্ধানের কতদূর কি করিলেন?

হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "না—কিছুই করিতে পারি নাই—এখনও আমি ঘোর অন্ধকারের ভিতরে রহিয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামেরও এই অবস্থা। এ সকল ঘটনা যেন একটা অভাবনীয় ভৌতিক-রহস্যের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

আমি। এ ভৌতিক-রহস্য যতই কেন গভীর হউক না—শীঘ্র পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এখন ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, আমাকে বলুন; আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিতে পারিব।

দত্ত। এ সকল ব্যাপারের তুমি কিছু জান কি?

আমি। কিছু জানি—সেইজন্যই ত আমি আপনার এখানে আসিয়াছি। প্রথম হইতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, আগে আপনি আমাকে বলুন; আমি সব কথা এখনও শুনি নাই; যাহা শুনিয়াছি, তাহাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমার মনের ভিতরে কেমন একটা গোলমাল বাঁধিয়া রহিয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুনরুদ্ধার

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "বলিতে বাধা নাই—কিন্তু হয় ত আমার কথায় তুমি কষ্ট পাইবে।"

আমিনা কহিল, "আপনি যে জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন, বুঝিতে পারিয়াছি—সুরেন্দ্রনাথ সেলিনাকে বিবাহ করিতে—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব সাগ্রহে কহিলেন, "তুমি এ কথা কোথায় শুনিলে?"

আমিনা কহিল, "অমরেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া দত্ত সাহেব একটু চিন্তান্বিত হইলেন। তাহার পর কহিলেন, "ওঃ বুঝিয়াছি, কেন যে অমরেন্দ্র ইতিমধ্যে তোমার নিকটে এ কথা প্রকাশ করিয়াছে।"

আমিনা সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "কেন—আপনি এ কথা বলিতেছেন কেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সে কথার এখন প্রয়োজন নাই। পরে তোমায় বলিব। তুমি বিষ-গুপ্তির কথা কি বলিতেছিলে? সেই বিষ-গুপ্তির বিষেই পথিমধ্যে সুরেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমিনা কহিল, "হাঁ, আমিও লোকের মুখে শুনিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সম্ভব বিষ-গুপ্তির বিষেই সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ আমি বহির্ব্বাটীর একটা ঘরের ভিতরে রাখিয়াছিলাম। মৃতদেহের উপরে রাত্রে পাহারা দিতে রহিমকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। রহিমবক্সকে কোন বিষাক্তগন্ধ ঔষধের সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া, জানি না—কোন্ দস্যু সেই মৃতদেহ বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে!"

আমিনা কহিল, "মৃতদেহ অপহরণ সম্বন্ধে কাহার উপরে আপনার সন্দেহ হয়?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কাহারও উপরে নহে। সন্দেহ করিয়া কি করিব? কিন্তু আমার কাছে বেশিদিন গোপন থাকিবে না। না হয়, সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীর সন্ধানে আমার বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিব; সহজে ছাড়িব না। প্রথমে আমাকে দেখিতে হইবে, কে আমার বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে। বিষ-গুপ্তির চোরকে ধরিতে পারিলে, আমি তখন সকল দিক্‌ই সুবিধা করিয়া আনিতে পারিব। বিষ-গুপ্তি সকল অনর্থের মূল। এমন কি সেই বিষ-গুপ্তিরই বিষের বিষাক্ত গন্ধে রহিমকে অজ্ঞান করা

আমিনা কহিল, "সেই বিষেই যে রহিমকে অজ্ঞান করা হইয়াছে, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

দত্ত সাহেব দেখিলেন, সে কথা প্রকাশ করিতে গেলে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে সে রাত্রে সেলিনার আগমনের কথাও প্রকাশ হইয়া যায়, সুতরাং তিনি চাপিয়া গেলেন। বলিলেন, "সে কথা এখন আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু আমি যেরূপেই জানি না কেন, আমি যাহা বলিলাম, তাহা নিশ্চিত।"

আমিনা কহিল, "তাহা হইলে আপনার সেই বিষ-গুপ্তি কি এই সকল দুর্ঘটনার মূল কারণ?"

দ। আমার ত তাহাই বিশ্বাস।

আমি। যদি এখন আপনার সেই বিষ-গুপ্তিটা দেখিতে পান, তাহা হইলে কি আপনি এই দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন?

দ। সে কথা আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না। তবে কে আমার বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে, জানিতে পারিলে, প্রকৃত ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারিব।

তখন আমিনা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এমন একটা কিছু বাহির করিয়া দত্ত সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন যে, তিনি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে দত্ত সাহেব কহিলেন, "একি, এ যে আমারই সেই বিষ-গুপ্তি! এ বিষ-গুপ্তি তুমি কোথায় পাইলে?"

আমিনা কহিল, "হাঁ—ইহাই আপনার সেই বিষ-গুপ্তি। আমি ইহা সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীর নিকটে পাইয়াছি।"

স্কন্ধাবর্ত্তন করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী! তুমি হত্যাকারীকে জান? কে সে—কে—সে? কোন স্ত্রীলোক?"

"না, স্ত্রীলোক নহে—পুরুষ। আপনার পরিচিত আশামুল্লা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন-পরীক্ষা

দত্ত সাহেব অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। আশানুল্লার মানসিক ও শারীরিক উভয় শক্তিরই যেরূপ অভাব—তাহাতে তাহা দ্বারা এ সকল ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বিষ-গুপ্তি চুরি, সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা এবং তাহার মৃতদেহ অপহরণ—এ সকল ভীষণ ঘটনা এত সহজে সম্পন্ন করিতে অনেক বুদ্ধি, অনেক কৌশল, এবং অনেক সাহসের আবশ্যকতা। আশানুল্লার ন্যায় ভীরু নির্ব্বোধ লোকের কর্ম্ম নহে। দত্ত সাহেব আমিনার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোমার ভুল হইয়াছে। আশানুল্লার দ্বারা এ সকল কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। সে যেরূপ অল্পবুদ্ধি, আর ভীরুস্বভাব, কিছুতেই তাহাকে দোষী বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

শুষ্ককণ্ঠে আমিনা কহিল, "আপনি তাহা প্রমাণিত করিবেন; আমি ঠিক জানি না। আপনি বলিতেছিলেন, বিষ-গুপ্তির চোরকে ধরিতে পারিলে হত্যাকারীকে জানিতে পারিবেন, আমি সেই হিসাবেই আশানুল্লাকে দোষী বলিতেছি। আমি তাহারই কাছে আপনার এই বিষ-গুপ্তিটা পাইয়াছি।"

দত্ত। কিরূপে পাইলে?

আমিনা। সে আমার কাছে এই বিষ-গুপ্তিটা বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল।

দত্ত। ইহাও তাহার নির্দ্দোষিতার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সে নিজে দোষী হইলে কখনই বিক্রয়ের জন্য এই বিষ-গুপ্তি এত সত্বর বাহির করিত না।

আমি। পাছে সে ভয় পায়, এবং এখন হইতে সাবধান হয়, সেজন্য আমি কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি এখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।

দত্ত। শীঘ্রই তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহাকে কয়দিন দেখি নাই—সে এখন কোথায়?

আমি। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। আপনার বাড়ীর পাশে যেখানে আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, সে সেইখানে আমার কোচ-ম্যানের জিম্মায় আছে। আপনি আশানুল্লাকে এখানে ডাকিয়া আনিবার জন্য এখনি একজন বেহারা পাঠাইয়া দিতে পারেন।

দত্ত। বড় ভাল কাজই করিয়াছ—আমি তোমার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইলাম। আমি জানি, তুমি নিজে বড় বুদ্ধিমতী।

আমি। কিছুই না—এরূপ স্থলে ইহা সকলেই করিয়া থাকে। ইহাতে বুদ্ধির কিছুই নাই। যখন তাহার নিকটে এই বিষ-গুপ্তি পাওয়া গেল, তখন তাহাকে আর চোখের অন্তরাল করা ঠিক হয় না মনে করিয়া, দাম দিতেছি বলিয়া তাহাকে একেবারে এখানে লইয়া আসিলাম। সে দোষী, কি নির্দ্দোষ, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। সে নিজে যদিও নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলেও আপনি তাহার মুখে এ হত্যা সম্বন্ধে অনেক কথা পাইতে পারেন। সে কোথায় আপনার এই বিষ-গুপ্তি পাইল, তাহা যদি তাহাকে কোন রকমে স্বীকার করাইতে পারেন, সেই সূত্রে আপনি বোধ হয়, হত্যাকারীর নামটাও জানিতে পারিবেন।

দত্ত সাহেব তখনই আশানুল্লাকে আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিবার জন্য জনৈক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আশানুল্লা কখনই দোষী নহে। কেন সে বিষ-গুপ্তি চুরি করিবে? আর সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়া বা তাহার মৃতদেহ অপহরণে আশানুল্লার কি লাভ? আর সে যদি নিজেই দোষী হইবে, তাহা হইলে সাধ করিয়া নিজের গলা ফাঁসীকাঠে বাড়াইয়া দিতে সে এত শীঘ্র কখনই এই বিষ-গুপ্তি বিক্রয়ের জন্য বাহির করিত না।"

অল্পক্ষণ পরে চারিদিকে সভয়ে চাহিতে চাহিতে চোরের মত আশানুল্লা ভৃত্যের সহিত সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

* * * * * * *

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, বিচারাসনে বসিয়া পূর্ব্বে যেমন আসামীদিগের মুখের প্রতি ক্ষণকালের জন্য মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি এখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ঠিক সেইরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে ক্ষণকাল আশানুল্লার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমিনাও আশানুল্লাকে তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ব্যাপার কিরূপ ঘটে, তাহাই জানিবার জন্য সে সকৌতূহল হৃদয়ে অবাঙ্মুখে একবার দত্ত সাহেবের এবং একবার আশানুল্লার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

আশানুল্লার মুখের উপরে সেইরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "তোর নাম কি?"

"আশানুল্লা।"

"আর কোন নাম নাই?"

"না, এই একটাই নাম।"

"কি করিস্ তুই ?"

"ভিক্ষা করি।"

"আর ভিক্ষা না পাইলে ?"

"চুরি।"

"আমি তা' আগেই বুঝেছি। [বিষ-গুপ্তি দেখাইয়া] ইহা তুই চুরি করিয়াছিলি, কেমন ?"

"চুরি করিনি—কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

"বটে! কুড়াইয়া পাইয়াছিস্? কোথায় ?"

"ও পাড়ায় ?"

"কোন্ পাড়ায় ?"

"মিস্ সেলিনাদের পাড়ায়।"

দত্ত সাহেব ধম্‌কাইয়া বলিলেন, "বেশী চালাকী করিলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। ঠিক্ করিয়া সব কথা বল্। ঠিক কোন্‌খানে তুই ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছিস্ ?"

আশা। মিস্ সেলিনাদের বাড়ীর গেটের কাছে।

দত্ত। কতদিন হইল কুড়াইয়া পাইয়াছিস্?

আশা। খুনের পরদিন।

দত্ত। তখনই ইহা পুলিসের হাতে জমা দিস্ নাই কেন ?

আশা। পুলিসকে দিতে যাইব কেন ? তারা এটার জন্য আমাকে একটা পয়সাও দিত না—বরং আমাকে নিয়ে টানাটানি কর্‌ত। আমি এটা মিস্ আমিনাকে দিতে—একেবারে আমাকে পাঁচ টাকা দেবেন বলিয়াছেন। [আমিনার প্রতি] কই, আমার পাঁচ টাকা এখন দেবেন ?

আমিনা কহিল, "এখন না—তুই ইহা চুরি করিয়া আনিয়াছিস্, কি ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিস্—কেমন করিয়া জানিব ?"

আশানুল্লা কিছু বিরক্তভাবে বলিল, "আমি ত আপনাকে তখন থেকে বলিতেছি যে, মিস্ সেলিনাদের বাগানের গেটের কাছে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "গেটের কোথায়, ভিতরে না বাহিরে?"

আশানুল্লা বলিল, "ভিতরে। সেলিনারা কিছু খাবার দিবার জন্য আমাকে ডেকেছিল। যখন আমি খাবার নিয়ে তাদের বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসি, তখন দেখি গেটের কাছে সেই ঘাসবনের ভিতরে [বিষ-গুপ্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ইহা পড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া ঐ সব কাচগুলা জ্বলিতেছে। চারিদিকে একেবারে চাহিয়া দেখি, কেউ কোথায় নাই—অমনি চুপি চুপি কাপড় ঢাকা দিয়া এটা বাহির করিয়া নিয়া আসি, একেবারে বেমালুম চুরি।"

আশানুল্লা যেরূপ সরলভাবে প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিল, তাহাতে দত্ত সাহেব তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। দেখিলেন তাহার সত্য গোপন করিবার চেষ্টা আদৌ নাই—এবং তাহার কারণও কিছুমাত্র নাই। বিশেষতঃ সে গাঁজা গুলি খাইয়া নিজের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; তাহা ছাড়া অন্নাভাবে তাহার দুর্ব্বল শরীরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহার হাতে বিষ-গুপ্তি কেন, আরও যে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাক্, সে যে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন বলিষ্ঠ যুবককে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তখন দত্ত সাহেবের সম্পূর্ণ সন্দেহ জুলেখার উপরে নিহিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিষ-গুপ্তির বিষ একেবারে শুখাইয়া গিয়াছিল, জুলেখা পুনরায় নূতন বিষ তৈয়ারি করিয়া বিষ-গুপ্তিতে ঢালিয়াছে। সে ছাড়া যখন এখানে আর কেহ এই বিষ তৈয়ারি করিতে জানে না, তখন এ সকল তাহারই কাজ।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন দত্ত সাহেব সেই বিষ-গুপ্তি ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইলেন; এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে সামান্য চাপ দিয়া টিপিয়া ধরিতে বিষ-গুপ্তির অগ্রভাগ হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় সূক্ষ্ম, সূচীবৎ তীক্ষ্ণাগ্র, বিষসিক্ত ক্ষুদ্র লৌহ-শলাকা বাহির হইল। দত্ত সাহেব একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, অগ্রভাগে একবিন্দু উজ্জ্বল সবুজবর্ণের বিষ টল্ টল্ করিতেছে। দত্ত সাহেব বুঝিলেন, জুলেখা তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই নূতন বিষ তৈয়ারি করিয়াছে। দত্ত সাহেবের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আরও সন্দেহ

দত্ত সাহেবকে এতক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া এবং তাঁহার মুখের অন্ধকার ক্রমশঃ নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে দেখিয়া আমিনা চকিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে—আপনি কি ভাবিতেছেন?"

দত্ত সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমি জুলেখার কথা ভাবিতেছি, এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, নিজে সেই পিশাচীই এই সকল সর্ব্বনাশের মূল।"

চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে আমিনা কহিল, "জুলেখা! ওঃ অমরেন্দ্রনাথের মুখে আমি যে অনেকবার এ নাম শুনিয়াছি। সে ছোটনাগপুর-দেশীয়া নয়?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হাঁ, সে নাগপুরের নাগিনী। আমি তাহারই বিষে সুরেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি।"

সন্দিগ্ধভাবে আমিনা কহিল, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "তা' সর্ব্বতোভাবে সত্য, সেই পিশাচীই আমাদের সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে। যদিও তাহার বিরুদ্ধে এখনও তেমন কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে তাহাকে আমি—" বলিতে বলিতে দত্ত সাহেব সহসা সাবধান হইলেন। এবং সে কথা চাপা দিয়া পরিবর্ত্তিত স্বরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "যাক্, এ সকল ভাবনা ইহার পর ভাবিলেও চলিবে। আপাততঃ আশানুল্লাকে আরও দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্।"

আমি। আপনি আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন?

দত্ত। নূতন কিছু নহে। সেলিনাদের বাগান-বাড়ীর গেটের ধারে এই বিষ-গুপ্তি কুড়াইয়া পাইয়াছে বলিয়া, যখন সে নিজে স্বীকার করিতেছে, তখন তাহার নিকট হইতে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দুই-একটা প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আমি। আপনি কি তাহার নিকটে তেমন কোন সুবিধাজনক প্রমাণ পাইবেন, বোধ করেন?

দত্ত। এমন প্রমাণও পাইতে পারি যে, খুনের পর জুলেখাই এই বিষ-গুপ্তি সেখানে ফেলিয়া থাকিবে।

আমিনা কহিল, "জুলেখা যে এ হত্যা করিয়াছে, আপনার এ অনুমান কি সত্য?"

দত্ত সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয়ই—এখন আইনসঙ্গত প্রমাণ চাই—আমি যে প্রমাণে তাহাকে—" সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই বিষ-গুপ্তিতে নূতন বিষের সংযোগ আর সেই রুমালে এই বিষ মাখানো, এই দুইটি সূত্র ধরিয়া এখন আমাকে কাজ করিতে হইবে।"

আমিনা। আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

দত্ত। [বাধা দিয়া] ইহার পর সকলই বুঝিতে পারিবে—এখন ইহার বেশি নয়। [আশানুল্লার প্রতি] সেলিনাদের বাড়ীর জুলেখাকে তুই চিনিস্?

আশা। খুব চিনি, সে মাগী যেন সয়তান।

দত্ত। কিসে?

আশা। সে না কর্‌ত্তে পারে—এমন কোন কাজই নাই। সে একদিন আমাকে নিয়ে এমন একটা কাণ্ড কর্‌লে যে, আমি অবাক্ হ'য়ে গেলেম। আমি সেই অবধি আর তার কাছে ভয়ে যাই না।

দত্ত। কি কাণ্ড কর্‌লে?

আশা। আমার চোখের দিকে চাইতে চাইতে কতকগুলা মন্তোর পড়্‌তে লাগ্‌লো—আর সে কি চাহনি—বাপ্‌রে বাপ্, চোখ দুটা যেন দুটো মশাল! ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল।

দত্ত। তোকে ভূতে ধরেছিল, না তোর কোন অসুখ করেছিল?

আশা। ভূতেও ধরেনি—অসুখও করেনি, মাগীটা শুধু শুধু—কোথায় কিছু নাই, মন্তর প'ড়ে আমাকে ঝাড়িয়ে দিলে। সেদিন তাকে চালেনা-দেশমের কথা বল্‌তে যাই।

শুনিয়া দত্ত সাহেব চমকিত হইলেন। বিস্ময়কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "চালেনা-দেশম! চালেনা-দেশমের তুই কি জানিস্?"

আশানুল্লা সভয়ে বলিল, "কিছু না। আমাকে পথে দেখ্‌তে পেয়ে ডাক্তার সাহেব ঐ চালেনা-দেশমের খবর দিতে জুলেখার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

দত্ত। এ কতদিনের কথা?

আশা। খুনের আগে।

দত্ত। বুঝিয়াছি। [ক্ষণপরে] আশানুল্লা, তুই যদি আমাদের বাড়ীতে থাকিস্ ত বল। গুলি গাঁজার খরচ পাবি, তা' ছাড়া রোজ খুব পেট ভ'রে খেতে পাবি। কি বলিস্?

আশা। কেন থাক্‌ব না, হুজুর? না খেতে পেয়ে ম'রে গেলেম! হুজুরের সঙ্গে ব'কে ব'কে এখন এত খিদে পেয়েছে যে, আর আমি একটুও দাঁড়াতে পার্‌ছি না।

দত্ত। তুই এখন বাড়ীর ভিতরে উঠানে গিয়া দাঁড়া। আমি বেহারা দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার পর তোর এখানে থাক্‌বার একটা ভাল বন্দোবস্ত ক'রে দিব।

একটার স্থলে দশটা সেলাম করিয়া আশানুল্লা ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দত্ত সাহেবের এই সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কি ব্যাপার? আমি ভাল বুঝিলাম না।"

শুষ্ককণ্ঠে দত্ত সাহেব কহিলেন, "ব্যাপার বড় সহজ নহে—বিষ-গুপ্তির অপর নাম চালেনা-দেশম। এই হত্যাকাণ্ডে ডাক্তার বেণ্টউডও জড়িত আছে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হত্যাকারী কে ?

আমিনা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, "বেণ্টউডের সহিত আপনার ত খুব বন্ধুত্ব !"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে দত্ত সাহেব মস্তকান্দোলনের সহিত বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, পরমবন্ধু। আমি কালসর্প লইয়া বুকে পোষণ করিয়াছিলাম ; এখন সে দংশন করিয়াছে। আমি শীঘ্রই বেণ্টউডের সহিত দেখা করিব। এখন বুঝিতে পারিলাম, তাহার দ্বারাই এই সকল কাণ্ড হইতেছে।"

তীক্ষবুদ্ধি নিপুণ পাঠকগণ, বক্ষ্যমাণ ঘটনাসূত্রে প্রকৃত হত্যাকারী ধৃত হইবার পূর্ব্বে, এই সময় হইতে আপনারাও একবার প্রকৃত হত্যাকারীকে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। এই হত্যাসম্বন্ধে অনেকেরই উপরে সন্দেহ হয় ; বেণ্টউডের উপরে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে ; বেণ্টউডের দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার যেমন একটা বিশেষ কারণ আছে। অমরেন্দ্রকে সন্দেহ করিলেও সেইরূপ একটা বিশেষ কারণ পাওয়া যায়—স্ত্রীলোকের রূপমোহে ভাই ভাইএর বুকে ছুরি বসাইতে কুণ্ঠিত হয় না। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি জুলেখার যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং সেই সুরেন্দ্রনাথেরই সহিত সেলিনার বিবাহের কথা হইতেছিল, ইহাতে জুলেখার উপরেও সন্দেহ হইতে পারে। এইরূপ একটা কারণে সেলিনার মাতার উপরেও কিছু যে সন্দেহ না হয়, এমন নহে।

তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা একমাত্র কন্যা সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়, তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যা সুরেন্দ্রনাথের একান্ত পক্ষপাতিনী। তাহার পর বিষ-গুপ্তির সন্ধানকারিণী আমিনার উপরেও সন্দেহ হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে; সে সুরেন্দ্রনাথের নিকটে উপেক্ষিতা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর অধিক কি অপমান হইতে পারে? তাহার পর আশানুল্লা, তাহাকেও বড় বিশ্বাস নাই। কে জানে, সে যাহা দত্ত সাহেবের নিকটে বলিল, তাহা সত্য কি মিথ্যা। যাহা হউক, ইহা একটী দুরূহার্থ হত্যা-প্রহেলিকা। সুনিপুণ পাঠক, যথা সময়ে অর্থ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিয়া নিজ পাঠ-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবেন।

আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বেণ্টউডকেই কি আপনি আপাততঃ দোষী স্থির করিয়াছেন?"

দত্ত। তাহাকে দোষী স্থির করিবার অনেক কারণ আছে। একদিন বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথের কর-রেখা গণিয়া বলিয়াছিল, যদি সে সেলিনাকে বিবাহ বা তাহার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে, তাহার জীবন্মৃত-দশা ঘটিবে।

আমিনা। ইহার অর্থ কি—জীবন থাকিতে মৃত্যু?

দত্ত। আমরাও আগে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বে এই কথার পক্ষাঘাত বা মৃগীরোগ এইরূপ একটা মানে করিয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি, জীবন থাকিতে মৃত্যু—মানে, অকালে অপঘাতমৃত্যু—খুন—খুন। প্রকারান্তরে তখনই বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিবে বলিয়াছিল; আমরা তখন কথাটা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি নাই। বেণ্টউডের আন্তরিক ইচ্ছা সেলিনাকে বিবাহ করে; কিন্তু সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগিণী। সুরেন্দ্রনাথ যাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান

হয়, সেইজন্য বেণ্টউড করকোষ্ঠী গণনার ছলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। এমন কি ইহার পর বেণ্টউড এই হত্যাকাণ্ড সহজে সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে দুই-একবার এই বিষ-গুপ্তি আমার নিকট হইতে ক্রয় করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল।

আমিনা। [সাশ্চর্য্যে] কি সর্ব্বনাশ! তিনি এই বিষ-গুপ্তি আপনার নিকট হইতে কিনিতেও চাহিয়াছিলেন?

দত্ত। হাঁ, আমি একেবারে অস্বীকার করায় অনন্যোপায় হইয়া নারকী শেষে চুরি করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আমিনা। তিনি যে চুরি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?

দত্ত। প্রমাণ সহজেই হইবে। তুমি এইমাত্র আশামুল্লার মুখে শুনিলে সে ডাক্তার বেণ্টউডের নিকট হইতে এই বিষ-গুপ্তির সংবাদ লইয়া জুলেখাকে বলে। কি কারণে কেহ জানে না, জুলেখার উপর ডাক্তার বেণ্টউডের একটা খুব প্রবল প্রভুত্ব আছে, জুলেখাও তাহাকে অত্যন্ত ভয় করে। সে নিশ্চয়ই বেণ্টউডের অভিপ্রায় অনুসারে এই বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে, ইহাতে নূতন বিষ তৈয়ারি করিয়া ঢালিয়াছে। তাহার পর এই বিষ-গুপ্তি লইয়া বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নিজে বেণ্টউডই সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃত হত্যাকারী।

আমিনা। আপনি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে হত্যাপরাধে ফেলিতেছেন। প্রমাণ চাই।

দ। প্রমাণ সংগ্রহ হইবে।

আ। সহজে হইবে না।

দ। সে কথা সত্য। কারণ, বেণ্টউড সহজ লোক নহে। যখন আমি নিজে সুরেন্দ্রনাথের খুনীর অনুসন্ধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তখনই

বুঝিয়াছিলাম, সহজে কিছু হইবে না। যাহা হউক, বিশ্বাস আছে, অমরেন্দ্র নাথের সাহায্যে আমি অনেক সুবিধা করিতে পারিব।

যথেষ্ট উৎসাহয়িত্রীর ভাব দেখাইয়া আমিনা বলিল, "আমিও আপনার সাহায্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। যখন যে কোন সন্ধান পাইব, আপনাকে জানাইব। আপাততঃ আমি উঠিলাম। আশানুল্লার কি করিবেন?"

দ। সে এখন এইখানেই থাকিবে।

আ। দেখিবেন, যেন না পলাইয়া যায়।

দ। না, সে ভয় কিছুমাত্র নাই। পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে সে নিজেই নড়িতে চাহিবে না। আমার খুব বিশ্বাস, সে হত্যাকাণ্ডে আদৌ লিপ্ত নাই। তাহা হইলে সে কখনই বিনাপত্তিতে এক কথায় আমার এখানে থাকিতে চাহিত না। তাহার নিকটে বেণ্টউড ও জুলেখার ভিতরের অনেক কথা পরে পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমে আমাকে আরও সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, জুলেখা বেণ্টউডকে কেন এত ভয় করে।

আ। আশানুল্লা সে বিষয়ে কি জানে? সে কথা জুলেখা নিজে বলিতে পারে।

দ। বেণ্টউডও বলিতে পারে। যাহা হউক, আগে কোন রকম প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যদি বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, তখন বেণ্টউডের নিকটেও এ কথা পাওয়া যাইবে, বোধ হয়।

তাহার পর নিজে যাইয়া দত্ত সাহেব আমিনাকে তাহার গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

সন্দেহ—ঘোরতর

(মেঘ ঘনীভুত হইল—অন্ধকার)

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাব-বৈলক্ষণ্য

ফিরিয়া আসিয়া দত্ত সাহেব বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই বিষ-গুপ্তির অন্তর্গত বিষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় বেণ্টউড ও জুলেখার উপরে তাঁহার সন্দেহ ঘোরতর হইল। তাহারা উভয়ে মিলিয়া যে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি একরকম কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলেন। কিন্তু তাহারা সুরেন্দ্রনাথের শবদেহ অপহরণ করিবে কেন? এই চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আকুল করিয়া তুলিল। মৃতদেহ লইয়া হত্যাকারীদের কি লাভ? কিন্তু মৃতদেহ যে অপহৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কাহার দ্বারা এ কাজ হইয়াছে, কে বলিবে? একমাত্র রহিম-বক্স এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে; কিন্তু সে এখনও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; আর কখনও তাহার জ্ঞান হইবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদিও বুঝিতে পারা যাইতেছে, বেণ্টউডের দ্বারাই এই

ভীষণ রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, এবং জুলেখা বেণ্টউডের সহযোগিনী—কিন্তু রহিমের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে সপ্রমাণ হইবে? দত্ত সাহেব কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

দত্ত সাহেব একবার মনে করিলেন, ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বাবুকে এ সময়ে একবার বিষ-গুপ্তির পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদটা দিলে হয়, এ সময়ে তাঁহার সহিত একটা পরামর্শ করা উচিত। তাহার পর আবার ভাবিলেন, গঙ্গারামকে আপাততঃ এ সংবাদ না দেওয়াই ভাল। তাহাতে এমন বিশেষ কি ফল হইবে? ইহাতে তিনি তাঁহার অপেক্ষা অধিক আর কি বুঝিবেন? এইরূপ ভাবিয়া দত্ত সাহেব মনে মনে স্থির করিলেন, যতক্ষণ না বেণ্টউডের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণাদি সংগ্রহ হইতেছে, ততক্ষণ এ সকল গোপন করাই শ্রেয়ঃ। যদি কোন রকমে বেণ্টউড জানিতে পারে যে, পুলিস তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সে সতর্ক হইবে। তখন আর তাহাকে সহজে বশে আনিতে পারা যাইবে না। বেণ্টউড যেরূপ চতুর—পাকাবুদ্ধির লোক, তাহার খরতর বুদ্ধি-প্রবাহে এইরূপ শতটা গঙ্গারাম কোথায় ভাসিয়া যাইবে! সুতরাং দত্ত সাহেব আপাততঃ সে বিষয়ে নিজের মুখ বন্ধ রাখাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

তাহার পর দত্ত সাহেব কোন উপায়ে সহজে বেণ্টউডকে ফাঁসীকাষ্ঠে উত্তোলন-উপযোগী প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহাই নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরপাদবিক্ষেপে সেই গৃহমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি বিষণ্ণ এবং বিবর্ণ। চোখের চারিদিকে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। অমরেন্দ্র নিঃশব্দে দত্ত সাহেবের

নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার হাতে সেই বিষ-গুপ্তি! বিষ-গুপ্তি দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথের মলিনমুখ আরও মলিন হইয়া গেল। সেই বিষ-গুপ্তির প্রতি কম্পিত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তদধিক কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "একি! আপনি এ বিষ-গুপ্তি কোথায় পাইলেন?"

দত্ত। আমিনা আমাকে দিয়া গিয়াছে।

অমর। [চকিতে] আমনা—আমিনা—

অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রনাথের এরূপ অত্যুৎদ্বিগ্নভাব দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন, "আমিনার উপরে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আশানুল্লা তাহার নিকটে এ বিষ-গুপ্তি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এই কতক্ষণ পূর্ব্বে আমিনা তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছিল।"

বিস্ময়বিকম্পিতকণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ বলিল, "আশানুল্লা! সে এ বিষ-গুপ্তি কোথায় পাইল? তাহারও সহিত কি এ হত্যাকাণ্ডের কোন সংস্রব আছে মনে করেন?"

দ। না, সে নিজে ঐ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত নাই। সে সেলিনাদের বাড়ীর গেটের নিকটে ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছে মাত্র।

অ। এ বিষ-গুপ্তি সেখানে কে ফেলিল?

দ। কে ফেলিল, সে কথাই এখন আমি জানিতে চাই। কাহার দ্বারা এ কাজ হইয়াছে, একবার সন্ধান করিয়া দেখ দেখি; তাহার পর কেমন করিয়া সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীকে ফাঁসীকাঠে তুলিয়া দিতে হয়, তাহা আমার কাছে দেখিতে পাইবে।

অমরেন্দ্রনাথ বিস্ময়চকিতদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপাততঃ যতদূর আপনি অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে কাহার উপরে আপনার সন্দেহ হয়?"

দত্ত। আমার একান্ত বিশ্বাস, বেণ্টউড আমাদের সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে।

অ। অসম্ভব! কি রূপে তাহা হইবে?

দত্ত। বেণ্টউডের ইচ্ছা সেলিনাকে বিবাহ করে; সুরেন্দ্রনাথ তাহার অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়।

অ। তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথকে কেন, বেণ্টউড আমাকেই হত্যা করিত। সেলিনার মাতা আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা বরং আমিই বেণ্টউডের অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়।

দত্ত। আমি যা' বলিতেছি, তুমি তা' ঠিক বুঝিতে পার নাই। সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগিণী, চেষ্টা করিলে সে অনায়াসে তাহার মাতার মত ফিরাইতে পারিত। এমন কি, এখন যদি তুমি সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বেণ্টউডের স্বকার্য্য সাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে বেণ্টউড তোমাকেও খুন করিয়া নিজের পথ নিষ্কণ্টক করিবে। এ স্থির—নিশ্চয়!

অ। না, আমাকে আর হত্যা করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আর এখন সেলিনাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। হত্যাকারী ধৃত হউক বা না হউক, আমি এ জীবনে সেলিনাকে আর বিবাহ করিব না।

দ। সহসা তোমার এ মত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? সেলিনার উপরে তোমার ত যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

অ। ছিল কেন—এখনও আছে—ভবিষ্যতে আজীবন তেমনই থাকিবে; তথাপি আমি সেলিনাকে বিবাহ করিব না।

দ। কেন?

অ। কোন বিশেষ কারণ আছে।

দত্ত। কি এমন বিশেষ কারণ ?

অ। সে কথা এখন আঁপনাকে বলিতে পারিব না।

দত্ত। সে কারণের সহিত কি এই হত্যাকাণ্ডের কোন সংস্রব আছে ?

অ। আপনি আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক উত্তর পাইবেন না। আমি কিছুতেই সে কথা আপনাকে বলিতে পারিব না। তাহা একান্ত অসম্ভব জানিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরেন্দ্র—বিপদে

দত্ত সাহেব বসিয়াছিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া সদুঃখে কহিলেন, "এখন তোমাদের কাছে এইরূপ ব্যবহারই আমার পাওয়া উচিত। যে কালে আমার উপরে তোমার বিশ্বাস নাই, তখন কোন কথা জানিবার জন্য এরূপ পীড়াপীড়ি করা আমার একান্ত অন্যায় হইয়াছে। তবে তোমাদিগকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি বলিয়া, আমি তোমাদের সরল ব্যবহারের সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। এখন বুঝিতেছি, সেটা আমার বড় অন্যায় হইয়াছে।"

চিন্তোদ্বেগপূর্ণহৃদয়ে, নিরতিশয় দুঃখের সহিত মৃদুকণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন। যদি বলিবার হইত, এতক্ষণ বলিতাম।

একটা বিশেষ কারণে আমাকে আপাততঃ মুখ বন্ধ রাখিতে হইবে। ইহার পর—"

বলিতে বলিতে অমরেন্দ্রনাথ সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "ইহার পর কি ?"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি যাহা কিছু জানি, ইহার পর—সময় বিশেষে হয় ত তাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিতে পারি।"

চমকিতভাবে দত্ত সাহেব কহিলেন, "কি তুমি জান, কি পরে প্রকাশ করিবে? হত্যা সম্বন্ধে কোন কথা ?"

অমরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, এই হত্যাসম্বন্ধে। কিন্তু, আপনার নিকটে সে কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আর আমায় বিপদে ফেলিবেন না।"

গম্ভীরভাবে দত্ত সাহেব কহিলেন, "বুঝিলাম না, কি এমন ভয়ানক কথা, যাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করাও অনুচিত ?"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "যখন আপনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তখন সকলই জানিতে পারিবেন। জানিতে পারিবেন, কোন্ কারণে আমি আপনার সহিত আজ এরূপ অকৃতজ্ঞের ন্যায় ঘৃণ্য ব্যবহার করিলাম।"

বলিতে বলিতে সহসা অমরেন্দ্রনাথ কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন; পাছে, দত্ত সাহেব সেই অপ্রকাশ্য বিষয় শুনিবার জন্য আরও পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলেন।

সহসা অমরেন্দ্রনাথের এরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যে দত্ত সাহেবের সংশয়-রক্ততা আরও বাড়িবার দিকে চলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অমরেন্দ্র এমন কিছু অবগত আছে, যাহাতে এ নিবিড় রহস্য আবরণের অন্তরাল

হইতে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিতে পারে; তদ্ব্যতীত লাসচুরিরও একটা কিনারা হইতে পারে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অমরেন্দ্র কিছুতেই তাঁহার নিকটে একটি বর্ণও প্রকাশ করিতে চাহে না!

দত্ত সাহেব যতই এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিস্ময়-বিমূঢ়তা দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। তখন দত্ত সাহেব একবার রহিমবক্সের খোঁজ লইতে চলিলেন। মনে করিলেন, যদি সে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, মৃতদেহ অপহরণকারীর সন্ধানটা তাহার নিকটে পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ দত্ত সাহেবের বিশ্বাস, যাহার দ্বারা মৃতদেহ অপহৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডটা সমাধা হইয়াছে।

দত্ত সাহেব যাইয়া দেখিলেন, রহিমবক্সের সংজ্ঞালাভ হইয়াছে। কথা কহিতে পারে। সহসা তাহাকে এরূপ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া দত্ত সাহেব যথেষ্ট আনন্দিত এবং ততোধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সম্মুখবর্ত্তী গফুরের মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গফুরের মা বলিল, "সেই রুমালখানা খুলিয়া লওয়া অবধি রহিম একটু একটু করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে।"

তখন দত্ত সাহেব দারুণ সংশয়ান্ধকারের মধ্যে আলোকের আর একটা শিখাপাত হইতে দেখিলেন। সেলিনা মিথ্যাকথা বলিয়াছে, সেই বিষাক্ত রুমাল রহিমবক্সকে অচেতন করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে; জুলেখা বিষাক্ত গন্ধের ঔষধ মাখাইয়া বেণ্টউডকে সেই রুমাল দিয়া থাকিবে; সেলিনা যদি মিথ্যা না বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার রুমাল সে আর কোথায় ফেলিয়া থাকিবে; নতুবা সে অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় কোন

কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহাই হউক, এই সকল দারুণ দুর্ঘটনার মূলীভূত কারণ বেণ্টউড ও জুলেখা—আর কেহই নহে।

দত্ত সাহেব রহিমবক্সকে কহিলেন, "রহিম, বোধ হয়—তুমি আগেকার অপেক্ষা এখন নিজের শরীরটা অনেক ভাল বোধ করিতেছে?"

ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে রহিমবক্স বলিল, "আগেকার চেয়ে অনেকটা ভাল। হুজুর আমার কোন দোষ নাই; কি জানি, হঠাৎ মাথায় যেন কি একটা গোলমাল বাঁধিয়া গেল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

দত্ত সাহেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সময়ে কাহাকেও ঘরের ভিতরে দেখিতে পাইয়াছিলে?"

সেইরূপ ক্ষীণস্বরে রহিম বলিল, "হুজুর, ঘরের ভিতরে সেই—সেই জুলেখা ডাকিনীকে একবার দেখিয়াছিলাম।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমরেন্দ্র—বিভ্রাটে

রহিম দুই-একটি কথায় আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার আবার মোহ হইল। সে আর কথা কহিতে পারিল না। সেখানে থাকিয়া আর কোন ফলোদয় হইবে না বুঝিয়া, এবং যাহাতে রহিমের শুশ্রূষা ভাল রকমে হয়, সেজন্য দত্ত সাহেব গফুরের মাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এবং অমরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের ঘরে অমরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বাংলো ঘরের সম্মুখে উন্মুক্ত তৃণভূমিতে অতি বিষণ্ণভাবে ধীরে ধীরে অমরেন্দ্র একাকী পরিক্রমণ করিতেছেন। দত্ত সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

তাহার পর যখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবকে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিলেন, তখন সর্ব্বনাশ গণিলেন ; আবার হয়ত তিনি সেই সকল কথা তুলিবেন, আবার হয় ত তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া অমরেন্দ্রের ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল। তাহার পর দত্ত সাহেবের প্রথম কথায় অমরেন্দ্র নিজের বিপদ্ বুঝিয়া শিহরিত এবং সশঙ্ক হইয়া উঠিলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "শুন, অমর। তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি এখন প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়াছি।"

অমর। প্রকৃত ঘটনা কি ?

দত্ত। কে রহিমকে অজ্ঞান করিয়াছে, আর কাহার দ্বারা সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ অপহৃত হইয়াছে, সে কথা আমি তোমাকে এখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

অমর। তাহা হইলে আপনি আমার অপেক্ষা আরও বেশী জানেন। আমি সুরেন্দ্রনাথের হত্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি বটে—কিন্তু তাহার মৃতদেহ অপহরণ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

দত্ত। [ক্রোধভরে] তুমি জানিয়া-শুনিয়াও আমাকে এখন কোন রকমে সাহায্য করিতে চাও না—কি আশ্চর্য্য!

তাহার পর সদুঃখে পরিবর্ত্তিত স্বরে দত্ত সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা অমর, তোমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না—তুমি যাহা জান, গোপন রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়ো। তোমার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া দেখি, আমার নিজের ক্ষমতায় আমি কতদূর কি করিতে পারি।"

অমরেন্দ্রনাথ নীরবে রহিলেন।

দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রের প্রতি অভ্যন্তর-পর্য্যন্ত-অন্বেষণক্ষম সকোপদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন, "কোন্ লোক মৃতদেহ-অপহারক, এবং কে রহিমের অজ্ঞানকারী, তাহাদিগের নাম জানিবার জন্য কই তুমি ত আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে না? ইহার কারণ কি, অমর?"

অমর কহিলেন, "নাম জানিবার আবশ্যকতা নাই, আমি অনুভবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বটে! কে বল দেখি?"

অমর কহিলেন, "সেলিনার মাতা।"

দত্ত সাহেব চকিত হইয়া এক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। কহিলেন, "না, তোমার অনুমান ভুল। ইহাতে সেলিনার মাতার কোন হাত নাই।"

অমর কহিলেন, "আপনার মুখেই শুনিয়াছি, যে ঘরে মৃতদেহ ছিল, সে ঘরে সেলিনার মাতার একখানি বিষাক্ত রুমাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই আমি এইরূপ অনুমান করিয়াছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সে রুমাল সেলিনার মাতার হইলেও, তিনি নিজে এ সকল ঘটনার ভিতরে নাই। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেলিনা স্বীকার করিতেছে, সেই রাত্রে রুমালখানা সে ফেলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, সেলিনার সে কথা মিথ্যা।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেলিনা! মিথ্যা বলিয়াছে, অসম্ভব!"

দত্ত। অসম্ভব কিছুই নয়, সেলিনার মিথ্যা বলিবার কারণ আছে—সে কাহাকে ঢাকিবার জন্য—

অমর। [বাধা দিয়া] বুঝিয়াছি, তাহার মাতার জন্য সে মিথ্যা বলিয়াছে।

দত্ত সাহেব তাঁহার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুনরায় অমরেন্দ্রের চক্ষুর উপর স্থির রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেলিনার মাতার উপরে তোমার সন্দেহ বদ্ধমূল দেখিতেছি; তুমি তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দিতে পার?"

"কিছু না—কিছু না—আমার ধারণামাত্র।" বলিয়া অমরেন্দ্র দত্ত সাহেবের সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

মস্তকান্দোলন করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "ধারণামাত্র! এরূপ ধারণার কারণ?"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কারণ কিছুই নাই—প্রমাণও কিছুই নাই—আমার ধারণা অমূলক হইতে পারে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিভ্রাট—বৈষম্য

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তুমি আমার সহিত এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ব্যবহার করিয়া যতটা আনন্দ বোধ করিতেছ, আমার যে ঠিক সেইরূপ আনন্দ বোধ হইতেছে—এমন তুমি মনে করিয়ো না। তুমি জান, আমি জোর করিয়া তোমাকে সকল কথা বলাইতে পারি—সে ক্ষমতা আমার আছে।"

"জোর করিয়া!" কাতরকণ্ঠে অমর পুনরুক্তি করিলেন মাত্র। এবং সভয়ে দুই-এক পদ পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।

দত্ত সাহেব কহিতে লাগিলেন, "হাঁ জোর করিয়া! সে ক্ষমতা কি আমার নাই? জান, যখন তুমি এতটুকু, তখন হইতে আমি তোমাকে অপত্যস্নেহে পালন করিয়া আসিতেছি—আমারই চেষ্টায় এখন তুমি জ্ঞানবান্—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ হইয়া জগতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছ। ইহাতে কি তোমার উপরে আমার কোন অধিকার থাকিতে পারে না? এমন কি আমি তোমার মুখে একটা সত্য কথা শুনিবার প্রত্যাশা রাখিতে পারি না।" বলিয়া চুপ করিলেন।

অমরেন্দ্র ভূন্যস্তদৃষ্টি হইয়া অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন। নীরব, অনেক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। দত্ত সাহেবের কথা অনেকক্ষণ শেষ হইলেও, অমরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না। বোধ হইল, যেন সেই কথাগুলি এখনও মূর্ত্তির ন্যায় চীৎকার করিয়া তাঁহাকে

বেড়িয়া ঘুরিতেছে। অমর উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, উত্তেজিতভাবে সবেগে মাথা তুলিয়া কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, "আমি জানি, আমার যখন জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি হইয়াছে, তখন সে কথা আমাকে বুঝানো অনাবশ্যক। আমি জানি, আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। তথাপি আমি সে কথা কিছুতেই আপনার নিকটে প্রকাশ করিতে পারিব না,—" এই বলিয়া যুক্তকর হইলেন—"আপনাকে সে কথা বলিলে, আপনি নিশ্চয়ই প্রথমে আমার উপরেই দোষারোপ করিবেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "অমর, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

অমরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "আপনি বুঝিবেন কি—আমি নিজেকে নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ন্যায় হতভাগ্য মূর্খ এ জগতে আর কেহ নাই।"

কিছু উষ্ণ হইয়া দত্ত সাহেব বিরক্তস্বরে কহিলেন, "সে কথা নিশ্চয়ই, তুমি যদি তোমার ভাইএর হত্যাকারীকে জানিয়াও তুমি আমার কাছে সে কথা প্রকাশ করিতে অস্বীকার কর, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক তোমার আর কি মূর্খতা হইতে পারে? তুমি যাহা জান—এখনও স্বীকার কর। স্বীকার করিবে কি না—বল। এই আমি শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত হৃদয়ে অমরেন্দ্র কহিলেন, "কিছুতেই নয়, আমিও আপনাকে এই শেষ উত্তর দিলাম। যাহা জানি, তাহা বলিবার নহে—কিছুতেই আমি বলিতে পারিব না; আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার কথায় যদি আপনার সন্দেহ হয়, আপনি ডাক্তার বেণ্টউডকে জিজ্ঞাসা করিবেন।" বলিতে বলিতে নিদারুণ উদ্বেগে অমরের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দত্ত সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন, "তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিব? সে নিজে হত্যাকারী। তাহার দ্বারাই এই সকল কাণ্ড হইয়াছে?"

চকিত হইয়া অমরেন্দ্র কহিলেন, "কে আপনাকে বলিল, বেণ্টউড এই সকল ঘটনার মূল? কিরূপে আপনি জানিতে পারিলেন?"

দত্ত। সে কথা আমি এখন তোমাকে বলিতে পারি না। সে অনেক কথা। সে সেলিনার রূপে মুগ্ধ, দারুণ ঈর্ষাবশে সে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে।

অমর। দারুণ ঈর্ষাবশেও কি সে সুরেন্দ্রনাথের শবদেহ অপহরণ করিয়াছে?

দত্ত। না, সে কাজ জুলেখার দ্বারা হইয়াছে।

অমর। জুলেখা!

দত্ত। [দৃঢ়স্বরে] হাঁ, জুলেখা। আমি রহিমের মুখে এইমাত্র শুনিলাম, জুলেখা তাহাকে হতজ্ঞান করিয়াছিল। কোন্ অভিপ্রায়ে সে রহিমকে অজ্ঞান করিল? মৃতদেহ অপহরণ করিবার জন্য নহে কি? অবশ্যই মৃতদেহ-অপহরণে তাহার সেইরূপ একটা গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। সে অভিপ্রায় বেণ্টউডের হত্যাপরাধটা গোপন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অমর। বুঝিতে পারিলাম না।

দত্ত। তবে শোন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। বেণ্টউড আমাদের সেই বিষ-শুপ্তি চুরি করিয়াছিল, আর সেই বিষ-শুপ্তি দ্বারাই সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে; এরূপ স্থলে যখন সুরেন্দ্রনাথের সেই শব শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছে, তখন তোমার নিজের বুদ্ধিতে অবশ্যই আমার কথাটা বুঝিতে পারিবে।

অ। কিছুমাত্র না।

দত্ত। যদি সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহের শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষের কথা প্রকাশ পাইত; এবং সেই বিষ যে, বিষ-গুপ্তির বিষ, তাহাও পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইত। তাহা হইলে বিষ-গুপ্তির দ্বারাই যে সুরেন্দ্রনাথ খুন হইয়াছে, এ কথা তখন গোপন থাকিত না।

অ। তাহার পর?

দত্ত। [ক্রুদ্ধস্বরে] তাহার পর। তোমার মোটাবুদ্ধিতে এইটুকু আর বুঝিতে পারিতেছ না? পাছে পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় বিষ বাহির হইয়া রাসায়নিক-পরীক্ষার দ্বারা সমুদয় রহস্য প্রকাশ পায়, সেইজন্য জুলেখা বেণ্টউডের পরামর্শমতে মৃতদেহ অপহরণ করিয়াছে।

অ। বেণ্টউডের জন্য জুলেখা এত কষ্ট স্বীকার করিতে যাইবে কেন?

দত্ত। জুলেখা বেণ্টউডকে ভয় করে। সে ভয়ের কারণ কি, আমার অপেক্ষা তাহা তুমি বেশী জান। আমি তোমার নিকটেই তাহা এখন শুনিতে চাই।

অ। না, আমি সে কথা ঠিক বলিতে পারি না।

দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রের এরূপ অবাধ্যভাব দেখিয়া রাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। নিজেকে তখন সাম্‌লাইতে পারিলেন না। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "অমর, এখনও সাবধান হইয়া চল। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি—আর পারিব না। তোমার এই সকল আচরণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মনের ভিতর একটা ভয়ানক গূঢ় অভি-সন্ধি আছে। জান তুমি, সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া তাহার যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান এবং সেইজন্য আমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা এখন তোমার একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য? কিন্তু তুমি কোন বিষয়ে কোন

রকমে আমাকে তিলমাত্র সাহায্য করিতে একান্ত নারাজ। তোমার এরূপ মতিগতি আদৌ ভাল নহে। এখনও যদি তোমার এইরূপ জঘন্য মতি-গতির পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিয়ো, আমি তোমার মুখদর্শন করিব না। একবার তুমি আমার মন হইতে গেলে, সেখানে কিছুতেই আর স্থান পাইবে না।”

অমর ইহার কি উত্তর করেন, শুনিবার জন্য দত্ত সাহেব ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অমরেন্দ্র একতিল নড়িলেন না, অমরেন্দ্র একটি কথাও কহিলেন না—অমরেন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সেইরূপ ম্রিয়মাণভাবে, অধোবদনে নতনেত্রে অমরেন্দ্র নীরবে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মুহ্যমান অমরেন্দ্রের সেইভাবে দত্ত সাহেবের রাগ দুঃখে পরিণত হইল। তিনি আর তথায় দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না। দ্রুতপদে বাটীর ভিতরে চলিলেন।

যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, অমরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চহিয়া রহিলেন; এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে আপন মনে কহিলেন, যদি আমি এখন আপনার নিকটে সত্যকথা প্রকাশ করিতাম, তাঁহা হইলে আপনি আমায় কি বলিতেন? আপনি এখন আমার উপরে যেমন দোষারোপ করিয়া তিরস্কার করিতেছেন, তখনও তাহাই করিতেন। তবে বলিয়া লাভ কি?” পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিতে করিতে অমরেন্দ্রনাথ অপরদিকে চলিয়া গেলেন।



"আমি তোমার মুখদর্শন করিব না।"

[জীবন্মৃত রহস্য—১৮৮ পৃষ্ঠা

I. V. P. S.—CALCUTTA.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দত্ত সাহেব স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ

অমরেন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব আচরণে দত্ত সাহেবের মন যথেষ্ট ব্যথিত এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তিনি সরলভাবে অমরকে খুব সরল বোধ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখনকার অমরের এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে সে ভাব আর স্থান পাইল না। দত্ত সাহেব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অমরেন্দ্র এই হত্যাকাণ্ডের অবশ্যই কিছু-না-কিছু অবগত আছে; কিন্তু কেন সে কিছুতেই সে কথা প্রকাশ করিতে চাহে না? এমন কি আমার কাছেও প্রাণপণে গোপন করি-তেছে। অমরও কি পিশাচ বেণ্টউডের ষড়্‌যন্ত্রপূর্ণ ফাঁদে পা দিয়াছে? কে জানে!" ভাবিয়া ভাবিয়া দত্ত সাহেব তাঁহার এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর ঠিক করিতে পারিলেন না। পরিশেষে চিন্তাবসন্ন বিরক্ত-চিত্তে ও সকল চিন্তা মন হইতে অনেক কষ্টে দূরীকৃত করিলেন। রহিমের কাহিনীতে যদি এই সকল রহস্যান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ঘটনার কোন অংশ কিছু পরিষ্কার হয়, এইরূপ আশা করিয়া দত্ত সাহেব সাগ্রহপাদবিক্ষেপে রহিমের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রহিমের মোহ অপনীত হইয়াছে; এবং দীর্ঘকাল নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রাভোগে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছে। গোফুরের মা শয্যার একপার্শ্বে বসিয়াছিল। দত্ত সাহেবের ইঙ্গিতে সে সত্বর উঠিয়া গেল। দত্ত সাহেব রহিমকে নির্জ্জনে পাইয়া অবিলম্বে একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "রহিম, বোধ করি, আগেকার অপেক্ষা এখন অনেক সুস্থ আছ?"

"আগেকার চেয়ে অনেক ভাল।"

"কথা কহিতে কষ্ট হইবে না?"

"না হুজুর, এখন আমি এক-আধ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে বেশ কথা কহিতে পারিব।"

"আধঘণ্টা হইলেই যথেষ্ট হইবে। আমি কতকগুলি কথা তোমার কাছে জানিতে আসিয়াছি। সেদিনকার রাত্রে প্রথম হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, বল দেখি?"

"সেই জুলেখার কথা?"

"হাঁ, সেই জুলেখার কথা।"

রহিম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিল। কষ্ট করিয়া পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "সেই রাত্রে আমাকে মৃতদেহের পাহারায় বসাইয়া আপনি চলিয়া গেলে, আমি একখানা চৌকী লইয়া বিছানার কাছে গিয়া বসিলাম। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপরে একটা বাতি জ্বলিতেছিল, আমি সেই বাতিটা হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, জানালাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ আছে।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বেশ মনে পড়ে?"

রহিম বলিল, "হাঁ হুজুর, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। সকল জানালার লোহার ছিট্‌কিনী দেওয়া ছিল। দরজা কেবল চাপা ছিল। আপনি আবার যদি ফিরিয়া আসেন মনে করিয়া দরজা আমি ভিতর হইতে বন্ধ করি নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "না, আমি আর ফিরিয়া আসি নাই; অমর শয়ন করিতে চলিয়া গেলে, আমি লাইব্রেরী ঘরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বিশেষতঃ আমি তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করি।"

রহিম বলিল, "হুজুর, তাহা আমি জানি, আমিও যতদূর সাধ্য আপনার সে বিশ্বাস রাখিয়া চলি। কিন্তু সে রাত্রে আমার কোন দোষ নাই। জুলেখা আসিয়া আমাকে মুস্কিলে ফেলিল ; আমি তার কোন মন্দ করিনি, তবু যে কেন সে আমাকে এমন করিল, কি জানি, হুজুর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লাসচুরি সম্বন্ধে

রহিমের মুখের উপরে নিজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অবিচল রাখিয়া দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, কি একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে, জান ?"

রহিম বলিল, "না হুজুর, আমি কিছুই জানি না।"

দত্ত। গফুরের মা কিছু বলে নাই ?

রহিম। কিছু বলে নাই, হুজুর।

দত্ত সাহেব বুঝিলেন, রহিম যাহা বলিতেছে, তাহাতে অবিশ্বাসের কিছুই নাই। কহিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের লাস চুরি গিয়াছে।"

রহি। [সবিস্ময়ে] লাস চুরি ! সে কি, লাস কেন চুরি যাইবে ?

দত্ত। সে কথা কে বলিবে? শেষরাত্রে আমরা তোমার ঘরে গিয়া দেখি, লাস নাই; জানালা খোলা আছে, আর তুমি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছ।

রহি। [চিন্তিতভাবে] জানালা কি খোলা ছিল, হুজুর? তাহা হইলে ভিতর দিক্ হইতে কেহ খুলিয়া থাকিবে।

দত্ত। জুলেখা খুলিয়া থাকিবে।

রহি। ঠিক হইয়াছে হুজুর, সেই জুলেখাই তবে এই লাস চুরি করিয়াছে।

দত্ত। কেমন করিয়া সে ঘরের ভিতরে আসিল?

রহি। সে খাটের নীচে লুকাইয়াছিল, হুজুর।

দত্ত। [সাগ্রহে] খাটের নীচে! তুমি নিশ্চয় জান?

রহি। হাঁ হুজুর, আমার কথা ঠিক। সে খাটের নীচে লুকাইয়াছিল। আমি দরজার দিকে মুখ করিয়া ঠিক খাটের পাশে বসিয়াছিলাম। চারিদিক্কার জানালা বন্ধ ছিল, আর কোন দিক্ দিয়ে আসিবার উপায় ছিল না। যদি সে দরজা দিয়া আসিত, আমি সেইদিকে মুখ ফিরিয়া বসিয়াছিলাম, তখনই তাহাকে দেখিতে পাইতাম। কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ পিছন দিক্ দিয়া সে একবার দুই হাতে জড়াইয়া আমার গলাটা খুব জোরে টিপিয়া ধরিল।

দত্ত। পিছন দিক হইতে?

রহি। হাঁ হুজুর! একটু তন্দ্রা আসিলেও তখন আমার বেশ হুঁস ছিল। আপনি যখন উঠিয়া যান, তখন আমি বেশ জাগিয়াছিলাম। তাহার পর কি যেন একটা গন্ধে আমার একটু একটু ঘুমের ঝোঁক আসিতে লাগিল। এমন সময়ে আমার পিছন দিকে একটা শব্দও হইল, কিন্তু আমার মাথাটা তখন কেমন ভারি হইয়া উঠিয়াছিল;

ইচ্ছা থাকিলেও, আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পারিলাম না। এমন সময়ে জুলেখার সেই কালো কালো হাত দুখানা যেন একবার দেখিতে পাইলাম, তৎক্ষণাৎ পিছনদিক্ হইতে সে একহাতে আমার গলাটা জোর করিয়া আঁক্‌ড়াইয়া ধরিল, আর একহাতে একখানা রুমাল আমার মুখের উপরে চাপিয়া ধরিল।

দত্ত। [আপনমনে] বটে, সেলিনা যে আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছে, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। [রহিমের প্রতি উচ্চকণ্ঠে] তার পর, রহিম, তখন তুমি চীৎকার করিয়া উঠিলে না কেন?

রহি। চীৎকার করিব কি, হুজুর, আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; সকলই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল; তবুও আমি জোর করিতে লাগিলাম। সে ধাক্কা দিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল, খাটের কোণ লাগিয়া মাথায় খুব আঘাত লাগিল।

দত্ত। তাহার পর আর কিছু মনে পড়ে না?

রহি। না হুজুর, এ সকল কি কাণ্ড, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জুলেখা যে কিরূপে ঘরের ভিতরে লুকাইয়াছিল, আমি এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি।

দত্ত। আমারও তাহা জানা দরকার। কি বল দেখি?

রহি। বোধ হয়, আপনার মনে আছে, সেদিন জুলেখা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল।

দত্ত। হাঁ, তার মনিবের সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। তাহাতে কি হইয়াছে?

রহি। সেদিন সে আপনার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু একেবারে আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া যায় নাই।

দত্ত। কিরূপে তুমি জানিলে?

রহি। ঠিক বলিতেছি, হুজুর। আমার সঙ্গে যখন সে বাড়ীর বাহিরে আসিতেছিল, সেই সময়ে ডাক্তার সাহেব আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন; তাহার সহিত তিনি কি একটা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি নিজের কাজে চলিয়া গেলাম। আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে ঘরে লাস ছিল, সেই ঘরে ডাক্তার সাহেব খাটের নীচে জুলেখাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চিন্তা ও উদ্বেগ

মনিবের সহিত দীর্ঘকাল কথোপকথনে রহিম আবার বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল; এবং জোরে জোরে তাহার নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। যাহা কিছু শুনিবার শোনা হইয়াছে; সুতরাং দত্ত সাহেব রহিমকে কথা কহিতে মানা করিয়া, এবং গফুরের মাকে ডাকিয়া দিয়া রোগী-কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রহিমের কাহিনীতে দত্ত সাহেব সর্ব্বতোভাবে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলেন যে, কয়েকদিন ধরিয়া যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, সমুদয় বেণ্টউডেরই কাজ। বেণ্টউডের কৌশলে জুলেখা খাটের নীচে লুকাইয়া ছিল, তাহারই উপদেশ মত সে যথাসময়ে রহিমকে অজ্ঞান করিয়া বাহিরের দিক্‌কার সেই জানালা খুলিয়া দিয়াছিল। উন্মুক্ত জানালা দিয়া বেণ্টউড ঘরের ভিতরে আসিয়াছিল, এবং তাহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া সেই জানালা দিয়া সহজে লাস বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু লাস

বাহির করিয়া লইয়া যাইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের সদুত্তর স্থির করা দত্ত সাহেবের পক্ষে দুর্ঘট হইল।

জুলেখার নিকটে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া দত্ত সাহেব তাহার সহিত একবার দেখা করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, তাহার নিকটে যদি সহজে এ প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে জেলে পাঠাইবার ভয় দেখাইয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কে বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছে, কে হত্যাকারী, কে মৃত দেহ-অপহারক এবং এই সকল ষড়্‌যন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম, যেরূপে হউক তাহার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। সন্দেহ নাই, এই তিন অপরাধেই বেণ্টউড অপরাধী। জুলেখার জোবানবন্দীতে এখন তাহা সাব্যস্ত হইলে বেণ্টউডকে সহজে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা যাইবে।

সেদিন অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং দত্ত সাহেব পরদিন প্রাতে জুলেখার সহিত দেখা করিবেন, স্থির করিলেন। রাত্রে আহারাদির পর নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া শয্যায় পড়িয়া দত্ত সাহেব নিবিষ্ট-মনে এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "আজ যতদূর করিবার, তাহা করিয়াছি; বেণ্টউড যে এই সকল কাণ্ড করিয়াছে, সে বিষয়ে সবিশেষ নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছি। কাল নিশ্চয়ই তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিব। যদি জুলেখা সহজে সত্যকথা বলিতে না চাহে, তাহা হইলে তাহাকেও জেলে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইব না।"

এইরূপে দত্ত সাহেব বর্ত্তমান চিন্তার একটা মীমাংসা করিয়া শান্তি-লাভের চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা মাত্র, কিছুতেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তখন আবার অমরেন্দ্রের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—অমরেন্দ্রনাথের সেই দিনের সেই অবাধ্যতা, সেই অসদাচরণ এবং সেই

বিসদৃশ-ব্যবহার নির্জ্জন রাত্রে ভীষণভাব ধারণ করিয়া দত্ত সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যেন কশাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রের কথা যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি দত্ত সাহেবের রাগ আরও প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, এবং শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, যতদিন না এই সকল ভীষণ দুর্ঘটনামূলক রহস্যের উদ্ভেদ হইতেছে, তত-দিন মনে শান্তি এবং চিন্তা-রাক্ষসীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা একান্ত দুর্ঘট।

কল্য প্রাতে উঠিয়া যে কাজগুলি দত্ত সাহেবকে আগে শেষ করিতে হইবে, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহারই একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন; একবার জুলেখার সহিত দেখা করিয়া, যেরূপে হউক তাহার মুখ দিয়া ভিতরকার সমুদয় কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে। এদিকে ডাক্তার বেণ্টউড ও ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আশা-তুল্লাকে প্রেরণ করিতে হইবে। তাঁহারা আসিলে সংগৃহীত প্রমাণ-প্রয়োগ গঙ্গারামের দ্বারা বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করাইতে হইবে। তখন পুলিসের চেষ্টায় এবং বিচারকালীন জোবানবন্দীতে কোন্ অভিপ্রায়ে বেণ্টউডের এই সকল ষড়্‌যন্ত্র এবং তাহার ভিতরের কথা সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এইরূপে সোজা পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়া দত্ত সাহেব রাত্রের অবশিষ্টাংশের কিয়দংশ নিদ্রাবিষ্ট ও কিয়দংশ স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া এবং জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন।

দত্ত সাহেব যখন শয্যা ত্যাগ করিলেন, তখন পূর্ব্বাকাশে প্রভাতোদয় হইয়াছে। নবীন সূর্য্যের রক্তরশ্মিতে চারিদিক্ ঝল্ ঝল্ করিতেছে। এবং চারিপ্রান্ত হইতে অশ্রান্ত কলরব উঠিয়া সুষুপ্ত বিশ্বজগৎকে দ্রুত জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। দেবদারুগাছের শাখা-প্রশাখা দোলাইয়া, সরসীবক্ষ উর্ম্মিচঞ্চল করিয়া স্নিগ্ধস্পর্শ প্রভাতবায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাত

মুখ ধুইয়া দত্ত সাহেব পত্র লিখিতে বসিলেন; একখানিতে বিশেষ কাজ আছে বলিয়া গঙ্গারামকে সত্বর আসিতে লিখিলেন; অপরখানিতে রুগ্ন রহিমবক্সকে দেখিবার অজুহত দেখাইয়া ডাক্তার বেণ্টউডকে আসিতে লিখিলেন; তখনই পত্র দুইখানি আশানুল্লার হাতে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আশানুল্লা দত্ত সাহেবের অনুগ্রহলাভের জন্য সচেষ্ট ছিল; একটু খঞ্জ হইলেও দত্ত সাহেবের আদেশ পালন করিতে খুব সোৎসাহ-পাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

ডাক্তার বেণ্টউডের জন্য দত্ত সাহেব এইরূপ একটা ফাঁস প্রস্তুত রাখিয়া স্বয়ং জুলেখার সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রহস্য গভীর হইল

সেলিনাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দত্ত সাহেব প্রথমেই জুলেখার দেখা পাইলেন; প্রথমে তাহার কাছে নিজের মনোভাবের কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাহার সহিত দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া বসিলেন; এবং সেলিনার মাতাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। জুলেখা মিসেস্ মার্শনকে ডাকিয়া আনিতে গেল। দত্ত সাহেব কিরূপভাবে কথাটা প্রথমে তুলিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে জুলেখা পুনরায় একাকী ফিরিয়া আসিল; এবং তাহার মনিব শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল।

দত্ত সাহেব বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "দাঁড়াও, এখন গেলে চলিবে না—বিশেষ একটা কথা আছে।"

জুলেখা ফিরিয়া দাঁড়াইল। একবার অত্যন্ত ভীতভাবে দত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর বলিল, "আমার সঙ্গে হুজুরের এমন কি বিশেষ কথা আছে?"

দত্ত। চালেনা-দেশমের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

জু। আমি যা' জানি, তা' বেবাক্ হুজুরকে একদিন বলিয়াছি।

দত্ত। বেবাক্ এখনও হয় নাই—কিছু কিছু ফাঁক গিয়াছে। ডাক্তার বেণ্টউডের জন্য চালেনা-দেশমের নূতন বিষ তৈয়ারি, সেই বিষ রুমালে

লাগাইয়া, বিছানার নীচে লুকাইয়া থাকা, রহিমবক্সকে অজ্ঞান করা, তোমার এই সব কথাগুলা কে বলিবে ?”

কথাগুলা শুনিয়া ভয়ে জুলেখার চোখ দুটা কপালে উঠিয়া গেল। জুলেখা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, দত্ত সাহেব এ সকল কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন। সহসা জুলেখা কোন কথা কহিতে পারিল না। অনতিবিলম্বে কিছু প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল। তখন কিছু সাহস-সঞ্চয়পূর্ব্বক দত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একবার সশব্দে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উঠিল।

জুলেখার সেই উচ্চহাস্যে দত্ত সাহেব অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “শুধু ইহাই নহে, তাহার পর বাহিরের দিক্‌কার জানালা খুলিয়া বেণ্টউডকে ঘরের ভিতরে আসিতে দিয়াছিলে; এবং দুইজনে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথের লাস চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছ।”

“লাস—চুরী—সুরেন্দ্রনাথের—”জড়িতকণ্ঠে বলিতে বলিতে জুলেখা সভয়বিস্ময়ে দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া গেল।

পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর আরও উচ্চ করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, “হাঁ সুরেন্দ্রনাথের লাস, বেণ্টউড আর তুমি দুজনে মিলিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ। জুলেখা, এখন আর অস্বীকার করিলে চলিবে না—তাহাতে কোন ফল নাই; আমি তোমার মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিতেছি।” বলিয়া দত্ত সাহেব স্থির তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জুলেখার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দত্ত সাহেবের কথায় জুলেখার আপাদমস্তক ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রাগে কি ভয়ে জুলেখার সর্ব্বাঙ্গে সে কম্প সমুপস্থিত, দত্ত সাহেব তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বারান্দার পার্শ্ববর্ত্তী একটা গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া, মিসেস্ মার্শন স্তম্ভিতভাবে

দ্বারসমীপাগত হইয়া দাঁড়াইলেন। জুলেখা তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া চীৎকারে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মিসেস্ মার্শন জুলেখার এরূপ ব্যাকুলভাবে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জুলেখা, কি হইয়াছে? এমন করিয়া তুই কাঁদিতেছিস্ কেন?"

জুলেখার ক্রন্দনের বিরাম নাই—সে সুর আরও চড়াইয়া দিল।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আগে উহাকে চুপ করিতে বলুন, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে—সকলই আমি বলিতেছি।"

শব্দায়মানা জুলেখাকে নিরস্ত করিবার জন্য সান্ত্বনার স্বরে মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "জুলেখা, চুপ কর্, উঠিয়া দাঁড়া; কি হইয়াছে যে এমন করিতেছিস্?" জুলেখাকে হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

উঠিতে উঠিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে জুলেখা বলিতে লাগিল, "আমি কি ঝুট্‌বাত বলিয়াছি? আমি আর কিছুই জানি না; হুজুর সাহেব আজ আমাকে ঝুট্-মুট্—"

দত্ত সাহেব জুলেখাকে আর বেশী বলিতে দিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার গলাটা ধরিয়া এমন সবেগে সঞ্চালন করিয়া দিলেন যে, সে একেবারে চুপ। জুলেখা একবার কাতর নেত্রে সেলিনার মাতার মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করিল। বলিতে পারি না, হঠাৎ কোন্ কারণে মিসেস্ মার্শনের মুখ চোখ সহসা বিবর্ণভাব ধারণ করিল। বিবর্ণমুখে একখানি চেয়ার টানিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

জুলেখা ও মিসেস্ মার্শনের সহসা এইরূপ ভাবান্তরে দত্ত সাহেবের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আপাততঃ তিনি মিসেস্ মার্শনের

রুমালাদি সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গের কোন উত্থাপন না করিয়া জুলেখার সম্বন্ধে সমুদয় কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন।

জুলেখা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিয়া যাইতে লাগিল; সে আর চীৎকার করিয়া উঠিল না, অথবা সে দত্ত সাহেবের বাচ্যমান কোন কথার প্রতিবাদের চেষ্টা করিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

জুলেখা—বিভ্রাটে

স্থিরচিত্তে সমুদয় শুনিয়া সেলিনার মাতা একবার দীননেত্রে জুলেখার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর দত্ত সাহেবের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কেমন করিয়া হইবে? আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে অসম্ভব!"

একান্ত উত্তেজিতভাবে দত্ত সাহেব উঠিতে উঠিতে—বসিয়া বলিলেন, "কিসে অসম্ভব। আপনার জুলেখাতে সকলই সম্ভব। আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। জুলেখাকে বড় সহজ মনে করিবেন না। বিষাক্ত রুমালের দ্বারা জুলেখা যে, রহিমকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহা আপনি রহিমের মুখে স্পষ্ট শুনিলে তখন আর অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।"

সেলিনার মাতা জুলেখার দিকে ফিরিয়া ক্রোধকম্পিত উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জুলেখা, এ সকল কি সত্য? ঠিক করিয়া বল্।"

জুলেখা একবার মুখ তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। কি উত্তর করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ নতমুখে রহিল।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "জুলেখা আর বলিবে কি, সকল কথাই এখন প্রকাশ পাইয়াছে—জুলেখাই আমাদের সুরেন্দ্রনাথের হত্যার একমাত্র কারণ।"

জুলেখা রুক্ষস্বরে কহিল, "না—না—আমি কেন সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিব?"

দত্ত সাহেব মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "চালেনা-দেশমের জন্য কে নূতন বিষ তৈয়ারি করিয়াছিল?"

জুলেখা বলিল, "তা' আমি কি জানি, আমি চালেনা-দেশম দেখি নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এইখানে—এই বাড়ীর গেটের ধারে চালেনা-দেশম পাওয়া গিয়াছে।"

জুলেখা কহিল, "তা' হবে, কিন্তু আমি আপনার চালেনা-দেশম দেখি নাই।"

দত্ত সাহেব ক্রোধভরে কহিলেন, "চালেনা-দেশমে যে নূতন বিষ দেখিলাম, তা' তুমি ছাড়া এখানকার আর কেহই তৈয়ারি করিতে জানে না। তবে সে বিষ কে তৈয়ারি করিল?"

জুলেখা কহিল, "তা' আমি কি করিয়া বলিব? আমি ইহার কিছুই জানি না।"

মিসেস্ মার্শন দত্ত সাহেবকে কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি এখন জুলেখাকেই সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারিণী বলিয়া স্থির করিতেছেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এক রকম তাহাই বটে। জুলেখা নিজের হাতে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করে নাই। সর্ব্বতোভাবে হত্যাকারীর সাহায্য করিয়াছে। জুলেখার সহায়তায় হত্যাকারী সহজে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়া আত্মগোপন করিতে পারিয়াছে।"

মিসেস্ মার্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে হত্যাকারী? আপনি তাহাকে জানেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "খুব জানি, হত্যাকারী নিজে ডাক্তার বেণ্টউড।"

একটা আশ্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "বলেন কি! ডাক্তার বেণ্টউড হত্যাকারী! তিনি কেন সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিতে গেলেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কারণ আছে। আপনার কন্যা সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগিণী। ডাক্তার বেণ্টউডের একান্ত ইচ্ছা, সেলিনাকে বিবাহ করে; কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূরণের প্রধান অন্তরায় সুরেন্দ্রনাথ, তাই সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে।"

মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "ইহা কি কখনও সম্ভব? এইজন্য তিনি খুন করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য্য!"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। যাহাই হোক, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, জুলেখার তৈয়ারি বিষে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে। জুলেখাই সেই বিষে রহিমকে অজ্ঞান করিয়া বেণ্টউডকে বাঁচাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে।"

মিসেস্ মার্শন দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জুলেখা, এ সকল কি সত্য?"

জুলেখা কহিল, "হাঁ, পয়গম্বর সাহেব আমাকে যেরূপ হুকুম করিয়াছিলেন, তাহাই আমি করিয়াছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "পয়গম্বর সাহেব আবার কে? ডাক্তার বেণ্টউড নাকি?"

জুলেখা। হাঁ, তিনিই।

দত্ত। তোর পয়গম্বর সাহেবের মৎলবে তুই সুরেন্দ্রনাথের লাস চুরী করিয়াছিস?

জু। হাঁ।

দত্ত। সে লাসে তোর পয়গম্বর সাহেবের কি দরকার?

জু। সে কথা পয়গম্বর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

দত্ত। তোর পয়গম্বর সাহেব সে লাস এখন কোথায় রাখিয়াছে?

জু। আমি জানি না, পয়গম্বর সাহেব জানেন।

দত্ত। আইনের মুখে পড়িলে সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।

দশম পরিচ্ছেদ

রহস্য গভীর হইল

মিসেস্ মার্শন সভয়ে কহিলেন, "আপনি আইনের কথা কি বলিতেছেন? আপনি মামলা-মোকদ্দমা করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হাঁ, শীঘ্রই আমি ডাক্তার বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করাইব, স্থির করিয়াছি।"

চমকিত হইয়া সেলিনার মাতা কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কেন—ডাক্তার বেণ্টউডকে কেন?"

দত্ত সাহেব রুষ্টভাবে কহিলেন, "কেন? বেণ্টউডই বিষ-গুপ্তি চুরী করিয়াছিল, সেই বিষ-গুপ্তির সাহায্যে সে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে, তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের লাস অপহরণ করিয়াছে।"

নিতান্ত হতাশভাবে মিসেস্ মার্শন চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণীকৃত হইয়া গেল। তিনি সভয়ে চক্ষু মুদিত করিলেন।

সহসা মিসেস্ মার্শনের এরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যে জুলেখা তাঁহার সুতরল কৃষ্ণহাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বারত্রয় বলিল, "টম্বরু—টম্বরু—টম্বরু।"

দত্ত সাহেব অবিচলিতস্বরে জুলেখাকে কহিলেন, "টম্বরু হইতে তোর পয়গম্বর সাহেবের কোন উপকার হইবে না। আমাদের এ দেশে টম্বরু কাঁউরূপীর কোন বুজরুকী কিছুমাত্র খাটিবে না। দেখি, এবার তোকে কোন্ টম্বরু রক্ষা করে!"

সভয়ে মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "আপনি কি আমাদের জুলেখাকেও পুলিসের হাতে দিবেন?"।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "নিশ্চয়ই।"

মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "কেন? জুলেখা ত সুরেন্দ্রনাথকে খুন করে নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "না করিলেও খুনীর সহায়তা করিয়াছে। জুলেখা নিজ মুখে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।"

"কি ভয়ানক! সকল দিকেই সর্ব্বনাশ বাঁধিয়া গেল," বলিয়া একান্ত কাতরভাবে মিসেস্ মার্শন এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কেবল জুলেখার জন্যই কি আপনি এত কাতর হইতেছেন?"

"না," বলিয়া মিসেস্ মার্শন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, জুলেখার ইঙ্গিতে সহসা তিনি নিরস্ত হইলেন।

তৎক্ষণাৎ সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া জুলেখা দত্ত সাহেবকে কহিল, "হাঁ, কেবল জুলেখার জন্য। জুলেখার কেহ কিছু করিতে পারিবে না। পয়গম্বর সাহেব জুলেখাকে রক্ষা করিবেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তোর পয়গম্বর সাহেব আগে নিজেকে রক্ষা করুক—তার পর অপরকে রক্ষা করিবে।" মিসেস্ মারশনের প্রতি "আমি যেজন্য আসিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে। আপাততঃ আমি উঠিলাম," বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাতরস্বরে মিসেস্ মার্‌শন কহিলেন, "আপনি কি আমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন ?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আপনি এমন কথা বলিতেছেন কেন ? সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীকে আমি সমুচিত প্রতিফল দিতে মনস্থ করিয়াছি মাত্র।"

তাহার পর দত্ত সাহেব দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

* * * * * * *

যখন দত্ত সাহেব বারান্দা অতিক্রম করিয়া সোপানাবতরণ করিতেছেন, তখন সোপানের পার্শ্ববর্ত্তী একটা কক্ষের দ্বারদেশ হইতে ব্যগ্রকণ্ঠে কে কহিল, "চলুন—এখানে না, আপনার সহিত অনেক কথা আছে। আপনাদিগের যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি অন্তরালে থাকিয়া সমুদয় শুনিয়াছি।"

দত্ত সাহেব পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, সে সেলিনা। সেলিনা তাঁহার অনুসরণোন্মুখী।

দত্ত সাহেব বলিলেন, "তোমার সহিত কথা কহিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একদিন তুমি সেই রুমাল সম্বন্ধে আমাকে অনেক মিথ্যাকথা বলিয়াছ।"

সেলিনা মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ, আমি মিথ্যাকথা বলিয়াছি ; তা' ছাড়া তখন আর কোন উপায় দেখি নাই। কাহাকে ঢাকিবার জন্য আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছিল।"

"ডাক্তার বেণ্টউডকে ?"

"না, তিনি কেন ?"

"তবে কে ?"

"যিনি বিষ-গুপ্তি অপহরণ করিয়াছিলেন।"

"দেখিতেছি, তুমি তবে সকল খবর রাখ। কে সে—ডাক্তার বেণ্টউড ?"

"না—না—তিনি না—তিনি—"

"তবে কে ?—জুলেখা ?"

"না, জুলেখাও নয়—আমার মা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রহস্য—গভীরতর

বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দত্ত সাহেব সেলিনার নিকট হইতে অনেকটা সরিয়া দাঁড়াইলেন। কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সন্দিগ্ধচিত্তে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "তোমার মা! তিনি বিষ-গুপ্তি লইয়াছিলেন?"

সেলিনা কহিল, "হাঁ, তিনি কেবল আপনার অজ্ঞাতে বিষ-গুপ্তি গ্রহণ করেন নাই; যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেরও অজ্ঞাতে করিয়াছেন।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "তুমি একি অসম্ভব কথা বলিতেছ? এমন কি কখন হইতে পারে? কেবল আমি কেন, কেহই ইহা বিশ্বাস করিবে না।"

সেলিনা কহিল, "আপনি এত শীঘ্র অবিশ্বাস করিবেন না; কথাটা আগে আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে দিন্। আমি যাহা জানি, সমুদয় আপনাকে বলিতেছি। পূর্ব্বে আমার মার নাম গোপন করিবার জন্য আমাকে আপনার নিকটে মিথ্যা বলিতে হইয়াছিল। আপনি এখন প্রকৃত দোষী ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, আর আমার সত্য গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমি যাহা জানি, আজ সমস্ত আপনাকে সত্য বলিব। চলুন—নীচে চলুন, এখানে কোন কথা হইবে না, মা কিংবা জুলেখা এখনই এদিকে আসিতে পারে; জুলেখাকে আমার বড় ভয়—সে ডাকিনী সব করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে সেলিনা তাড়াতাড়ি দত্ত সাহেবকে অতিক্রম করিয়া সোপানশ্রেণী হইতে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। দত্ত সাহেব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিলেন। উভয়ে নিম্নতলস্থ কোন একটি সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত কক্ষে গিয়া বসিলেন।

সেলিনা কহিল, "আমার মা কেন এত বড় গর্হিত কাজ করিলেন, তাহার কারণ প্রকাশ পাইলে, আপনি আমার মাকে আর দোষ দিতে পারিবেন না। জুলেখা তাহার ফাঁদে কেবল আমার মাকে কেন—আমাকেও এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, সহজে মুক্তির আশা নাই। জুলেখা হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আজ এক বৎসর জুলেখা কেবল আমাদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। এখন আমার মুখে সকল কথা শুনিলে আপনি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, আমাদের কোন অপরাধ নাই। ডাক্তার বেণ্টউড ও জুলেখা এই সকল দুর্ঘটনার নিয়ন্তা।"

দত্ত। বেণ্টউড ও জুলেখা, উভয়ে মিলিয়া কি সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে?

সেলি। হাঁ, নিশ্চয়ই।

দত্ত। তাহারাই লাস চুরি করিয়াছে?

সে। নিঃসন্দেহ।

দত্ত। তবে তুমি এই সকল কথা পূর্ব্বে আমাকে বল নাই কেন?

সে। আমি তখন ইহা নিজে ঠিক করিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই—পারিলেও বোধ হয় বলিতে পারিতাম না। জুলেখা আমাকে শাসন করিয়া বলিয়াছিল, যদি আমার মুখ হইতে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ পায়, সে আমার মাকে হত্যাপরাধে ফেলিবে।

দত্ত। [চিন্তিতভাবে] বুঝিয়াছি। এখন আমি তাহাদের মনের অভিপ্রায় অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। জুলেখার ইচ্ছা, ডাক্তার বেণ্ট-উডের সহিত তোমার বিবাহ হয়।

সে। আমার মার তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহাতে তিনি সহজে বেণ্টউডের হাতে আমাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন, সেইজন্য তাঁহার উপর দিয়া বেণ্টউড ও জুলেখা দু'জনে মিলিয়া ভিতরে ভিতরে এই সকল কাণ্ড করিতেছে।

দত্ত। বলিতে পার, জুলেখা কেন বেণ্টউডকে এত ভয় করে?

সে। জুলেখা ডাক্তার বেণ্টউডকে ভয় করে না, বেণ্টউডের কাছে টম্বরু নামে একটুক্‌রা পাথর আছে, সেটাকেই জুলেখার যত ভয়।

দত্ত সাহেব আবার বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কহিলেন, "টম্বরু! হাঁ, জুলেখার মুখে টম্বরুর নাম শুনিয়াছি বটে। সে জিনিষটা কি?"

সেলিনা বলিতে লাগিল, "বাদামের মত ছোট একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর। বাদামের মত ছোট—কিন্তু দেখিতে ঠিক বাদামের মত নহে; সে রকম অস্বাভাবিক আকারের প্রস্তরখণ্ড বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোটনাগপুরের খাড়িয়ারা সেই প্রস্তরখণ্ডকে টম্বরু বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, সেই টম্বরুতে প্রেতযোনী বাস করে। যাহার কাছে সেই টম্বরু পাথর থাকে, কেহ তার কোন শত্রুতাচরণ করিতে পারে না। যদি কেহ করে, টম্বরুর সাহায্যে সহজে সে শত্রুকে নিপাত করা যায়। এই পাথরের উপরে তাহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি কতদূর অবিচল ও দৃঢ়, তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। এমন কি এই টম্বরুকে দেখিতে, পূজার্চ্চনা করিতে তাহারা অনাহারে বিশক্রোশ পথ ছুটিয়া যায়। উহা হস্তগত করিবার জন্য তাহারা এক-একটা নগর জ্বালাইয়া দিতে এবং শতসহস্রের জীবন নষ্ট করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়

না। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কোন একজন ফকির তাহাদের অজ্ঞাতে ছোটনাগপুর হইতে ঐ টম্বরু পাথর লইয়া বোম্বে পলাইয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে ডাক্তার বেণ্টউড ও একবার বোম্বে গিয়াছিলেন। এবং টম্বরু পাথরখানি তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমি জুলেখার মুখে শুনিয়াছি যে, জুলেখার মারও ঐরূপ আর একটা টম্বরু পাথর ছিল। কিন্তু সে কোথায় সেটা রাখিয়াছিল, ভ্রমক্রমে সে কথা মৃত্যু-পূর্ব্বে কাহারও নিকটে প্রকাশ করিয়া যায় নাই। জুলেখার মত জুলেখার মাও অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানিত, এবং এইরূপ ভূত-প্রেত সাধনা করিয়া বেড়াইত। তাহার মেয়ে এখন ঠিক তাহারই মত হইয়াছে। মার মৃত্যুর পর যতদিন জুলেখা আসামে ছিল, সেই টম্বরু পাথরের সন্ধান করিয়া করিয়া ফিরিত। এমন কি—সে নিজের হাতে অনেক স্থানে মাটি অবধি কাটিয়া দেখিয়াছে। জুলেখার এখনও ইচ্ছা, সেই টম্বরুর সন্ধানে সে আর একবার আসামে ঘুরিয়া আসে। তাহার পর এখানে বেণ্টউডের নিকটে টম্বরু পাথর দেখিয়া সে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেণ্টউড যাহা বলে, জুলেখা তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লয়। সে যাহা হোক, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কেবল আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে বেণ্টউড এই সকল ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং জুলেখাকে দিয়া একটার পর একটা কাজ সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন। আপনি এইমাত্র জুলেখার মুখে শুনিয়াছেন যে, জুলেখার নিকটে বেণ্টউড পয়গাম্বর সাহেব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রহস্য—গভীরতম

দত্ত সাহেব সেলিনার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন, "ছিঃ—ছিঃ তোমরা জুলেখার এই সব নিরর্থ কাহিনীতে বিশ্বাস কর! জুলেখা তোমাদের মাথা একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে।"

সেলিনা কহিল, "তাহা বড় মিথ্যা নহে। কিন্তু এখন আমি নিজে ও সকল বড় বিশ্বাস করি না। আগে সত্য বলিয়া আমার মনে হইত; এমন কি আমার মা নিজে আগে এই সব খুব বিশ্বাস করিতেন। আসামে যত সব অসভ্য বন্য জাতির সহিত মিশিয়া মিশিয়া তাঁহার মতিগতি অনেকটা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা কেহই ইহা মনে একেবারে স্থান দিই না। বিশেষতঃ জুলেখা বেণ্টউডের সহিত যেরূপ মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর যে রকমে আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে আমার ইচ্ছা যে, আমি এখনই আমাদের বাড়ী হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু অনেক দিন হইতে জুলেখা আমাদের এখানে আছে বলিয়া মা স্নেহবশতঃ তাহাকে কাজে জবাব দিতে চাহেন না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বটে, তুমি বিষ-গুপ্তি চুরী সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে?"

সেলিনা বলিতে লাগিল, "যে দিন রাত্রে আপনার বিষ-গুপ্তি অপহৃত হয়, সেইদিন আমি উপরের বারান্দায় একাকী বসিয়াছিলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক্ বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কোথা হইতে জুলেখার সহিত আমার মা বাহির হইয়া আসিলেন, তাহার পর সম্মুখদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। জুলেখাও সঙ্গে সঙ্গে গোপনে গেল। আমি ছায়ার মধ্যে বসিয়াছিলাম, তাহারা কেহই আমাকে দেখিতে পায় নাই। জুলেখা একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া আমার মাকে হাত মুখ নাড়িয়া কি বলিল, এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশে আপনাদিগের বাড়ী দেখাইয়া দিল। তাহার পর মন্ত্র বলিতে বলিতে দুই-একবার মার আপাদমস্তক হস্ত সঞ্চালন করিল। তখনই মা টলিতে টলিতে অথচ দ্রুতপদে আপনাদিগের বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে আমার মার মুখের দিকে চাহিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। সে মুখ যে তখন কেমন এক রকম বিবর্ণ দেখিলাম, তাহা জীবিত মনুষ্যের বলিয়া বোধ হইল না। চক্ষুঃ অর্দ্ধ নিমীলিত। তাহার পর তিনি—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "বুঝিয়াছি—মন্ত্র নহে, পিশাচী জুলেখা তোমার মাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়াছিল।"

সেলিনা কহিল, "তাহাই হইবে, তাহার পর মা চলিয়া গেলে, জুলেখা আবার বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিল। মার মুখ দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলাম। মা যে পথে গিয়েছিলেন, সেইদিকে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। আপনার বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলাম, মা তখন আপনাদের বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমি আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না; সেইখানে দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া দেখিতে

লাগিলাম, বাগান অতিক্রম করিয়া মা একটা ঘরের ভিতরে যাইলেন ; সেই ঘরে তখন একটা আলো জ্বলিতেছিল। তখনই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন ; যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, তখন তাঁহার হাতে একটা কি রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহা এক-একবার ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহার পর তিনি কিছু নিকটস্থ হইলে দেখিলাম, সেটা আপনাদের সেই বিষ-গুপ্তি। তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, কেমন করিয়া বলিব ? তেমন দিবসের ন্যায় পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকেও আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলাম। আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না—প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আবার বারান্দার সেইখানে গিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিলাম। নীচের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, তখনই মা সেই বিষ-গুপ্তি হাতে লইয়া উপস্থিত। জুলেখা আবার বাহির হইয়া আসিল, মার কাছে গিয়া তাঁহার হাত হইতে সেই বিষ-গুপ্তিটা তুলিয়া লইল। তাহার পর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। আমার সকলই যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-বৈষম্য

বিস্ময়াবিষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন তুমি কি করিলে ?"

সেলিনা কহিল, "অল্পক্ষণ পরে আমি মার সহিত দেখা করিতে গেলাম। শুনিলাম, তখন তিনি শয়ন করিয়াছেন। জুলেখাকে আমার বড় ভয়—ভয়ে তখন আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। তাহার পর যখন আপনার মুখেই শুনিলাম, সেই বিষ-গুপ্তির বিষে আপনার ভাগিনেয় খুন হইয়াছেন, তখন আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেদিন আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, সমুদয় জুলেখাকে বলিলাম, এবং তাহারই দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে বলিয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলাম। আমার কথা শুনিয়া জুলেখা রাগে জ্বলিয়া উঠিল। আমাকে শাসাইয়া কহিল, যদি আমি বিষ-গুপ্তি সম্বন্ধে কাহারও নিকটে কখনও কোন কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে সে এই হত্যাপরাধের দোষারোপ করিয়া আমার মাকে বিপদে ফেলিবে।"

দত্ত সাহেব অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! সে তোমার মাকেও কি এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিল?"

সেলিনা কহিল, "না, মার কাছে কোন কথা বলে নাই। আমিও মাকে কোন কথা বলি নাই। মা যেরূপ ভয়-তরাসে, তাহাতে জুলেখার

নিকটে এ কথা শুনিলে মা ভয়েই মরিয়া যাইতেন। পাছে জুলেখা কোন সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া দেয়, সেই আশঙ্কায় আমি এ কথা কাহারও কাছে বলিতে সাহস করি নাই। এমন কি আপনার কাছেও আমাকে মিথ্যা কহিতে হইয়াছে, নতুবা আমার মা ভয়ানক বিপদে পড়েন। যাহাই হউক, সেই মিথ্যা কথার জন্য আপনি এখন আমাকে ক্ষমা করিবেন। কি ভয়ানক বিপদে পড়িয়াই আমাকে আপনার সমক্ষে মিথ্যা কহিতে হইয়াছে, আপনি তাহা অবশ্যই এখন বুঝিতে পারিতেছেন। এখন আমি সমুদয় আপনার নিকটে প্রকাশ করিলাম। আমাদের আর উপায় নাই, আপনি একমাত্র ভরসা আছেন, জুলেখা আর বেণ্টউডের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বেণ্টউড সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তোমার আর কোন সন্দেহ নাই?"

সেলিনা কহিল, "কিছুমাত্র না। সেই সকল ঘটনায়, মানসিক উদ্বেগে সহসা আমি একদিন পীড়িত হইলাম। বৈকালে অত্যন্ত জ্বর হইল। আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, জুলেখা আমার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিবার ছলে, বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারি করিয়াছিল; সেই বিষে বিষ-গুপ্তি পূর্ণ করিয়া ডাক্তার বেণ্টউডকে পাঠাইয়া থাকিবে। ডাক্তার বেণ্টউড সেই বিষ-গুপ্তিতে আপনার ভাগিনেয়কে হত্যা করিয়াছে। তাহার পর জুলেখার সাহায্যে তাঁহার মৃতদেহও চুরী করিয়া আনিয়াছে।"

দত্ত। তাহাদের এই লাস-চুরীর কারণ কিছু বলিতে পার?

সে। না, তা' আমি ঠিক করিয়া কিছু বলিতে পারি না। সে যাহাই হউক, এখন আপনি বোধ হয়, বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, কোন্ গুরুতর কারণে, কি ভয়ানক বিপদে পড়িয়া সে দিন আপনার সমক্ষেও আমাকে মিথ্যা কহিতে হইয়াছিল।

দত্ত সাহেব সেলিনার মুখের উপরে প্রশংসমান দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন, "হাঁ, সেজন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, বরং সুখী হইলাম। তোমার নিকটে আমার আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। লাস চুরীর সেই ভয়ানক রাত্রে, তেমন দুর্যোগ মাথায় করিয়া একাকী তুমি সেরূপ উন্মত্তভাবে আমাদের বাড়ীতে কেন গিয়াছিলে? অবশ্যই তাহার কোন একটা কারণ থাকিবার কথা।"

সে। হাঁ, সেদিন আমার মনের ঠিক ছিল না; তাহা না থাকিলেও সে রাত্রে জুলেখাকে আমাদের বাড়ীতে না দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল যে, সে আবার একটা কি কাণ্ড ঘটাইতে বাহির হইয়াছে।

দত্ত। সেদিন রাত্রে কি জুলেখা তোমাদের বাড়ীতে ছিল না?

সে। না, পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, সেদিন আমি পীড়িতা হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম। মা আমার বিছানায় বসিয়া আমার মাথায় ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। আমার অসুখ হইলে জুলেখা প্রায় আমাকে ছাড়িয়া কোথায় থাকে না—সতত আমার কাছেই থাকে; কিন্তু সেদিন তাহাকে আমার ঘরে না দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইল। আমি মাকে জুলেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, সে আজ আসিবে না, বলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া আমি আরও ভয় পাইলাম। বুঝিলাম, জুলেখার আজও একটা কোনও ভয়ানক উদ্দেশ্য আছে। তখন বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় আমার মনেও নানা বিভীষিকা ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভাব-বৈষম্য

দত্ত। বুঝিয়াছি, সেদিন জুলেখা বেণ্টউডের সহিত পরামর্শ করিতে তাহার বাটীতে গিয়াছিল।

সে। হাঁ, আমিও আগে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। তাহার পর একজন ভৃত্য আমার জন্য চা তৈয়ারি করিয়া আনিলে, আমি তাহাকে জুলেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, আপনার ভাগিনেয়ের সৎকার হইবে, সেইজন্য জুলেখা আপনাদের বাড়ীতেই গিয়াছে।

দত্ত। মিথ্যাকথা। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, সেদিন জুলেখা আমাকে বলিল, তুমিই তাহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছ, সে তোমার সহিত দেখা করিতে আসিবার জন্য আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল।

সে। কি ভয়ানক মিথ্যাকথা! আমি ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতাম না। সেদিন সে আমাকে কোন কথা বলিয়া যায় নাই, আমিও তাহাকে কিছু বলি নাই। যাহাই হউক, রাত ক্রমে বাড়িতে লাগিল, তথাপি জুলেখা ফিরিল না। জুলেখার যেরূপ ভয়ানক প্রকৃতি—তাহাতে তাহাকে এত রাত পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতে দেখিয়া আমার উদ্বেগ শত-গুণে বাড়িয়া উঠিল। তাহার সেই বিষ-গুপ্তি চুরী—সেই সব ভয়ানক কথা আমার মনে উঠিতে লাগিল; আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আকুলভাবে ঘরের ভিতরে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে

লাগিলাম। তাহার পর রাত দুইটা বাজিয়া গেল, তখনও আমি জাগিয়া তখনও জুলেখা ফিরিল্ না। তখন আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম যে, অবশ্যই কোন-একটা ভয়ানক দুরভিসন্ধিতে জুলেখা এত রাত পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিতেছে। অনেক রাত অবধি জাগিয়া মা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। মনের নিদারুণ উদ্বেগে আমি ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে বারান্দায় বসিলাম, সেই নির্জ্জনে কত রকম দুশ্চিন্তা যেন সজীব হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। আমি উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলাম। ছুটিয়া তখনই আপনার বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, আপনি সকলই জানেন।

দত্ত। হাঁ, সকলই জানি। জুলেখার সহায়তায় বেণ্টউড যে লাস চুরী করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু বলিতে পার, সেলিনা ইহাতে তাহাদের কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে?

সে। তাহারাই জানে। আমি যাহা জানি, সকলই আপনাকে বলিলাম। এখন আপনি কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন?

দত্ত। ডাক্তার বেণ্টউডের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে। বোধ করি, এতক্ষণ সে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে।

সে। [সবিস্ময়ে] বেণ্টউড! আপনাদের বাড়ীতে!

দত্ত। হাঁ, আমি বেণ্টউড ও ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামকে আসিতে লিখিয়াছি। ইচ্ছা আছে, আজই সুরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধে বেণ্টউডকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিব।

সে। আর জুলেখাকে?

দত্ত সাহেব পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "না আপাততঃ তাহাকে পুলিসের হাতে ফেলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। সে সহজে এখান হইতে পলাইতে পারিবে না।"

সেলিনা কহিল, "বিশেষতঃ যতক্ষণ ডাক্তার বেণ্টউডের কাছে টম্বরু পাথর আছে, ততক্ষণ সে এখান হইতে একপদ নড়িতেছে না।"

দত্ত সাহেব উঠিয়া কহিলেন, "আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। হাতে অনেক কাজ রহিয়াছে। তোমার সঙ্গে এখন যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, কেহ যেন কিছুমাত্র জানিতে না পারে।"

সেলিনা কহিল, "না, সে বিষয় আপনি খুব নিশ্চিন্ত থাকিবেন।"

দত্ত সাহেব সেলিনার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আর একটা কথা বলিতে ভুল করিয়াছি। বিষ-গুপ্তি অপহরণের এই সকল কথা কি অমরেন্দ্রনাথ শুনিয়াছে? তোমার মার দ্বারা এই কাজ হইয়াছে, সে কি তাহা জানে?"

সেলিনা একটু চিন্তিত হইল। মুহূর্ত্তপরে কহিল, "না, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিনি কিছু জানেন, আমাকে দেখিলেই সহসা তাঁহার মুখ যেন কিছু অপ্রসন্ন হইয়া উঠে—কেমন যেন তাঁহাকে কিছু অন্যমনস্ক বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে একদিন তিনি, আমাদের কোন ভয় নাই বলিয়া দুই-একবার আশ্বাসও দিলেন। তাহাতেই আমি বোধ করি, তিনি ভিতরকার কথা কিছু জানেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হাঁ, আমারও তাহাই মনে হয়। কি জানি হয় ত, কোন রকমে অমরেন্দ্র এ ঘটনার কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছে। যাহাই হউক, এখন আমি চলিলাম। পরে আবার আমি তোমার সহিত দেখা করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উদ্বেগ-বৈষম্য

মুহূর্ত্ত পরে দত্ত সাহেব তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেলিনাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তিনি নিজের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। সেলিনা অমরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে দুই-একটী কথা বলিল, তাহাতে দত্ত সাহেবের মনে এক ঘোরতর সন্দেহের আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, অমরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, মিসেস্ মার্শনের দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছে, সেইজন্য সে কোনক্রমে আমার কাছে সে কথা প্রকাশ করে নাই। সেইজন্যই সে বলিয়াছিল, সে যদি আমার কাছে সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে, তাহা শুনিয়া আমি বরং তাহাকে আরও তিরস্কার করিব। সে যে কেন আমার কাছে কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই, এখন আমি তাহার বিশিষ্ট কারণ জানিতে পারিলাম। এমন কি, এইজন্যই সে এখন সেলিনাকে বিবাহ করিতেও সম্মত নহে। জানিয়া-শুনিয়া নর-হন্ত্রীর কন্যাকে কোন্ ভদ্রসন্তান বিবাহ করিতে সম্মত হয়? কিন্তু যখন সে শুনিবে, ইহাতে সেলিনার মাতার কোন অপরাধ নাই, এবং ডাক্তার বেণ্টউডই হত্যাপরাধী, তখন সে বুঝিতে পারিবে, পরের প্ররোচনায় কি একটা দুঃসহ মিথ্যা ধারণা স্বেচ্ছায় সে নিজের বুকের মধ্যে অনর্থক পোষণ করিতেছিল।

দত্ত সাহেব ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাটীর বহির্দ্বারে অমরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া।

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ডাক্তার বেণ্টউড ও গঙ্গারাম বাবু আপনার অপেক্ষায় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন।"

দত্ত। হাঁ, সেইজন্যই আমি তাড়াতাড়ি আসিতেছি। আমি তাহাদের দুজনকেই আসিতে লিখিয়াছিলাম।

অ। [বিস্মিতভাবে] আপনিই আসিতে লিখিয়াছিলেন ?

দত্ত। হাঁ অমর, তুমি শুনিয়া আরও বিস্মিত হও—আমি গঙ্গারাম বাবুকে দিয়া বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করাইব।

অ। ডাক্তার বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করাইবেন—কি ভয়ানক! কোন্ অপরাধে ?

দত্ত। [তীক্ষ্ণকণ্ঠে] সুরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধে। একি, তুমি যে আমার কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলে! অমর, আমি মিথ্যাকথা বলি নাই। তোমার সাহায্যে ব্যতিরেকে আমি প্রকৃত হত্যাকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। ডাক্তার বেণ্টউড সেই হত্যাপরাধী। [সস্নেহে] অমর, তুমি যে কেন তখন আমার নিকটে কোন কথা প্রকাশ কর নাই, তাহার কারণ আমি এখন জানিতে পারিয়াছি।

শিহরিয়া অমর কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কিরূপে আপনি তাহা জানিতে পারিলেন ?"

দত্ত সাহেব সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "যাক্, সেজন্য আমি আর কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তোমার উপরেও আমার আর কিছুমাত্র রাগ নাই; বরং আমি এখন মনে মনে সুখী হইয়াছি, তুমি খুব বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছ।"

দত্ত সাহেবের কথা শুনিতে শুনিতে অমরেন্দ্রনাথের মুখ উদ্বেগ-বিবর্ণীকৃত এবং চক্ষের দৃষ্টি অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। অমরেন্দ্র জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কাহার কাছে শুনিলেন? কে আপনাকে—কে আপনাকে বলিল?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সেলিনা।"

"কি ভয়ানক! সেলিনা বলিয়াছে!" বলিতে বলিতে অমরেন্দ্রনাথ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে আরক্ত হইয়া উঠিল—পরক্ষণে অন্ধকার বিবর্ণ মলিন হইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ-বৈষম্য

অমরেন্দ্রনাথ আর তথায় দাঁড়াইলেন না; দত্ত সাহেবের মুখের দিকে চাহিতে আর তাঁহার সাহস হইল না; তিনি নতমুখে দ্রুতপদে বাটীমধ্যে ঢুকিলেন। দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রনাথের এই আকস্মিক অভূতপূর্ব্ব অধীরতার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া বড় বিস্মিত হইলেন; এবং তাঁহার মন কিছু সন্দেহযুক্ত হইল। তিনি অমরকে সহসা তথা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দুই-একবার প্রভুত্বের দৃঢ়স্বরে দাঁড়াইতে কহিলেন। অমরেন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে বাটীমধ্যে চলিয়া গেলেন। দত্তসাহেবের বিস্ময়ের সীমা আরও বর্দ্ধিত হইল। পরক্ষণে তিনিও বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে গঙ্গারাম একাকী বসিয়া আছেন।

দত্ত সাহেব তাঁহাকে কহিলেন, "এই যে আপনি আসিয়াছেন, ডাক্তার বেণ্টউড কোথায় ?"

গঙ্গারাম কহিলেন, "তিনি রহিমকে দেখিবার জন্য এইমাত্র উঠিয়া গেলেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "একাকী উঠিয়া গেলেন ?"

গঙ্গারাম কহিলেন, "না, মিঃ অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত গিয়াছেন।"

শুনিয়া দত্ত সাহেবের মনে ভারি একটা খট্‌কা লাগিল। ভাবিলেন, অমরেন্দ্রনাথ কোন গুপ্ত পরামর্শের জন্য বেণ্টউডকে এখান হইতে রহিমের ঘরে লইয়া গিয়াছে। এইজন্যই অমরেন্দ্র বহির্দ্বার হইতে আমার অগ্রে তাড়াতাড়ি এখানে চলিয়া আসিল। কিন্তু বেণ্টউড শত্রু, শত্রুর সহিত অমরেন্দ্রের কি গুপ্ত পরামর্শ ? এইখানে দত্ত সাহেব বিষম সমস্যায় পড়িলেন। অমরেন্দ্রের উপরে তাঁহার সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিল ; আর তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না ; বারংবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডে বেণ্টউডের সহিত অমরেন্দ্রও কিছু কিছু লিপ্ত আছে।

দত্ত সাহেবের একবার ইচ্ছা হইল, রহিমের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসেন, সেখানে বেণ্টউড ও অমরেন্দ্র উভয়ে মিলিয়া কি করিতেছেন। কিন্তু অনাবশ্যক বোধে সে ইচ্ছা তখনই পরিত্যাগ করিলেন। মনে করিলেন, আজ তাঁহার সহিত সেলিনার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে, অমরেন্দ্র তাহার কিছুই শুনে নাই ; তাহাতে অমরেন্দ্রের নিকটে বেণ্টউড বিশেষ কোন নূতন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারিবে না। আপাততঃ ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামের সহিত এদিক্‌কার সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত ; তাহার পর পুলিসের হাতে পড়িয়া তাহাদিগকে সকল

কথাই নিজের মুখে স্বীকার করিতে হইবে। এবং তাহাদের ভিতরের যাহা কিছু দুরভিসন্ধি, সমুদয় বাহির হইয়া পড়িবে—সহজে কেহই অব্যাহতি পাইবে না।

দত্ত সাহেব এইখানেই নিজের গোয়েন্দাগিরির একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। এরূপ স্থলে কোন নামজাদা পাকা ডিটেক্‌টিভ কখনই এরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, এবং এমন সুযোগ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় কষ্টসাধ্য হইত। এ সময় হয় তিনি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ করিতেন; তাহাতে অসুবিধা হইলে, সহসা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া মন্ত্রণার একটা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। যাহাই হউক, সেজন্য দত্ত সাহেবকে কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ তিনি নিজে ডিটেক্‌টিভ নহেন, তবে তিনি দায়ে পড়িয়া নিজের জন্য নিজে গোয়েন্দাগিরি করিয়া অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যতদূর সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, এবং সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রহস্য-বৈষম্য

দত্ত সাহেব একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিলেন, "গঙ্গারাম বাবু, আপনাকে হঠাৎ এমন সময়ে কি জন্য আসিতে লিখিয়াছি, জানেন কি ?"

গঙ্গারাম মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন, "লোকে আমাদিগকে আর কিসের জন্য ডাকিয়া থাকে ? বোধ করি, সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আবার আমাকে দরকার হইয়াছে।"

দত্ত। তাহাই বটে। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনি আর কোন সন্ধান-সুলভ করিতে পারিলেন কি ?

দত্ত। লাস-চুরী সম্বন্ধে খুব একটা সন্ধান হইয়াছে বটে। সেদিন রাত্রে লাস চুরীর সময়ে আশানুল্লা পাড়াতেই ছিল। সে কিছু কিছু দেখিয়াছে।

দত্ত। [চমকিত ভাবে] আশানুল্লা ! সে কি এখান হইতে লাস বাহির করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে ?

গঙ্গা। আপনার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিতে দেখে নাই। কিন্তু লাস গাড়ীর ভিতরে চাপাইতে দেখিয়াছে ?

দত্ত। গাড়ীর ভিতরে !

গঙ্গা। হাঁ, একখানা গাড়ী আপনার বাড়ীর কিছু তফাতে দাঁড়াইয়াছিল ; আশানুল্লা দূরে থাকিয়া দুইজন লোককে একটা মৃতদেহ সেই গাড়ীর ভিতরে তুলিয়া দিতে দেখিয়াছে। সে দুইজনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। আশানুল্লা সহজে তাহাদের নাম বলিতে চাহে না।

দত্ত। হাঁ, আমি তাহাই মনে করিয়াছিলাম। সেই দুইজনের মধ্যে একজন যে স্ত্রীলোক, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি।

গ। কি নাম, বলুন দেখি?

দত্ত। নাম পরে শুনিবেন। আশানুল্লা আর কি দেখিয়াছে, বলুন। সমস্তটা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে। সে গাড়ীখানা কি ভাড়াটে গাড়ী?

গ। না, বাড়ীর গাড়ী, ব্রুহাম।

দত্ত। কোন ডাক্তারের ব্রুহাম?

গ। আশানুল্লা আপনাকেও সকল কথা বলিয়াছে, দেখিতেছি।

দত্ত। সে আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। তাহার পর কি হইল?

গ। মৃতদেহ গাড়ীর ভিতরে তুলিয়া তাহার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণে স্ত্রীলোকটা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দত্ত। সে কোন্ দিকে গেল?

গ। আপনার বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পর যে, সে কোথায় গেল, আশানুল্লা তাহা দেখে নাই।

দত্ত। আর সেই লোকটা?

গ। লোকটা নিজেই কোচ্‌বক্সে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ীতে কোচ্‌ম্যান কি সহিস আর কেহই ছিল না।

দত্ত। না থাকিবারই কথা; এ সব কাজে এই রকম ঘটিয়া থাকে। আর কেহ জানিতে না পারে, সেজন্য তাহাদের যতদূর সতর্ক হওয়া দরকার, তাহাও কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই।

গ। ত্রুটি হয় নাই সত্য; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঠিক ঘটে নাই। লোকটা যখন লাস লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, তখন আশানুল্লা গোপনে

গাড়ীর পিছনে সহিসের স্থান দখল করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আশানুল্লা মনে ভাবিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটে দেখিয়া পরে কথাটা সকলের কাছে প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া সেই লোকটার কাছে কিছু আদায় করিবে। সেইজন্য সে গাড়ীর পিছনে চাপিয়া আলিপুরে গিয়াছিল।

দত্ত। হাঁ, সে আলিপুরে ডাক্তার বেণ্টউডের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সেখানে বেণ্টউড আর কাহাকেও না ডাকিয়া নিজে মৃতদেহ বাটীমধ্যে বহিয়া লইয়া গিয়াছে। নিজেই গাড়ী ঘোঁড়া আস্তাবল তুলিয়া ফেলিয়াছে। কেমন, আমি যাহা বলিতেছি, সত্য কি না?

গঙ্গারাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দত্ত সাহেবের মুখের দিকে বিস্ময়োৎফুল্ল-নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন? নিশ্চয় আশানুল্লার মুখে আপনি এ সব কথা শুনিয়াছেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কিছুমাত্র না। সে আমাকে কোন কথা বলে নাই। গঙ্গারাম বাবু, এখন অনেক খবরই আমাকে রাখিতে হয়—আজকাল চারিদিকের খবর রাখাই আমার কাজ হইয়াছে। আপনি যে স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছিলেন, যে লাস-চুরীতে ডাক্তার বেণ্টউডের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, তাহাকেও যে আমি না জানি, তাহা নহে—সে জুলেখা। গঙ্গারাম বাবু, আরও শুনুন, ডাক্তার বেণ্টউড কেবল লাস-চোর নয়—সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী।"

গঙ্গারাম কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বলেন কি আপনি! পূর্ব্বে তাহা জানিলে, আমি ওয়ারেণ্টখানা বদ্‌লাইয়া আনিতাম।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রহস্য-বৈষম্য

ওয়ারেণ্টের কথা শুনিয়া দত্ত সাহেবের চোখ মুখ একটা অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব পুলকসঞ্চারে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তবে বেণ্টউডকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন।"

গঙ্গারাম কহিলেন, "হাঁ, আমি আশানুল্লার মুখে যতদূর শুনিলাম, তাহাতে কেবল লাস-চুরীর চার্জ্জে বেণ্টউডের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাহার পর আমার মুখে যতদূর শুনিলেন, তাহাতে আপনি খুনের চার্জ্জ দিয়া অনায়াসে বেণ্টউডের নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।"

গঙ্গা। তাহাকে আপনি খুনী সাবুদ্ করিতে পারিবেন?

একান্ত উত্তেজিত ভাবে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া, টেবিলে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই! আমি যত-দূর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ডাক্তার বেণ্টউডই আমার ভাগিনেয় সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র হত্যাকারী।"

দত্ত সাহেবের সেই উচ্চকণ্ঠধ্বনি দূরে মিলাইতে না মিলাইতে, সেই কক্ষের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সেই সদ্যোন্মুক্ত

দ্বারে দাঁড়াইয়া বেণ্টউড স্থির ধীর গম্ভীর; তাহার দৃষ্টি একান্ত চাঞ্চল্য-চিহ্ন-বিরহিত, অতি তীক্ষ্ণ; মুখ গম্ভীর। তাহার পশ্চাতে বাহিরে অমরেন্দ্রনাথ মলিনমুখে দাঁড়াইয়া। দীর্ঘকাল পরে কোন ব্যক্তি রোগ-শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহাকে যেরূপ দেখায়, অমরেন্দ্রকে দেখিয়া তাহাই বুঝাইতেছে।

দত্ত সাহেব বেণ্টউডের কঠোর দৃষ্টিপাতে বুঝিতে পারিলেন, বেণ্টউড বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের অনেক কথাই শুনিয়াছেন। বেণ্টউড প্রথমে কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য প্রথমে নিজে কিছু বলিলেন না; নীরবে রহিলেন।

বেণ্টউড তখন কহিলেন, "মিঃ দত্ত, আমার উপরে যে আপনি হত্যা-পরাধ চাপাইতেছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। ভদ্রলোককে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির ঠিক কাজ হয় না। অভ্যাগত ভদ্রলোকের প্রতি কি ইহাই আপনার কর্ত্তব্য?"

দত্ত সাহেব কঠোরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি আর সর্ব্বসমক্ষে নিজেকে অভ্যাগত ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত করিবেন না।"

বেণ্টউড কহিলেন, "হাঁ, আমার ভুল হইয়াছে; এখন আমি অভ্যাগত কেন? আপনার শিকার। এতক্ষণে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, রহিমবক্সকে দেখিবার অজুহতে আপনি আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিতেছেন। আপনি মনে করিয়াছেন, আপনার ফাঁদে পড়িয়া, বিষ-গুপ্তি-চুরী, হত্যা, লাস-চুরী, এই তিনটি অপরাধ নিতান্ত নিরীহের ন্যায় কি আমি নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইব?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তাহা কেন? আপনি দুইটা অপরাধে অপরাধী।"

"কোন্ কোন্ অপরাধে?" বলিয়া বেণ্টউড সদম্ভপাদক্ষেপে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং ইন্‌স্পেক্টরের পার্শ্ববর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বাবু পকেটমধ্যস্থ ওয়ারেণ্টখানিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ইচ্ছা, দত্ত সাহেবের প্রমাণ প্রয়োগে বেণ্টউড অপরাধী সাব্যস্ত হইলেই, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন। অমরেন্দ্রনাথ দ্বারের নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারে বসিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে গৃহমধ্যস্থ সকলের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর সকলেই বসিয়া—কেবল একাকী দত্ত সাহেব সম্মুখবর্ত্তী টেবিলে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভ্রাট-বৈষম্য

দত্ত সাহেব গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তার বেণ্টউড, আপনি যে একজন অতি চতুর লোক, তাহা আমি বেশ জানি। ইহার উপরে আপনি যেরূপ একজন সুদক্ষ রসায়নবিদ, তাহাতে আপনার আবশ্যক মত অর্থ থাকিলে, আপনি নিজের উন্নতির পথ যথেষ্ট সুগম করিতে, ও শীঘ্র মাথা তুলিতে পারিতেন। অথচ অর্থাভাবে আপনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। সেই অর্থাভাব দূর করিবার জন্য এই বয়সে আপনি সেলিনাকে বিবাহ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।"

ম্লানহাস্যের সহিত বেণ্টউড কহিলেন, "অথবা তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিতে। ইহাও এই সঙ্গে বলুন।"

দত্ত সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "তাহার পর আপনি জানিতে পারিলেন, সেই সেলিনার অনুরাগী সুরেন্দ্রনাথ।"

বেণ্টউড কহিলেন, "কেবল সুরেন্দ্রনাথ কেন, অমরেন্দ্রনাথও সেই সেলিনার অনুরাগী।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সে কথা পরে হইতেছে। আপনিও নিজে সেলিনার অনুরাগী; সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ আপনার অন্তরায়, সেই অন্তরায় দূর করিতে, আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আপনি আমাদের অপহৃত বিষ-গুপ্তি হস্তগত করেন।"

বেণ্ট। বটে, বটে! কাহার দ্বারা অপহৃত, সে কথাটাও এখানে একবার প্রকাশ করুন।

দত্ত। মিসেস্ মার্শন।

অমরেন্দ্রনাথ চকিত হইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "মিসেস্ মার্শন! তিনি কি আমাদের বিষ-গুপ্তি চুরি করিয়াছিলেন?"

বেণ্টউড সপরিহাসে কহিলেন, "হাঁ, সুবিজ্ঞ দত্ত সাহেবের মুখ হইতে যখন একথা বাহির হইয়াছে, তখন ইহা আমাদের সকলেরই খুব বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

দত্ত সাহেব বলিতে লাগিলেন, "মিসেস্ মার্শন সেই বিষ-গুপ্তি চুরী করিয়া জুলেখাকে দিয়াছিলেন। জুলেখা আপনাদের আদেশে সেই বিষ-গুপ্তিতে নূতন বিষ ঢালিয়া আপনাকে দিয়াছিল। আপনি নিজের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সেই বিষ-গুপ্তিতে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছেন।"

বেণ্টউড কহিলেন, "ইহা কি সম্ভব? আমি এমনই একজন ভয়ানক লোক?"

দত্ত সাহেব বলিতে লাগিলেন, "তাহার পর আপনি স্থরেন্দ্রনাথের লাস চুরী করিয়াছেন। ইহাতেও জুলেখা আপনার অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যা হইতে সে খাটের নীচে লুকাইয়াছিল, যথাসময়ে সে বিষ-গুপ্তির বিষের বিষাক্ত গন্ধের দ্বারা আমাদের খান্‌সামা রহিমকে অজ্ঞান করিয়াছিল। জুলেখার সাহায্যে আপনি এতবড় একটা ভয়ানক কাজ অতি সহজে শেষ করিতে পারিয়াছিলেন।"

বেণ্টউড উপর দিকে মুখ তুলিয়া ছাদতলের কড়ি বরগা দৃষ্টি করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "তাহা হইলে জুলেখাও এই সকল কাজে বেশ লিপ্ত আছে বলিয়া, বোধ হয়।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। আপনি কি নিজে তাহা জানেন না? না জানেন, পরে জুলেখাকে যখন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দেখিবেন, তখন বেশ জানিতে পারিবেন।"

বেণ্টউড কহিলেন, "তাহা হইলে আপাততঃ আমাকেই গ্রেপ্তার করা হইতেছে, দেখিতে পাই।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিস্ময়-বৈষম্য

ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম বাবু, ডাক্তার বেণ্টউডের সংযতচিত্ততা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কহিলেন, "তাহার আর ভুল কি আছে? এই দেখুন, লাস-চুরীর অপরাধে আপনাকে বন্দী করিবার ওয়ারেণ্ট আমার নিকটে রহিয়াছে।"

ওয়ারেণ্টের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বেণ্টউড কহিলেন, "আমাকে লাসচোর বলিয়া আপনি প্রমাণ দিতে পারিবেন।"

গঙ্গারাম বাবু কহিলেন, "আশানুল্লার জোবানবন্দীতে আপনি সে প্রমাণ পাইবেন।"

আশানুল্লার নাম শুনিয়া বেণ্টউডের ললাটদেশ কুঞ্চিত এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটিভীষণ হইয়া উঠিল। ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "আশানুল্লা, সে কি জানে?"

গঙ্গা। সে সকলই জানে। যখন জুলেখা আর আপনি উভয়ে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ গাড়ীতে তুলিতেছিলেন, তখন গোপনে থাকিয়া আশানুল্লা সকলই দেখিয়াছে। সে তখন আপনার সেই গাড়ীর পিছনে উঠিয়া আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সেই লাস আপনাকে নিজের বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতেও দেখিয়া আসিয়াছে।

বেণ্ট। বটে। কিন্তু এ সকল উড়ো প্রমাণে কোন কাজ হইবে না। আপনি কি আমার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন?

গঙ্গা। দেখি নাই—এইবার দেখিতে হইবে।

বেণ্ট। অনর্থক কষ্ট পাইবেন—লাস বাহির করিতে পারিবেন না। যাহাই হউক, আপনি বিশিষ্ট প্রমাণ না দেখাইয়া আমাকে বন্দী করিতে পারেন না।

গঙ্গা। প্রমাণ পরে পাইবেন, আপাততঃ আমি মহারাণীর নামে আপনাকে বন্দী করিলাম।

বেণ্ট। কোন্ অপরাধে?

গঙ্গা। লাস-চুরীর অপরাধে।

বেণ্ট। [দত্ত সাহেবের প্রতি] এইমাত্র? তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধে আমাকে বন্দী করা হইতেছে না?

দত্ত। ব্যস্ত হইতে হইবে না, ম্যাক্‌বেথপ্রবর! ব্যস্ত হইতে হইবে না। এখন ফাঁসীকাঠ হইতে নিজের গলাটা বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

বেণ্ট। হাঁ, সেজন্য আমাকে আপাততঃ কিছু ভীত, ভীত কেন, চিন্তিত হইতে হইয়াছে—ইহার একটা উপায় করিতে হইবে বই কি। এ সময়ে একজন ব্যারিষ্টারের সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, আমার এই মিথ্যা অভিযোগের জন্য নবীন ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন।

একান্ত বিবর্ণমুখে অমরেন্দ্রনাথ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "আমি! আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিব! কি সর্ব্বনাশ!"

পরক্ষণে অমরেন্দ্রের বিবর্ণীকৃত ম্লান মুখমণ্ডলে বিবিধ-বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রকটিত হইতে লাগিল।

পরক্ষণে ডাক্তার বেণ্টউড তাঁহার প্রতি মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই। নতুবা কে আমাকে রক্ষা করিবে? তুমি কি অস্বীকার করিতেছ?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "অবশ্যই অমর ইহাতে অস্বীকার করিবে।"

অমরেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া একবার দত্ত সাহেবের মুখের দিকে, তাহার পর বেণ্টউডের, তাহার পর ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলাম, আমিই ডাক্তার বেণ্টউডের পক্ষ সমর্থন করিব।"

পরক্ষণে কক্ষ একান্ত নিঃশব্দ—এমন কি সূচিকাপাতের শব্দও সুস্পষ্ট শ্রুত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

সন্দেহ-ভঞ্জন

(মেঘ কাটিয়া গেল—দিবালোক)

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য বৈরভাব

লাস-চুরী ও খুনের অপরাধে ডাক্তার বেণ্টউড ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া, গ্রামের সর্ব্বত্র একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের যাঁহারা বেণ্টউডকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা এ সংবাদে সুখী হইলেন। এবং কেহ কেহ এত বড় একজন ডাক্তারকে এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া সহানুভূতি-সূচক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহার মনে যে ভাবোদয় হউক না কেন, বেণ্টউড ধৃত হওয়ায় কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই হৃদয় মহা-কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ অমরেন্দ্রকে পরমশত্রু বেণ্ট-উডের পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্য-রসাতলের শেষ সীমায় যাইয়া উপনীত হইলেন; এবং অমরেন্দ্রের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সকলেই সাশ্চর্য্যে নানারকমে আজ তাঁহার নিন্দা-বাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে দত্ত সাহেব যেমন বন্দী বেণ্টউডকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অপরদিকে তেমনি অমরেন্দ্রনাথও বন্দীকে নির্দ্দোষ প্রমাণিত করিবার উপদান অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন।

একদিন দত্ত সাহেব অমরেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "অমর, তোমার এ সকল বিসদৃশ আচরণের কারণ কি, তাহা আজ আমাকে বলিতে হইবে। কেন, তুমি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছ?"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি আপনাকে আপাততঃ কোন কথা বলিব না। বলিবার কোন আবশ্যকতাও নাই।"

অমরেন্দ্রনাথের উত্তরে দত্ত সাহেব নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিলেন, মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল, তিনি নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারিলেন না। চোখ রাঙাইয়া কম্পিত কলেবরে বলিলেন, "এতদূর স্পর্দ্ধা! বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ! অকৃতজ্ঞ! তুমি আমার বাড়ীতে বসিয়া আমারই মুখের উপরে সমান উত্তর করিতেছ?"

অমরেন্দ্রনাথের মলিন মুখমণ্ডলে আর একটা কাল ছায়া পড়িল! কহিলেন, "আমি বিশ্বাসঘাতক হইলাম কিসে?"

দত্ত সাহেব উগ্রভাবে কহিলেন, "আমি তোমাকে লালিত-পালিত ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য কি কষ্টই না স্বীকার করিয়াছি; এরূপ স্থলে আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তোমাকে কে না বিশ্বাস-ঘাতক বলিবে?"

অমরেন্দ্র কহিলেন, "আমার বিশ্বাসঘাতকতার কারণ বুঝিলাম। কিন্তু ইহাতে আমার কাপুরুষতা কি দেখিলেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তুমি যখন তোমার ভ্রাতৃহত্যাকারীর ভয়ে, তাহারই পক্ষসমর্থন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন ইহাপেক্ষা লোকের

আর কি কাপুরুষতা হইতে পারে। আর তুমি অকৃতজ্ঞ কেন, সে কথা কি তোমাকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে? তাহা কি তুমি নিজে নিজে বুঝিতে পার নাই?"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "বুঝিয়াছি। আমাকে আর কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আপনারই বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে।"

নিদারুণ রোষে দত্ত সাহেব পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "আমার ভ্রম! কিরূপে আমার ভ্রম হইবে? তুমি আত্মীয়ের বিপক্ষে—শক্রর পক্ষসমর্থন করিতেছ, এ কথা শুনিয়া অপর লোকেই বা তোমাকে কি বলিবে?"

স্থিরকণ্ঠে গম্ভীরমুখে অমরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি যেমন আমার নিন্দাবাদ করিতেছেন, তাহারাও সেইরূপ করিবে মাত্র। তাহাতে ক্ষতি কি? আমি সাধারণের মতামত বড় একটা গ্রাহ্য করি না। আমি নিজের মতে যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব।"

রোষবিস্ময়বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে দত্ত সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘৃণাভরে কহিলেন, "তুমি নিজের মতে যাহা ভাল বুঝিবে, তাহা করিবে? অমর, কাহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া, কাহার কথার উপরে তুমি এই সকল উত্তর করিতেছ, ভাবিয়া দেখ; ইহার জন্য আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিব না।"

অ। এখন ক্ষমা না করেন, ভবিষ্যতে করিবেন।

দত্ত। ভবিষ্যতে ক্ষমা করিবার কারণ?

অ। ভবিষ্যতে তাহা শুনিতে পাইবেন। আপাততঃ আপনাকে আমি কিছুই বলিব না।

দত্ত। বটে, পরে আমি তোমার এই ঘৃণ্য আচরণের কারণ জানিতে পারিব?

অমরেন্দ্র ক্ষণেক চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিলেন, "হাঁ, এখন নহে—ডাক্তার বেণ্টউডের বিচারকালে আদালতে তাহা আপনি জানিতে পারিবেন। বেণ্টউডের পক্ষসমর্থনের জন্য আমি তাহা যথাসময়ে আদালতে তাহা প্রকাশ করিব।"

অমরেন্দ্রের কথায় দত্ত সাহেবের কৌতূহল, ক্রোধের মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিল। কহিলেন, "তোমার এ সকল কথার অর্থ কি? কিছুতেই তুমি তোমার মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহিতেছ না। তুমি কি ডাক্তার বেণ্টউডকে নির্দ্দোষ মনে করিয়াছ? সত্য বলিবে।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি আপনার প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত, সুতরাং আপনি আমার কাছে এরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবেন না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আমি তোমাকে এত বড়টা করিলাম, আর তুমি আমার এই একটা প্রশ্নের উত্তর করিতে পার না? অমর, আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে, আমি তোমাকে মানুষ গড়ি নাই—বানর গড়িয়াছি।"

অমরেন্দ্র কহিলেন, "আদালতে বিচারকালে আপনি সকলই শুনিতে পাইবেন।"

অমরেন্দ্রের এই অবাধ্যতা এবং দৃঢ়তায় দত্ত সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন, "অমর, তোমার এই সকল কাণ্ডকারখানায় আমাকে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে; ভাল, তুমি যখন আপাততঃ আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিতে একান্ত অসম্মত, তখন আমি বেণ্টউডের বিচারকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। সম্মত হও, তখন তুমি আমার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবে।"

অমরেন্দ্র কহিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি এইমাত্র আপনাকে বলিয়াছি, বিচারকালে সর্ব্বসমক্ষে তাহা স্বীকার করিব। তখন আপনার নিকটে

আমার এইরূপ অবাধ্যতা প্রকাশের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া, নিশ্চয়ই আপনি আমার উপরে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বেশ তাহাই হইবে। আপাততঃ আমি তোমার সম্বন্ধে আর কোন কথায় থাকিব না। এদিকে আমি বেণ্ট-উডকে দোষী সপ্রমাণ করিবার জন্য যেমন চেষ্টা করিতেছি, তুমিও তেমনি তাহার মুক্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর। তুমি তোমার সাপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা আমার মুখে আর শুনিতে পাইবে না। কিন্তু বিচারকালে তোমাকে সকল কথা প্রকাশ করিতে হইবে।"

অমর। সে বিষয়ে আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন।

দত্ত। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে সে সকল কথা প্রকাশ করিতেছ, ততক্ষণ তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। নাই কেন—শত্রুসম্পর্ক। এরূপ স্থলে আমার এখানে আর তোমার অবস্থিতি করা এখন ঠিক হয় না। তুমি অদ্যই আমার বাড়ী ত্যাগ করিবে।

নতমুখে অমরেন্দ্র কহিলেন, "আপনি যে এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিবেন, আমি তাহা পূর্ব্বেই অনুভবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যা'ই হোক্, আমি এখনই আলিপুরে গিয়া ডাক্তার বেণ্টউডের বাড়াতে বাসা ঠিক করিয়া লইব। যতদিন মোকদ্দমা শেষ না হয়, ততদিন সেইখানেই থাকিব। ডাক্তার বেণ্টউডকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সেইখান হইতেই আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। মোকদ্দমা শেষ হইলে, তখন আপনি যদি আমাকে আপনার পুনরাশ্রয় প্রদানের যোগ্য বিবেচনা করেন, স্থান দিবেন; আর যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমার এই বিদায়ই চিরবিদায়।"

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "বুঝিয়াছি, অমর, আর বলিতে হইবে না। যখন বিপদ্ আসে, তখন এমনই চারি-

দিক্ অন্ধকার করিয়া আসে। তুমি আমার সহিত এখন যেরূপ গর্হিত আচরণ করিতেছ, ইহার মধ্যে যেমনই কোন গূঢ় কারণ থাক্ না কেন, আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই যে, সেই কারণের জন্য ভবিষ্যতে তোমাকে আমি একদিন ক্ষমা করিতে পারিব।"

অমরেন্দ্র কহিলেন, "পূর্ব্বে একবার আপনি আমার এইরূপ অবাধ্যতার মার্জ্জনা করিয়াছেন ; পরেও আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না বিচার শেষ হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে যেন কোন সম্পর্ক নাই—পরস্পর অপরিচিত—এইরূপ ভাবে উভয়কেই থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া নতমস্তকে অমরেন্দ্র তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

স্বেদসিক্ত ললাটে হস্তার্পণ করিয়া দত্ত সাহেব একাকী বসিয়া রহিলেন। অমরেন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। আপন মনে তিনি কহিলেন, "বেণ্টউডের বিচারের দিন অমর নিজের এই উন্মত্ততা ছাড়া আর কি প্রকাশ করিবে ? অমরের মস্তিষ্ক একেবারে বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে—সে এখন বদ্ধ পাগল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ-পর্ব্ব

সেইদিন অমরেন্দ্রনাথ আলিপুরে বেণ্টউডের বাটীতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। আবশ্যক বুঝিলেই সেইখান হইতেই তিনি বেণ্টউটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে ইচ্ছামত সময়ে কয়েদখানায় যাতায়াত করিতেন।

একদিন অমরেন্দ্রনাথ বেণ্টউডকে কহিলেন, "শুনিতেছি, জুলেখা আপনার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।"

বেণ্টউড কহিলেন, "সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ আমার কাছে এই টম্বরু পাথর আছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই আমার বিপক্ষে একটা কথাও প্রকাশ করিবে না।"

জুলেখার সম্বন্ধে একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া অমরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। কহিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। জুলেখাকেই আমার ভয়।"

বেণ্টউড কহিলেন, "হাঁ, জুলেখা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে ভয়েরই কথা বটে। কিন্তু আমি বেশ বলিতে পারি, আমার কাছে টম্বরু পাথর থাকিতে প্রাণান্তেও তাহার মুখ দিয়া আমার বিপক্ষে একটি বর্ণও বাহির হইবে না।"

এদিকে দত্ত সাহেব ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামের সহিত মিলিয়া বেণ্টউডের বিরুদ্ধে কেস্‌টা খুব ভারী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা-সময়ে বেণ্টউডের বাটী যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা হইল—লাস পাওয়া গেল না। সুরেন্দ্রনাথের হত্যায় বিষ-গুপ্তিচুরীর যেমন একটা স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায়, ডাক্তারের এই লাসচুরী ও লাস গোপন করিবার তেমন কোন একটা যুক্তি-সঙ্গত কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দত্ত সাহেব মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইতে লাগিলেন।

বেণ্টউডও লাস-চুরী সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার পক্ষসমর্থনকারী নবীন ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথের নিকটেও এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই।

ইতিমধ্যে গঙ্গারাম, বেণ্টউডের বিরুদ্ধে সাতজন সাক্ষী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম সাক্ষী সেলিনার মা—মিসেস্ মার্‌শন, মধ্যে মধ্যে ঝাড়ফুঁক্ মন্ত্রের অজুহত দেখাইয়া জুলেখা যে তাঁহাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিত—তাহা তিনি বলিবেন। দ্বিতীয় সাক্ষী সেলিনা; সুরেন্দ্রনাথের খুন হইবার পূর্ব্বে জুলেখা একদিন বিষ-গুপ্তি চুরী করিয়া আনিবার জন্য তাহার মাতাকে হিপ্‌নটাইজ করিয়াছিল, তাহা সেলিনার মুখে প্রকাশ পাইবে। তৃতীয় সাক্ষী আশানুল্লা, সেলিনাদের বহির্ব্বাটীতে বিষ গুপ্তি কুড়াইয়া পাইবার কথা বলিবে। বিষ-গুপ্তি বিক্রয়ের জন্য আশানুল্লা যে মিস্ আমিনার কাছে গিয়াছিল, তাহা চতুর্থ সাক্ষী মিস্ আমিনা সাক্ষ্য দিবে। পঞ্চম সাক্ষী—স্বয়ং দত্ত সাহেব, সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথের প্রণয়, এবং বেণ্টউডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে যাহা কিছু তিনি জানেন, বলিবেন। ষষ্ঠ সাক্ষী রহিমবক্স, লাস-চুরী করিতে আসিয়া জুলেখা যেরূপে তাহাকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহা সে বলিবে। তাহার পর সপ্তম সাক্ষী জুলেখা—সকল সাক্ষীর সেরা সাক্ষী, তাহার এজাহারে

অনেক সারবান্ কথা প্রকাশ পাইবে। বিষ-গুপ্তির জন্য কিরূপে সে নূতন বিষ তৈয়ারি করিয়াছিল, এবং সেই বিষ-গুপ্তিতে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার জন্য সে বেণ্টউডকে দিয়াছিল, তাহা জুলেখার জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইবে। এইরূপ সপ্তরথীপরিবেষ্টিত মৃত্যুব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হওয়া যে, বেণ্টউডের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য, দত্ত সাহেব তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন।

সাক্ষীদের সম্বন্ধে কথা উঠিলে দত্ত সাহেব গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন, আমরা যেরূপ ভাবিতেছি, সাক্ষীরা সকলেই ঠিক সেইরূপ এজাহার দিবে?"

কিছু ক্ষুণ্নভাবে গঙ্গারাম কহিলেন, "হাঁ, তবে একজনের উপরে আমার কিছু সন্দেহ আছে।"

"কাহার কথা আপনি বলিতেছেন?"

"জুলেখার।"

"জুলেখা কি বেণ্টউডের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না?"

"আমার ত তাহাই বিশ্বাস।"

"জোর করিয়া—ভয় দেখাইয়া—যেমন করিয়া হউক, জুলেখাকে সকল কথা স্বীকার করাইতে হইবে।"

"সে কিরূপে হইবে, সেটা আইন-সঙ্গত কাজ হয় না।"

"তবে উপায়?"

"একটা উপায় আছে।"

"কি বলুন।"

"যদি কোন রকমে টম্বরু পাথর হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে উপায় করিতে পারি।"

"কোথায় পাইব?"

গঙ্গারাম কহিলেন, "বেণ্টউড নিজের ঘড়ীর চেনে সেই টম্বরু পাথর সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আমি হাজতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া জুলেখার সাক্ষ্যের কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি সেই পাথরখানা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, যতক্ষণ সেটা তাঁহার কাছে আছে, ততক্ষণ জুলেখা প্রাণান্তেও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করিবে না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হাঁ, গঙ্গারাম বাবু, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, সেই টম্বরুর জন্য জুলেখা বেণ্টউডকে অত্যন্ত ভয় করে। যাহাই হউক, আজ আমি সেলিনার সহিত দেখা করিব; দেখি, সেলিনার চেষ্টায় যদি জুলেখাকে বেণ্টউডের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করাইতে পারি।"

. . . .

সেই চেষ্টায় দত্ত সাহেব তখনই সেলিনাদের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, জুলেখা কিছুতেই বশ মানিবার নহে; সে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইয়া, সকলকেই অস্থির করিয়া তুলিল। সেলিনার মাতা ও সেলিনা তাহাকে কত বুঝাইলেন, সে সকলের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সে তাহার পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুতেই সাক্ষ্য দিবে না। মরিলেও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলেখার কাণ্ড

দত্ত সাহেব বিফল মনোরথ হইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পরেও সেলিনা ও সেলিনার মা উভয়েই জুলেখাকে নানা রকমে বুঝাইতে লাগিলেন।

জুলেখা না বুঝিয়া কহিল, "যতক্ষণ পয়গম্বর সাহেবের কাছে টম্বরু আছে, ততক্ষণ আমি তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলিতে পারিব না—তাহা হইলে আমাকে জাহান্নমে যাইতে হইবে।"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "যদি সে টম্বরুর এত গুণ, তবে সেটা তোর পয়গম্বর সাহেবের কাছে আদায় করিয়া লইতে হয়।"

জুলেখা কহিল, "সহজে কি কেহ কাহাকে দেয়। পয়গম্বর সাহেব সেই টম্বরু একবারও কাছ ছাড়া করেন না। টম্বরু আমার কাছে থাক্‌লে আমিও কাঁউরূপী সিঙ্গাবোঙ্গাকে মুঠোর ভিতরে রাখ্‌তে পার্‌তেম।"

সেলিনা কহিল, "এক কাজ কর্ জুলেখা; তুই একবার তোর পয়গম্বর সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্। টম্বরু পাথর না দিলে সাক্ষ্য দিব বলিয়া, ভয় দেখাইয়া তাঁহার টম্বরুটা আদায় ক'রে নিয়ে আয়।"

জুলেখা সে কথায় বড়-একটা কাণ দিল না; সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে জুলেখাকে কেহ বাটীমধ্যে দেখিতে পাইল না। ক্রমে অপরাহ্ণ সায়াহ্নে পরিণত হইল, তথাপি জুলেখার দেখা নাই। তখন সেলিনা ও তাহার মা সভয়ে মনে করিলেন, জুলেখা তাহার পয়গম্বর সাহেবের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবার ভয়েই এখন হইতেই পলাইয়াছে। যত-দিন না এই মোকদ্দমার একটা নিষ্পত্তি হইতেছে, ততদিন সে নিশ্চয়ই ফিরিবে না। সহসা জুলেখার অন্তর্দ্ধানে উভয়েই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত এবং আসন্ন বিপদাশঙ্কায় ভীত হইলেন।

সেলিনা দেখিল, এখন নিশ্চেষ্টভাবে এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করা উচিত হয় না। মাতাকে কহিল, "এখন এক কাজ করিলে হয় না? এখনই দত্ত সাহেবকে এই সংবাদ দেওয়া হউক। তিনি চেষ্টা করিলে পুলিসের দ্বারা কোন রকমে জুলেখাকে এখনও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।"

মাতা অমত করিলেন না। তখনই দত্ত সাহেবের বাটীতে লোক প্রেরিত হইল। দত্ত সাহেব তখন বাটীতে ছিলেন না। সন্ধ্যার পরে দত্ত সাহেব পুনরায় সেলিনাদের বাটীতে দেখা দিলেন। জুলেখার পলায়নে তিনিও অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে জুলেখাকে না পাইলে বেণ্টউডের বিরুদ্ধে উপস্থিত এত বড় কেস্‌টা একেবারে হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া, তিনি হতাশ হইলেও একেবারে হাল ছাড়িতে পারিলেন না। কহিলেন, "এখনও মনে করিলে জুলেখাকে ধরা যাইতে পারে; আমি আজ অপরাহ্ণে আলিপুরের পথে তাহাকে যাইতে দেখিয়াছি।"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "তখনই আপনি তাহাকে ধরিলেন না কেন? তাহা হইলে আমাদিগকে আর এত গোলযোগে পড়িতে হইত না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "জুলেখা যে পলাইয়া যাইতেছে, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনাদের কোন কাজে সে কোথায় যাইতেছে।"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "না, কই—আমরা আজ তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই। আপনি তখনই তাহাকে ধরিলে ভাল করিতেন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এরূপ ঘটিবে পূর্ব্বে জানিলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিতাম। কিন্তু তাহাকে ধরিয়াই বা কি কাজ হইবে? বেণ্টউডের কাছে টম্বরু পাথর থাকিতে জুলেখা বেণ্টউডের বিরুদ্ধে একটা কথাও প্রকাশ করিবে না।"

"সে কথা আর একবার করিয়া বলিতে।" দ্বারের বাহির হইতে নারীকণ্ঠে কেহ কহিল।

সবিস্ময়ে সকলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—জুলেখা! হাস্যে ও আনন্দে তাহার কৃষ্ণমুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

বিস্ময়াতিশয্যে সেলিনা ত্রাস্তে উঠিয়া কহিল, "জুলেখা, আমাদিগকে না বলিয়া এতক্ষণ তুই কোথায় গিয়াছিলি? আমরা ভাবিতেছিলাম, সাক্ষ্য দিবার ভয়ে তুই পলাইয়া গিয়াছিস্।"

জুলেখা কহিল, "পলাইব কেন? আমি আদালতে গিয়া ঠিক ঠিক বলিয়া আসিব।

জুলেখার সহসা এরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব মতি-পরিবর্ত্তনের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত দত্ত সাহেব একটু শ্লেষ করিয়া তাহাকে কহিলেন, "টম্বরু পাথরের কথা বুঝি তোর মনে নাই?"

"খুব আছে।" বলিয়া জুলেখা মুষ্টিবদ্ধহস্ত উন্মুক্ত করিল। তাহার উন্মুক্ত কৃষ্ণকরতলে—সকলে আপাদমস্তক শিহরিত হইয়া দেখিলেন—সেই টম্বরু নামক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড।

* * * * * * *

টম্বরু প্রস্তর সর্ব্বদা ঘড়ীর চেনে সংলগ্ন করিয়া বেণ্টউড এ পর্য্যন্ত অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; এবং নিজে বেণ্টউড সেই টম্বরু সমেত আপাততঃ কারাগৃহে অতি সাবধানে রক্ষিত; এরূপ স্থলে কারাগারে যাইয়া বেণ্টউডের নিকট হইতে জুলেখা কিরূপে সেই টম্বরু বাহির করিয়া লইয়া আসিল, তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করায়, জুলেখাও সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিল না।

এই ঘটনার পরেই দত্ত সাহেব ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামকে সংবাদ পাঠাইলেন যে জুলেখা বেণ্টউডের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। টম্বরু সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রের সহিত দত্ত সাহেবের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আদালতে

অদ্য বেণ্টউডের বিচারের দিন। বেলা দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই বহু লোক সমাগমে বৃহৎ আদালতগৃহ পরিপূর্ণ। এমন জনতা আর কেহ কখনও দেখে নাই। দর্শকের দল মহাকৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে।

ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারাম তাঁহার সপ্তসাক্ষীর সহিত উপস্থিত আছেন। দত্ত সাহেব কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টারের সহিত গম্ভীরভাবে পরস্পর কি বলাবলি করিতেছেন। তাঁহাদিগের কথোপকথনের কোন অংশ শ্রুতিগোচর না হইলেও দর্শকমণ্ডলী আগ্রহপূর্ণদৃষ্টিতে নীরবে তাঁহাদের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অপরপার্শ্বে মৃত্যুমলিনমুখে অমরেন্দ্রনাথ, উপস্থিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত কয়েকখানি কাগজপত্র লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছেন।

বেলা এগারটার সময়ে বন্দী বেণ্টউড প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া আনীত হইলেন। এরূপ বিপন্নাবস্থায়, আসন্ন বিপদের মুখে পড়িয়াও তাঁহার মুখমণ্ডল এখনও হাস্যপ্রসন্ন, এবং প্রশস্ত ললাটফলকে অদ্যাপি চিন্তার একটিও রেখাপাত হয় নাই।

ক্ষণপরে বিচারক আসিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলে, মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

গভর্ণমেণ্টপক্ষীয় ব্যারিষ্টার উঠিয়া উপস্থিত মোকদ্দমা বিচারপতিকে বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আসামী মিঃ বেণ্টউড একজন কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। ঘটনাক্রমে মিস্ সেলিনার উপরে আসামীর অনুরাগ সঞ্চার হয়। সে অনুরাগের কারণ সেলিনার সৌন্দর্য্য নহে, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। অর্থাকাঙ্ক্ষায় আসামী সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় ছিলেন, তখন সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "কে আপনাকে বলিল, সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল? আপনি বোধ হয় জানেন না, এ বিবাহে সেলিনার মাতার আদৌ সম্মতি ছিল না।"

কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টার কহিলেন, "জানি, সেলিনার মাতার সম্মতির অসম্মতির কথা উত্থাপন প্রাসঙ্গিক হয় না। বিশেষতঃ নিজে মিস্ সেলিনা যখন সুরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, তখন বিবাহ এক রকম স্থির হইয়াই গিয়াছিল, বলিতে হইবে। মাতার সম্মতি তখন না থাকিলে, পরে তিনি অবশ্যই সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সেলিনা তাঁহার একমাত্র কন্যা, পরম স্নেহের পাত্রী, তিনি কখনই সেলিনার মনোমালিন্যের কারণ হইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সেলিনা অপাত্রে হৃদয় অর্পণ করেন নাই; অথবা সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার মাতার জামাতৃপদের অযোগ্য ছিলেন না। আপনার এই প্রতিবাদ ঠিক হয় নাই। আসামী যখন দেখিলেন, সুরেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতে সেলিনা লাভের আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি

নিরুদ্যম হইবার পাত্র নহেন—স্থির করিলেন, তাঁহার এই অভীষ্টসিদ্ধির পথ হইতে এ কণ্টক দূর করিতে হইবে। কিন্তু এ সকল কাজে অপর একজনের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। আসামী মিস্ সেলিনাদিগের জুলেখা নাম্নী এক বাঁদীকে হস্তগত করিলেন। জুলেখাকে হস্তগত করিতে আসামীকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। জুলেখার জন্মস্থান ছোটনাগপুর। জাতিতে খাড়িয়া। কোল্দিগের মধ্যে খাড়িয়া জাতিরা তন্ত্রমন্ত্র সংক্রান্ত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বড় নিপুণ। আসামীও ঐ সকল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; তিনি ইতিপূর্ব্বে ছোটনাগপুরে কোল্দিগের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। সেই স্থানে তিনি টম্বরু নামক প্রস্তরের গুণবর্ণনা শ্রবণ করেন, এবং অনেক চেষ্টায় সেই টম্বরু নামক প্রস্তর সংগ্রহ করেন। টম্বরু নামক প্রস্তরখণ্ডকে খাড়িয়ারা অত্যন্ত ভয় ও শ্রদ্ধা করে। সেই টম্বরুর ভয় দেখাইয়া আসামী জুলেখাকে নিজের বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। এমন কি উপস্থিত হত্যাকাণ্ডেও জুলেখা সর্ব্বতোভাবে আসামীর সাধ্যমত সহায়তা করিয়াছে।"

আসামী তরফের ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অনর্থক আপনি 'হত্যাকাণ্ড' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন; এখনও সে সম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই, এবং এখনও সম্পূর্ণ তাহার প্রমাণাভাব।"

কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টার তাঁহার বিপক্ষপক্ষসমর্থনকারী নবীন ব্যারিষ্টারের এ প্রতিবাদ মান্য করিয়া লইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের অভিভাবক ও প্রতিপালক মিঃ আর দত্ত ছোটনাগপুর হইতে বিষ-গুপ্তি নামক একটী সাংঘাতিক অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই অস্ত্র বিষাক্ত, অতি সহজে ইহাতে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা যায়। কোল্জাতিদের প্রধান মান্কীরা এই অস্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন—সম্মুখে

টেবিলের উপরে ঐ বিষ-গুপ্তি রহিয়াছে, জুরী মহোদয়গণ, ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আসামীপক্ষীয় ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “হাঁ, আমি স্বীকার করিতেছি, ঐ বিষ-গুপ্তির দ্বারাই সুরেন্দ্রনাথকে খুন করা হইয়াছে। বিষ-গুপ্তি সম্বন্ধে আর কিছু বর্ণনা বা পরীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। আপনার বক্তব্য যাহা শেষ করুন।”

কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, “বিষ-গুপ্তির দ্বারা যে সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা আপনি নিজমুখে স্বীকার করায় বড়ই সুখী হইলাম। তাহার পর বিচারপতি ও জুরীদিগকে যথারীতি সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আসামীর উপদেশানুসারে জুলেখা একদিন রাত্রে মিসেস্ মার্শনকে হিপ্নটাইজ করিয়া মিঃ আর দত্তের বাটী হইতে বিষ-গুপ্তি সংগ্রহ করে। জুলেখা বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারি করিবার প্রণালী জানিত, সে নূতন বিষে বিষ-গুপ্তি পূর্ণ করিয়া আসামীকে দেয়, এবং আসামী এই বিষ-গুপ্তির দ্বারা তাহার অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র অন্তরায় সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছেন।”

আসামী-তরফের ব্যারিষ্টার কহিলেন, “আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রমাণ-সাপেক্ষ। নতুবা ইহা আপনার একটা স্বকপোল কল্পিত সুন্দর গল্পমাত্র।”

কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টার কহিলেন, “আমি যতটুকু প্রমাণ করিতে পারিব, তাহার বেশী একটা কথাও বলি নাই—সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি, তাহা গল্প নহে জানিবেন। প্রমাণ প্রয়োগে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আসামীই সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃত হত্যাকারী। তাহার পর আরও তিনি এমন কি সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছেন; সে সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে।”

বন্দীর তরফের ব্যারিষ্টার মিঃ অমরেন্দ্রনাথ হস্তভঙ্গী সহকারে কহিলেন, "যাহা আপনি বলিয়াছেন, যথেষ্ট। সামান্য এতটুকুকে পাঁউরুটীর মত ফাঁপাইয়া এত বড় করিবার ক্ষমতা আপনার খুব আছে। অতএব লাসচুরী সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা উত্থাপন না করিলেই ভাল হয়।"

বিচারপতি দেখিলেন, একটা ঘটনার সহিত আর একটা ঘটনার সংশ্লিষ্ট ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তখন এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। এই ঘটনা হইতে অপর ঘটনার এমন কোন বিষয় পাওয়া যাইতে পারে যে, অপরটী তাহাতে খুব ভারী হইয়াও উঠিতে পারে, হাল্কা হইয়াও যাইতে পারে। তিনি গভর্ণমেণ্ট তরফের ব্যারিষ্টারকে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

কোম্পানী তরফের ব্যারিষ্টার কহিলেন, "মিঃ আর দত্ত, সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া একটা ঘরের ভিতর রাখিয়াছিলেন। আসামী, জুলেখার সাহায্যে সেই মৃতদেহ অপহরণ করিয়াছেন।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা একান্ত অপ্রমাণ্য। আপনি ভুল বলিতেছেন।"

কোম্পানী-তরফের ব্যারিষ্টার কহিলেন, "আমার যে কিছুমাত্র ভুল হয় নাই, তাহা আমি নিজে বেশ জানি। আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, উপস্থিত বিশিষ্ট সাক্ষীর দ্বারা এখনই সে সকল প্রমাণীকৃত হইবে। মিঃ আর দত্তকে উপস্থিত হইতে হুকুম হউক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচার

অনন্তর সাক্ষিগণের জোবানবন্দী গৃহীত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ব্যারিষ্টার এবং বিচারকের প্রশ্নাদি বাদ দিয়া কেবল সাক্ষিগণের এজাহারের স্থূলমর্ম্মমাত্র লিখিত হইল। আদালতের চিরাগত প্রথানুসারে সাক্ষীদিগের প্রতি যে কূট-প্রশ্ন-পরীক্ষা করা হইয়াছিল, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

দত্ত সাহেব যে এজাহার দিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—"আমি সুরেন্দ্রনাথের অভিভাবক এবং প্রতিপালক। আমি জানি, সেলিনার প্রতি সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ এবং তাহাকে বিবাহ করিবার খুব আগ্রহ ছিল। সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার বিবাহ হয়, সেলিনার মাতা মিসেস্ মারশনের এ ইচ্ছা ছিল না। আসামীরও মিস্ সেলিনাকে বিবাহ করিবার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেলিনা আসামীকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে একদিন আসামীকে আমার বিষ-গুপ্তি দেখাইয়াছিলাম, এবং বিষ-গুপ্তি ব্যবহার করিবার কৌশলও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। আসামী একবার আমার নিকট হইতে ঐ বিষ-গুপ্তি ক্রয় করিতে চাহেন; আমি বিক্রয় করিতে সম্মত হই নাই। তাহার পর এই বিষ-গুপ্তি আমার নিকট হইতে চুরী যায়—বিষ-গুপ্তি অপহৃত হইবার পরেই সুরেন্দ্রনাথ রাত্রে নির্জ্জন পথি-



"আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, মাটিতে পড়িয়া গেলাম" (মায়াবী—উনবিংশ পরিচ্ছেদ।)

যখন অতি অল্পদিনে ৩য় সংস্করণে ৬০০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে,
তখন ইহাই এই উপন্যাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রশংসা।

শক্তিশালী যশস্বী সুলেখক "মায়াবী" প্রণেতার
অপূর্ব্ব-রহস্যময়ী লেখনী-প্রসূত—সচিত্র

নীলবসনা সুন্দরী

অতীব রহস্যময় উপাদেয় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মায়াবী, মনোরমার সেই সুনিপুণ, অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ বৃদ্ধ অরিন্দম ও নামজাদা সুকৌশলী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়ের আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্ব্বজন-সমাদৃত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শীর্ষ-স্থানীয় "মায়াবী" ও "মনোরমা" উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তিনি দুর্ভেদ্য রহস্যাবরণের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত সময়ে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, তৎপূর্ব্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্কন্ধে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না। অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবেন; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিবিড় হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও ততই সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাব অথবা কোন চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্র-বিকাশে পাঠকের বিস্ময়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হয়; এবং যতই অনুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য কেবল নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির যেমন আশ্চর্য্য কৌশল, রহস্যভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্য-বিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়া এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান্ ডয়াল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সার্লক্ হোম্‌সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়। পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৩৲ স্থলে ১॥০ মাত্র।

মধ্যে এই বিষ-গুপ্তির দ্বারা খুন হয়। আমি সুরেন্দ্রনাথের করতলে বিষ-গুপ্তির ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াছি; এবং তাহার মৃতদেহ হইতে বিষ-গুপ্তির বিষের গন্ধের ন্যায় একটা গন্ধও বাহির হইতে দেখিয়াছি। তাহার পর আমার বাড়ী হইতে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ অপহৃত হয়। যে লোককে মৃতদেহ রক্ষার জন্য নিয়োজিত রাখিয়াছিলাম, অপহরণকারী তাহাকেও ঐ বিষ-গুপ্তির বিষের দ্বারা অজ্ঞান করিয়াছিল। বিষ-গুপ্তির বিষ এত তীব্র যে, উহা কোন রকমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, তখনই মৃত্যু ঘটে। এবং উহার গন্ধেও তন্মাত্র অজ্ঞান হইতে হয়। আসামী সুরেন্দ্রনাথকে সেলিনার আশা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেকবার অনেক রকমে ভয় দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই।"

মিস্ সেলিনা নিজের এজাহারে কহিল, "আসামী আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; আমি বিবাহে সম্মত ছিলাম না। আমার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে আসামী দারুণ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। কয়েকবার আসামী সুরেন্দ্রনাথকে ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। জুলেখা হিপ্‌নটিজম জানে, আমার মার মাথার ব্যারাম আছে; অসুখ বৃদ্ধি পাইলে, জুলেখা প্রায়ই ঝাড়ফুঁক্ মন্ত্রের অছিলায় হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিত। জুলেখা একদিন রাত্রে আমার মাতাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া দত্ত সাহেবের বাটীতে পাঠাইয়া দেয়; আমি অন্তরালে থাকিয়া তাহা দেখিয়াছিলাম। তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি তখন দত্ত সাহেবের বাটী পর্য্যন্ত মাতার অনুসরণ করিয়া গিয়াছিলাম। এবং সেখান হইতে তাঁহাকে বিষ-গুপ্তি লইয়া ফিরিয়া আসিতেও দেখিয়াছিলাম। তিনি বিষ-গুপ্তি জুলেখার হাতে দিয়াছিলেন, তাহার পর আমি আর সেই বিষ-গুপ্তি দেখি নাই। যেদিন সুরেন্দ্রনাথ খুন হ'ন, সেদিন

সন্ধ্যার পর তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সাক্ষাতেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি বেশ জানি, আসামীর অধিকারে একখানি টম্বরু নামক প্রস্তরখণ্ড থাকায়, জুলেখা তাঁহাকে খুব ভয় করিয়া চলিত। ছোটনাগপুরের খাড়িয়ারা টম্বরু নামক প্রস্তরখণ্ডকে যে যথেষ্ট সম্মান করে, তাহা আমি জুলেখার মুখে শুনিয়াছি। আমি খুব জানি, সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। সেদিনও আমি তাঁহাকে বিশেষ প্রফুল্ল দেখিয়াছি; এমন কোন ভাব দেখি নাই, যাহাতে তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন। আমি আসামীকে তাঁহার পরম শত্রু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানি।"

সেলিনার জোবানবন্দী শেষ হইলে তাহার মাতা উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে মস্তিষ্কের পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকি। জুলেখার হিপ্‌নটিক চিকিৎসায় আমি ইহাতে অনেকটা উপকার বোধ করি। যেদিন বিষ-গুপ্তি অপহৃত হয়, সেদিন আমার পীড়ার বৃদ্ধিতে জুলেখা আমাকে হিপ্‌নটাইজ করিয়াছিল। কিন্তু তখনকার হিপ্‌নটাইজ্‌ড অবস্থায় আমি কি করিয়াছি, তাহা কিছুই মনে পড়ে না। জুলেখা অনেক দিন হইতে আমার নিকটে আছে। আমি তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও বিশ্বাস করি। সে যে আমাকে হিপ্‌নটীজমের অভিভূত অবস্থায় রাখিয়া কোনও প্রকার গর্হিত কার্য্য করাইবে, বলিতে কি, এরূপ সন্দেহ আমার মনে এ পর্য্যন্ত একবারও উদিত হয় নাই। আমি মিঃ দত্তের বাটীতে কিম্বা আমার নিজের বাটীতে পূর্ব্বে কখনও এই বিষ-গুপ্তি দেখি নাই। জুলেখা সেলিনাকে সুরেন্দ্রনাথের অনুরক্তা বলিয়া জানিত। কিন্তু তাহার ইচ্ছা নহে, সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেলিনার বিবাহ হয়। আসামীকে বিবাহ করিবার জন্য আমি আমার কন্যাকে

কখনও কোন অনুজ্ঞা করি নাই। আমি আসামীর নিকটে টম্বরু নামক একখণ্ড প্রস্তর দেখিয়াছি; কোল্ বা খাড়িয়াজাতির সকলেই টম্বরুকে ভয় ও সম্মান করিয়া থাকে। জুলেখাও এই টম্বরুর জন্য আসামীকে খুব ভয় ও ভক্তি করিত। বন্দী যে সুরেন্দ্রনাথের পরম শত্রু, তাহা তিনি নিজের মুখে স্বীকার করিয়াছেন। আমার কন্যার জন্য তদুভয়ের মধ্যে একটা খুব বিদ্বেষভাব ছিল। উপস্থিত কোন কোন সাক্ষীর ও আমার সমক্ষে আসামী সুরেন্দ্রনাথকে সেলিনার সহিত বিবাহ-সংকল্প ত্যাগ করাইবার জন্য নানারকম ভয় দেখাইয়াছিল। আমি লাগ-চুরীর সম্বন্ধে কোন কথা জানি না।"

মিস্ আমিনা এজাহার দিলেন, "হত্যাকাণ্ডের পর আশানুল্লা এক-দিন এই বিষ গুপ্তি আমার নিকটে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। বিষ-গুপ্তি দ্বারা যে সুরেন্দ্রনাথ খুন হইয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং আমি তখনই আশানুল্লকে দত্ত সাহেবের নিকটে লইয়া যাই এবং সেই বিষ-গুপ্তি দত্ত সাহেবকে দিয়া আসি। আমি আর কিছু জানি না।"

তাহার পর আশানুল্লা এজাহার দিল, "জুলেখা মধ্যে মধ্যে আমাকেও যাদু করিয়া আসামীর খবরাখবর লইত। আসামী একদিন আমাকে পথে দেখিতে পাইয়া, জুলেখাকে চালেনা-দেশমের খবর দিতে বলিলেন। বিষ-গুপ্তির অপর নাম চালেনা-দেশম; তাহা আমি আগে জানিতাম না। একদিন আমি ঐ বিষ-গুপ্তি সেলিনাদের বাড়ীর গেটের কাছে কুড়াইয়া পাইয়া, উহা বিক্রয়ের জন্য মিস্ আমিনাকে দেখাইতে যাই। আমার কাছে বিষ-গুপ্তি দেখিয়া তিনি আমাকে হুজুর দত্ত সাহেবের

নিকটে লইয়া যান্। আমি আসামীকে লাসচুরী করিতে দেখিয়াছি। একখানি গাড়ীর ভিতরে লাস রাখা হয়। গাড়ীতে সহিস কোচম্যান কেহই ছিল না। আসামী গাড়ীর ভিতরে লাস রাখিয়া নিজেই সেই গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। আমি সেই গাড়ীর পিছনে বসিয়া আলিপুরে আসামীর বাড়ীতেও গিয়াছিলাম। আমি আসামীর নিকট হইতে কিছু আদায়ের চেষ্টায় এইরূপ করিয়াছিলাম।”

তাহার পর রহিমবক্সের ডাক হইল। রহিমবক্স পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইতে পারিয়াছে। লাসচুরীর রাত্রে জুলেখা শয্যাতলে লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপভাবে সহসা তাহাকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহা নিজের এজাহারে প্রকাশ করিল।

৫।

তাহার পর জুলেখার ডাক হইল। তাহার জোবানবন্দীর সারাংশ এই ;—আমি বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারি করিতে জানি। আমি আসামীকে আগে চিনিতাম না। আসামী আমার মনিব-বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া-আসা করিতেন; ক্রমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। আসামী কাঁউরূপী সিঙ্গিবোঙ্গার অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানেন। তাঁহার কাছে এক-খানি টম্বরু ছিল; টম্বরুর অনেক গুণ, টম্বরু দ্বারা কাঁউরূপী সিদ্ধ হওয়া যায়; আমি টম্বরুর জন্য আসামী সাহেবকে বড় ভয় করিতাম। আসামী মিস্ সেলিনাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মিস্ সেলিনাকে সুরেন্দ্রনাথের অনুরক্তা দেখিয়া আসামী সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। আসামী সেই সময়ে দত্ত সাহেবের বাড়ীতে চালেনা-দেশম দেখিতে পান; সেই চালেনা-দেশমের দ্বারা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবেন বলিয়া স্থির করেন। আমি তাহার সাহায্য করিতে সম্মত

হইয়াছিলাম ; কাঁউরূপীর মহিমায় সেলিনার মাতার দ্বারা চালেনা-দেশম হস্তগত করি। সেলিনার মা নিজে তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আমি বিষ তৈয়ারি করিয়া চালেনা-দেশম ঠিক করিয়া রাখি। যে রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ খুন হন, সেই রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নির্জ্জন বাগানে বসিয়া উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, আসামীও ঠিক সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে সেলিনার পার্শ্বে দেখিয়া তিনি তখন সেলিনার সহিত দেখা করেন নাই। যখন সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার নিকটে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন আসামী আমার নিকট হইতে চালেনা-দেশমটা চাহিয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, সুরেন্দ্রনাথ খুন হইয়াছেন। ইহার পর আসামী লাসচুরী করিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিলেন। তাঁহার কাছে টাকা ছিল, কোন আপত্তি না করিয়া আমি সে কাজেও তাঁহার সাহায্য করিতে সম্মত হইলাম। দত্ত সাহেবের বাড়ীতে যে ঘরে লাস ছিল, আমি সেই ঘরে যাইয়া লাসের বিছানার নীচে লুকাইয়া রহিলাম। তাহার পর সুযোগমত রহিমবক্সকে চালেনা-দেশমের বিষের সাহায্যে অজ্ঞান করিলাম। আসামী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। আসামীকে তখনই ঘরের ভিতরে আনিবার জন্য আমি বাহিরে দিক্‌কার একটা জানালা খুলিয়া দিলাম। দুইজনে ধরাধরি করিয়া সেই জানালা দিয়া লাস বাহির করিয়া লইলাম। বাগানের বাহিরে আসামীর নিজের গাড়ী ছিল, সেই গাড়ীতে লাস তুলিয়া দিলাম। আমি আর কিছু জানি না।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভীষণ পক্ষসমর্থন

প্রাগুক্ত জোবানবন্দীতে সমাগত জনতা বেণ্টউডকে সম্পূর্ণরূপে দোষী স্থির করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিল। মোকদ্দমাও এক প্রকার শেষ হইয়া আসিল। এখন অমরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখা যায় না। তিনি শেষ বক্তৃতার জন্য ধীরে ধীরে উঠিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া জনতার মৃদুগুঞ্জন একেবারে থামিয়া গেল, এবং দর্শকদলের অনেকেই মনে মনে স্থির করিলেন, অমরেন্দ্রনাথ বেণ্টউডের পক্ষসমর্থনে অনর্থক চেষ্টা করিতেছেন, আর কোন উপায় নাই।

অমরেন্দ্রনাথ উঠিয়া প্রথমে একবার অদূরবর্ত্তিনী সেলিনার মুখের দিকে চাহিলেন। সেলিনাও তাঁহার দিকে অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তাহার পর অমরেন্দ্রনাথ একবার ডাক্তার বেণ্টউডের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সাক্ষী দ্বারা অপরাধী সাবাস্ত হইয়াও তাঁহার কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তাঁহার মুখভাব তখনও বেশ প্রশান্ত—ভয় বা আকুলতার চিহ্নমাত্রও নাই। বেণ্টউড, অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহার দিকে চাহিতে দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন। সে হাসিতে অমরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেই বিষ-গুপ্তিটা তুলিয়া লইয়া, বিচারক এবং জুরিগণকে যথাবিহিত সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সাক্ষিগণের জোবানবন্দীতে

আমার মক্কেলের অপরাধ সপ্রমাণ হইলেও, প্রকৃত তিনি অপরাধী নহেন—আমি নিজেও একজন সাক্ষী। সাক্ষীরা এজেহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি বর্ণও ঠিক নহে। ডাক্তার বেণ্টউড অপরাধী নহেন—আমি নিজেই অপরাধী—সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী—" বলিতে বলিতে অমরেন্দ্রনাথের স্বর বিকৃত ও ব্যাকুল—জড়িত এবং তৎক্ষণাৎ দৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইল। উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি পূর্ব্বেই আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া আমার অপরাধের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আমি এখন ডাক্তার বেণ্টউডের বাড়ীতে থাকি; সেখানে আমার শয়ন-গৃহে আপনারা সকলেই তাহা দেখিয়া আসিতে পারেন।"

দর্শকগণ নির্ব্বাক্ ও নিঃশব্দ—সকলেই নিষ্পলকনেত্রে অমরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া।

অমরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "মিস্ সেলিনাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি, তাহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য আমি হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য। পরে যখন দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথ আমার অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়, তখন আমি জুলেখাকে হাত করিলাম। জুলেখার কাছে এই বিষ-গুপ্তি ছিল। সে কিরূপে ইহা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না—আর সে কথায় এখন বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। আমি জুলেখাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার নিকট হইতে বিষ-গুপ্তিটা আদায় করিয়া লই। যে রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ খুন হয়, সেদিন আমি কলিকাতায় যাইবার নাম করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত তাহা ঘটে নাই। আমি তখন সেলিনাদের বাটীতে যাইয়া, জুলেখার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া বিষ-গুপ্তি সংগ্রহ করিলাম। রাত্রে আমি গোপনে সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর দেখিলাম, সেখানে সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং বাড়ীর

ভিতরে না যাইয়া সেলিনার জন্য সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে সেলিনাও বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিল। আমি গোপনে থাকিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম—ঈর্ষার বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে আমার হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাহার পর যখন সুরেন্দ্রনাথ সেলিনার নিকটে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেল, আমিও অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলাম। যখন আমি ছুটিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, আমাকে সেইরূপে বিষ-গুপ্তি লইয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া, সুরেন্দ্রনাথ সভয়ে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমন আমার হস্তস্থিত এই বিষ-গুপ্তি কাড়িয়া লইতে আসিবে, আমি তখনই উদ্যত বিষ-গুপ্তি তাহার বাম করতলে এইরূপ বিদ্ধ করিয়া দিলাম।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অমরেন্দ্রনাথ নিজের বাম করতলে সেই বিষ-গুপ্তি বিদ্ধ করিয়া, সশব্দে সম্মুখবর্ত্তী টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার মৃতদেহ সেই বিস্ময়বিহ্বল নীরব জনতার মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিচারের ফল

মোকদ্দমার এইরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব, ভীতিপ্রদ নিষ্পত্তিতে সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইল। বিচার শেষ হইয়া গেল; অনতিবিলম্বে জনতার লাঘব হইল; এবং অমরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দত্ত সাহেবের বাটীতে আনীত হইল।

অনন্তর অমরেন্দ্রনাথের কথামত বেণ্টউডের বাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইল। অনুসন্ধানে অমরেন্দ্রের হস্তলিখিত সেই আত্মদোষস্বীকার-পত্র পাওয়া গেল। তিনি আদালতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাই লিখিত রহিয়াছে।

অনতিবিলম্বে আইনের ধারানুক্রমে ডাক্তার বেণ্টউড হত্যাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল—তথাপি তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ নাই—মুখমণ্ডলে উদ্বেগের কোন চিহ্ন নাই—পরম নিশ্চিন্ত মনে তিনি নিজের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

আদালতের সেই অভূতপূর্ব্ব ভীষণ ঘটনায় সেলিনার মাতা ও সেলিনার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সজলনেত্রে তাঁহারা আদালত হইতে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সেদিন জুলেখাকে ফিরিতে দেখা গেল না। তৎপরদিনও জুলেখা ফিরিল না।

মোকদ্দমার সেই নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জুলেখা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সে এখন টম্বরু পাথর পাইয়াছে—তাহার বুক এখন সপ্তহস্ত পরিমিত, তাহাকে আর পায় কে?

বিচারের পরদিন প্রাতে ইন্‌স্পেক্টর গঙ্গারামবাবু দত্ত সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "জুলেখাকে ধরিয়া রাখিলে ভাল হইত। ডাক্তার বেণ্টউডের বিপক্ষে এরূপ সাংঘাতিক মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহার কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত। সেই বেটীই অনিষ্টের মূল। আমাদের বড়ই ভুল হইয়াছে—বেটী খুব ফাঁকি দিয়াছে।"

দত্ত সাহেব সে কথায় বড়-একটা কাণ দিলেন না। মুখ তুলিয়া একবার গঙ্গারামের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বুকের মধ্যে যে অনলদাহ উপস্থিত হইয়াছিল, যেন তাহারই হল্কা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত এক-একবার বাহির হইতেছিল। বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার আজ একি সর্ব্বনাশ হইল! সুরেন্—অমর—তোদের মনে এই ছিল রে! তোরা দুইজনেই আমাকে ফাঁকি দিয়া গেলি!"

গঙ্গারাম বড় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি অমরের জন্য আবার দুঃখ করিতেছেন?"

দত্ত সাহেব স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "কেন করিব না, অমরের অপরাধ কি? সুরেন্দ্রের অপেক্ষা অমরেন্দ্রের জন্য আরও দুঃখ হওয়া উচিত। অমর নৈরাশ্যে, ক্ষোভে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল—পাগল হইয়া গিয়াছিল—নিশ্চয়ই জুলেখার পরামর্শে সে সুরেন্দ্রকে হত্যা করিয়া থাকিবে। গঙ্গারাম বাবু প্রকৃত কথা বলিতে কি, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এ সকল ভীষণ দুর্ঘটনার জন্য ডাক্তার বেণ্টউড দোষী নহেন, সেই জুলেখাই এই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সে পিশাচীকে কোন রকমে ধরিতে পারিলে বড় ভাল কাজ হইত।"

গঙ্গারাম কহিলেন, "শীঘ্রই সে ধরা পড়িবে,—মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।"

গঙ্গরাম, জুলেখাকে ধৃত করা যতটা সহজ মনে করিতেছেন, সুচতুরা জুলেখাকে যাঁহারা প্রকৃতরূপে চিনিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক ততটা সহজ মনে করিতে পারিবেন না। দত্ত সাহেব এই কয়েক দিনে জুলেখার সম্পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছেন; জুলেখা যে আর কখনও ধরা পড়িবে না, সে বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলেন। জুলেখা এখন টম্বরু হস্তগত করিয়াছে—এইবার সে নিশ্চয়ই একেবার নিজের দেশে ছোট-নাগপুরে গিয়া উঠিবে; সেই বন্য প্রদেশ হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

আজ একবারও দত্ত সাহেব বাটীর বাহির হন নাই। যে ঘরে অমরেন্দ্র-নাথের মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল, কখন বা সেই ঘরে গিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, কখনও বা লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আবার পরক্ষণে উঠিয়া গিয়া অমরেন্দ্রের প্রস্তরকঠিন দেহ বুকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেমন একদিন সুরেন্দ্র-নাথের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র শয্যার উপর পড়িয়াছিল—আজ অমরেন্দ্রনাথের মৃতদেহও সেই ক্ষুদ্র শয্যায় ঠিক সেইরূপ ভাবে পড়িয়া। যে বিভীষিকা নাটকের যেরূপ' শোচনীয় প্রস্তাবনা-দৃশ্যের মাঝখানে একদিন যবনিকা উঠিয়াছিল, দত্ত সাহেবের হৃদয় দ্বিধা করিয়া আজ সেই নাটকের তেমনই একটা ভয়ানক শোকাবহ শেষদৃশ্যের মাঝখানে যবনিকাপাত হইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এখনও অগ্নি নিভিল না

যাঁহাদিগের মুখ চাহিয়া দত্ত সাহেব বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা আর এ জগতে নাই। আজ এই জীবন-সায়াহ্নে তাঁহার সকল আশা, সকল আগ্রহ, সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। আজ তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে বিশ্বপৃথিবী ঘোর তিমিরাবৃত। আজ সুরেন্দ্রনাথ নাই—অমরেন্দ্রনাথ নাই—অকালে অপঘাতে উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তদুভয়ের অভাবে আজ তাঁহার জগতের সকল বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। কাহার মুখ চাহিয়া তিনি আর জীবন ধারণ করিবেন? কি কুক্ষণে তিনি পাপ-বিষ-গুপ্তি গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। উভয়েরই বাম করতলে সেই বিষ-গুপ্তির ক্ষতচিহ্ন, উভয়েরই বিষ-গুপ্তির বিষে আজ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত। একমাত্র বিষ-গুপ্তি হইতে উভয়েরই কি শোচনীয় পরিণাম! দত্ত সাহেবের পরিণামও কি ভয়ানক!

অমরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের কথা বারংবার দত্ত সাহেবের মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ এক্ষণে কোথায়? কে বলিবে, কোথায়? একমাত্র বেণ্টউড তাহা জানেন; একমাত্র তিনিই এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন। তিনি কি তাহা প্রকাশ করিবেন? যদিও তিনি হত্যাপরাধ হইতে এক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এখনও লাসচুরীর দাবীতে তিনি অভিযুক্ত; জামিনে খালাস

আছেন মাত্র। লাসচুরীর মোকদ্দমা উঠিলে, তখন তিনি তৎসম্বন্ধে সত্য প্রকাশ করিবেন কি না—কে জানে ?

অপরাহ্ণে দত্ত সাহেব লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া বসিলে, রহিমবক্স আসিয়া বলিল, সেলিনার মাতা ও সেলিনা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দত্ত সাহেব একবার মনে করিলেন, তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিবেন না—তাঁহাদিগের জন্যই আজ তাঁহার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাহার পর আবার মনে করিলেন, তাঁহাদিগের দোষ কি ? অদৃষ্টে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে—যাহা বাকী আছে, ঘটিবে। তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য তিনি রহিমবক্সকে অনুমতি দিলেন।

অনতিবিলম্বে কেবল সেলিনার মাতা লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেলিনা তাঁহার সঙ্গে নাই।

দত্ত সাহেব দেখিলেন, মিসেস্ মার্শনের মুখমণ্ডল একান্ত বিষণ্ণ। মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনিও হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছেন। কিন্তু কিসের জন্য আঘাত পাইয়াছেন ? সুরেন্দ্রনাথের জন্য কি অমরেন্দ্র নাথের জন্য—অথবা জুলেখার জন্য—তাহা তিনিই জানেন।

দত্ত সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সহিত সেলিনাও আসিয়াছিল না ?"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "হাঁ, আসিয়াছিল; সে কিছুতেই আর আপনার সমক্ষে আসিতে চাহিল না—আমি অনেক বুঝাইলাম, তথাপি সে আমার কথা শুনিল না—চলিয়া গেল। এই কয়েকদিনের দুর্ঘটনায় সে যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে; পাগলের মত আপনার মনে কি বলে, কি করে, কাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না। তাহার মতিগতি একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "হইবারই কথা। কেবল সেলিনার কেন, আমারও মতিগতি একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। যাক্‌, এ সকল কথায় আর কাজ নাই। আপনি এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছেন, বলুন ?"

মিসেস্‌ মার্‌শন কহিলেন, "আমরা এখান হইতে উঠিয়া যাইব।"

দত্ত সাহেব সবিস্ময়ে কহিলেন, "উঠিয়া যাইবেন, কেন ? কোথায় যাইবেন ?"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "বোম্বে গিয়া থাকিব, মনে করিতেছি। এখানে বাস করা আমি আর সুবিধাজনক বোধ করি না। এই মাসের মধ্যেই এখানকার বাড়ী বাগান—যাহা কিছু আছে, সমুদয় বিক্রয় করিয়া ফেলিব। এই মাসের মধ্যেই একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। আপনি কি বলেন ?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমি আর কি বলিব ? আপনি নিজে যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন ; আমি ইহাতে আপনাকে কি যুক্তি দিব ? আমার নিজেরই বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। ভাল কথা, জুলেখার কি হইল ?"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "তাহার কথা আর বলিবেন না—সেই পিশাচী হইতেই এই সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। মোকদ্দমার পর হইতে জুলেখা পলাইয়া গিয়াছে। কই, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হয় ত সে নিজের দেশে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমিও তাহার হাত এড়াইয়া বাঁচিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, কি সয়তানীর হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।"

দত্ত সাহেব করিলেন, "পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারিলে ভাল হইত ; কেবল আপনি ত তাহাকে স্পর্দ্ধা দিয়া এই সকল সর্ব্বনাশ ঘটাইলেন।

আপনি যদি তাহার মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া, তাহার কথামত না চলিতেন, তাহা হইলে সে আপনাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া বিষ-গুপ্তি সংগ্রহ করিতে পারিত না। বিষ-গুপ্তি না অপহৃত হইলে অকালে আমার সুরেন্দ্র ও অমরেন্দ্রকে প্রাণ হারাইতে হইত না।"

সেলিনার মাতা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে—আমার অবিমৃষ্যকারিতার ফল যথেষ্ট হইয়াছে। আপনি আমাকে আর এ কথা বলিয়া কষ্ট দিবেন না। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।"

দত্ত সাহেব কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, "আমারও দগ্ধ হইতেছে—আমারও হৃদয়ে তুষানলদাহ—আপনি তাহার কি বুঝিবেন? সুরেন্ ও অমর দুজনকেই আমি হারাইয়াছি। দুজনেই মরিয়াছে—একজন অপরের হাতে মরিয়াছে—আর একজন নিজের হাতে মরিয়াছে—সকলই ফুরাইয়াছে। আপনি, আপনার কন্যা আর জুলেখা, এই তিন জন হইতেই না আজ আমার এই সর্ব্বনাশ! আপনারা এই দণ্ডেই বোম্বে—যেখানে ইচ্ছা আপনাদের—চলিয়া যান্। যাহা হউক, কলিকাতা সহরে আপনারা একটা খুব কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন!"

দত্ত সাহেবের কথা শেষ হইয়াছে মাত্র, সেলিনার মাতা কি বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

উভয়ে সাশ্চর্য্যে সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন, সেই উন্মুক্ত দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—সহাস্যমুখে ডাক্তার বেণ্টউড।

নবম পরিচ্ছেদ

জুলেখার কথা

দত্ত সাহেব এবং সেলিনার মাতা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগের যতদূর অনিষ্ট করিতে হয়, তাহা করিয়া নির্লজ্জ বেণ্টউড আজ আবার কোন্ সাহসে তাঁহাদিগেরই বাটীতে পদার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছেন।

ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণ্টউড কহিলেন, "মিসেস্ মার্শন! আপনি যে আজ এমন সময়ে—এখানে?"

শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস্ মার্শন কহিলেন, "নারকি! তুমি আর আমার সহিত কথা কহিয়ো না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা হয়—তোমার মত লোকের মুখ দেখিতেও পাপ আছে—এখানে আর তিলার্দ্ধ থাকা নয়।" বলিয়া একেবারে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

বেণ্টউড দত্ত সাহেবকে কহিলেন, "বাঁচা গেল! আপনার সহিত গোপনে আমার দুই-একটি কথা আছে।"

দত্ত সাহেব আপদমস্তক রোষ-প্রজ্বলিত হইয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন, "কোন কথা নয়—কোন কথা নয়—তোমার মত পিশাচের সহিত কোন কথা নাই—এখনই তুমি এখান হইতে দূর হইয়া যাও।" বলিতে বলিতে—দত্ত সাহেব বসিয়াছিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার বেণ্টউড সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, গৃহমধ্যস্থ একখানা সর্ব্বাপেক্ষা উপবেশন-আরামদায়ক চেয়ার নির্ব্বাচন করিয়া, তদুপরে

উপবেশনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি কাহারও আদেশ মত কাজ করিতে পারি না। যখন নিজের দূর হইতে ইচ্ছা হইবে, তখন আর আপনাকে সে কথা বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। আপনি ত জানেন, আমি অনেকটা স্বাধীন-প্রকৃতির লোক।"

দত্ত সাহেব আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন, "এখনও আমার কথা শুন, নতুবা ভৃত্যের হস্তে তোমাকে অবমানিত হইতে হইবে।"

বেণ্টউড কহিলেন, "তবে দেখিতেছি, যে প্রয়োজনীয় কথাটা আপনাকে বলিতে আমি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিলাম, তাহা শুনিতে আপনার একান্ত ইচ্ছা নাই।"

অনেকটা নরম হইয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "কি কথা—কি এমন প্রয়োজনীয় কথা ?"

বে। বস্তুতঃ যাহা ঘটিয়াছে—সত্য সংবাদ।

দত্ত। আমি আদালতে তাহা শুনিয়াছি।

বে। তাহা ভুল শুনিয়াছেন। জুলেখার মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও ভুল ; সেলিনার মুখে যাহা শুনিয়াছেন—

দত্ত। [বাধা দিয়া] অমরের মুখে যাহা শুনিয়াছি ?

বে। তাহাও ভুল—সকল খবরই আমি রাখি। প্রকৃত ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকলই আমি জানি। আপনি কি তাহা শুনিতে চান, না আমাকে দূর হইয়া যাইতে বলেন ? কি আপনার অভিরুচি ?

দত্ত সাহেব সহসা ইহার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। বেণ্ট-উডের কথায় তিনি আবার বড় গোলমালে পড়িলেন। মনে হইতে লাগিল, বেণ্টউডের আরও একটা কিছু অভিপ্রায় আছে। এই হত্যা-কাণ্ড সম্বন্ধে এখনও অনেক প্রকৃত কথা জানিতে পারা যায় নাই। জুলেখা নিরুদ্দিষ্টা। একমাত্র বেণ্টউডের নিকটেই এখন সেই সকল

প্রকৃত সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্ত সাহেব পুনরায় নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। এবং একটু রুক্ষস্বরে বেণ্টউডকে কহিলেন, "কি বলিতে চাও, বল।"

বেণ্টউড কহিলেন, "আমি আপনার হত্যাপরাধের দাবী হইতে কিরূপে মুক্তি পাইলাম, তাহা আপনি জানেন। মুক্তিই বা পাইব না কেন? আমার অপরাধ কি? যখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া জানি, তখন আমি আপনার মিথ্যা দাবীতে ভীত হইব কেন? যদিও লাসচুরীর অপরাধে আমাকে আপাততঃ—"

বাধা দিয়া ক্রোধভরে দত্ত সাহেব কহিলেন, "কোথায় সে লাস? আমি তোমাকে খুব চিনিয়াছি—পাকা বদ্‌মায়েস তুমি!"

বেণ্টউড কহিলেন, "দেখুন, ইতরের ন্যায় অনর্থক গালাগালি করিবেন না; তাহা হইলে আমি কোন কথা প্রকাশ করিব না। যদি শুনিতে ইচ্ছা থাকে, দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যান্।"

দত্ত সাহেব নীরবে রহিলেন।

বেণ্টউড বলিতে লাগিলেন, "লাসচুরীর অভিযোগে আমি এখনও অভিযুক্ত; শীঘ্রই ইহার বিচার আরম্ভ হইবে। সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। দেখিবেন, এই লাসচুরীর মোকদ্দমায়ও আমি কিরূপ ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করি। আপনার নিকটে খুনের মোকদ্দমার ন্যায় তাহাও স্বপ্নাতীত বলিয়া অনুমিত হইবে। যাহাই হউক, আপাততঃ আমি জামিনে খালাস পাইয়া আপনার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলাম।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সর্ব্বনাশের আরও কিছু বাকী আছে কি?"

বেণ্টউড সহাস্যে কহিলেন, "সর্ব্বনাশের জন্য নয়—মঙ্গলের জন্য আসিয়াছি। আপনি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন।

আমার মুখে আদ্যোপান্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবেন—এ কি বিস্ময়জনক ব্যাপার!"

দত্ত সাহেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন ব্যাপার?"

বেণ্ট। ব্যস্ত হইবেন না—ব্যস্ত হইবেন না—যথা সময়ে আমি তাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিব। তাড়াতাড়ি করিবেন না—তাড়াতাড়ির কাজ নয়। ভাল কথা, জুলেখার কি হইল?

দত্ত। সে পলাইয়াছে।

বেণ্ট। পলাইবারই কথা—আমার ভয়েই সে পলাইয়া গিয়াছে।

দত্ত। সেটা ঠিক নয়—টম্বরু পাথর এখন তাহার নিকটে—সে এখন আর কাহাকেও ভয় করিবার পাত্রী নহে।

বেণ্ট। হাঁ, জুলেখা ভারি চালাক। সে আমার নিকট হইতে টম্বরু পাথরটা বড়ই ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। সেদিন আমার খুবই একটা আহাম্মুখী হইয়াছে। আমি যখন হাজতে বন্দী ছিলাম, সেই সময়ে, সে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কথা আছে বলিয়া, সে আমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিবার অনুমতিও পাইয়াছিল। সহসা সেদিন তাহাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া আমিও অনেকটা সুবিধা বোধ করিলাম। মনে করিলাম, টম্বরুর ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমনভাবে সাক্ষ্য দিতে শিখাইয়া দিব, যাহাতে সহজে আমার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ হয়। সেই সম্বন্ধেই কথা আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে সে নিমেষ মধ্যে বিষ-গুপ্তির বিষের একটা শিশি বাহির করিয়া আমার মুখে সেই বিষ মাখাইয়া দিল, তন্মুহূর্ত্তেই আমি নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িলাম। জুলেখা অবসর বুঝিয়া সেই টম্বরু পাথরটা সেই সময়েই আমার ঘড়ীর চেন হইতে খুলিয়া লইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

ইহা কি সম্ভব ?

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বিষ-গুপ্তির বিষ কি এমনই ভয়ানক ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "ভয়ানক বই কি, প্রয়োগমাত্রেই মৃত্যু। আদালতে অমরেন্দ্র যখন বিষ-গুপ্তি নিজের করতলে বিদ্ধ করে, তখন আপনি ত নিজেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তেই অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। ঐ বিষ শরীরস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই বলিয়া, আমার মৃত্যু হয় নাই—নিঃশ্বাসের সহিত কেবল গন্ধটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম মাত্র। পরে পুনরায় জ্ঞান হইল।"

দত্ত। কতক্ষণ পরে জ্ঞান হইল ?

বেণ্ট। প্রায় এক ঘণ্টা পরে। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, জুলেখা নাই, একজন প্রহরী আমার কাছে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছি বলিয়া জুলেখা তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহার পর কিছুক্ষণ প্রহরীর সহিত মিলিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে করিতে জুলেখা কখন তাহার অজ্ঞাতে সরিয়া পড়িয়াছে ; কেবল সে নিজে সরিয়া পড়ে নাই—টম্বরুখানাও সরাইয়াছে। তখন আমি বুঝিলাম, আর রক্ষা নাই, এইবারে জুলেখা নিঃসঙ্কোচে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। নিজের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইলাম। মনে হইল, এইবার বুঝি—

দত্ত। [বাধা দিয়া] ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে হয়। কেমন?

বেণ্ট। না, তাহা ঠিক নয়; আমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে হইবে না—সে বিশ্বাস আমার মনে প্রচুর পরিমাণে ছিল; সেজন্য আমি একটুও ভাবি নাই। কেনই বা ভাবিতে যাইব? আমি মনে মনে বেশ জানিতাম, যাহাই ঘটুক না কেন—চারিদিক্ হইতে বিপদ্ আসিয়া যেমন ভাবেই আমাকে জড়ীভূত করুক না কেন—আমি নিজেকে নিজে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিব। আর অমরেন্দ্রনাথ যে, এরূপ ভাবে আমার পক্ষ-সমর্থন করিবে, তাহাও আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই। কি আশ্চর্য্য! এমন জানিলে আমি কখনই তাহাকে আমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য অনুরোধ করিতাম না—এমন একটা শোচনীয় কাণ্ড কখনই ঘটিতে দিতাম না।

"অমর রে, হতভাগা—তোর মনে এই ছিল!" বলিয়া দত্ত সাহেব মুখ নত করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি জলে পূর্ণ হইল।

বেণ্টউড কহিলেন, "অমর যে এমন ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। একটা স্ত্রীলোকের জন্য নিজে আত্মহত্যা করে, এ জগতে এমন নির্ব্বোধ আর কে আছে?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সেই স্ত্রীলোকেরই জন্য তুমিও ত নিজের জীবন খুব সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছ।"

সরলভাবে বেণ্টউড কহিলেন, "আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। সেই স্ত্রীলোকের জন্য নহে, তাহার অতুলৈশ্বর্য্যের জন্য আমি নিজেকে বিপদাপন্ন করিয়াছিলাম মাত্র—তা' ইহাতে মৃত্যুর হাতে পড়িবার ত কিছুই দেখি না। আমি এখনও বলিতেছি, নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব, এ ধারণা আমার মনে বরাবরই খুব প্রবল ছিল।"

দত্ত। আমার ত তাহা বোধ হয় না।

বেণ্ট। তবে আমি অমরকে আমার পক্ষ-সমর্থন করিতে বলিলাম কেন ?

দত্ত। অমর যে, এরূপ ভাবে তোমার পক্ষ-সমর্থন করিবে, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ?

বেণ্ট। কিরূপে জানিব ? পূর্ব্বেই আমি আপনাকে বলিয়াছি। অমর এরূপে আমার পক্ষ-সমর্থন করিবে, আমি তাহা বিন্দু বিসর্গ জানিতাম না। অমরের এরূপ পক্ষ-সমর্থনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। আমি নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতাম, তবে আমি কেন প্রাণদণ্ডের ভয় করিতে যাই ?

দত্ত সাহেব দেখিলেন, কথায় কথায় তিনি আবার এক বিপুল রহস্যের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছেন; অথচ রহস্যের মর্ম্মভেদ হইতে পারে, বেণ্টউডের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত তেমন একটিও কাজের কথা পাওয়া যাইতেছে না। সমুদয় শুনিবার জন্য তিনি কহিলেন, "প্রাণদণ্ড না হইলেও সুদীর্ঘকাল জেলখানায় বাস করিতে হইবেই।"

বেণ্টউড কহিলেন, "কিছুতেই নহে। আপনি এখন এরূপ মনে করিতে পারেন, বটে; কিন্তু আমার স্থির ধারণা, কিছুই হইবে না। মোকদ্দমাটা শেষ হইলেই টম্বরু পাথরখানা আদায় করিবার জন্য আমি একবার ছোটনাগপুরে গিয়া জুলেখার সন্ধান করিয়া দেখিব। তাহার পর একেবারে বোম্বে যাইব। সেখানে কিছুদিন বাস করিব।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কে জানে মোকদ্দমার ফল কি হইবে ? ভাল হইলেই ভাল। বোম্বে গেলে এখানকার দুই-একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সেখানে সাক্ষাৎ হইবে।"

বেণ্টউড কহিলেন, "বটে! আমাদিগের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে দুই-একজন নাকি? কাহাদের কথা আপনি বলিতেছেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "মিসেস্ মার্শন। তিনি তাঁহার কন্যাকে লইয়া বোম্বে যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। সেইখানেই বাস করিবেন।"

বেণ্টউড কহিলেন, "বটে! তাহা হইলে এখনও আমার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে, দেখিতেছি। পরে হয় ত আমি সেলিনাকে বিবাহ করিতে পারিব।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সেলিনা কখনই তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। তাহার অমতে—"

বেণ্টউড বাধা দিয়া কহিলেন, "তাহা আমি জানি। তাহার মতামতে বড় কিছু আসে-যায় না, অনিচ্ছাসত্বেও যাহাতে সে আমাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, আমি তাহার উপায় জানি।"

দত্ত সাহেব এইবার স্থৈর্য্য হারাইলেন। একান্ত ব্যগ্রভাবে, একান্ত রুষ্টভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তীক্ষ্নকণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমার এ সকল প্রহেলিকার অর্থ ভাল বুঝি না—আমি তোমার মত গোলমেলে লোক আর কখনও দেখি নাই। তুমি এখন কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ, বল।"

বেণ্ট। সুরেন্দ্রনাথের হত্যাকারীর নাম আপনার নিকটে প্রকাশ করিতে।

দত্ত। আমি তাহা জানি। অমরেন্দ্র হত্যাকারী।

বেণ্ট। ঠিক তাহা নহে। প্রকৃত হত্যাকারীকে রক্ষা করিবার জন্য সে নিজে খুন স্বীকার করিয়াছে।

বজ্রচকিতের ন্যায় দত্ত সাহেব সরিয়া দাঁড়াইলেন। জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "প্রকৃত হত্যাকারীকে রক্ষা করিবার জন্য? কে সে হত্যাকারী?"

বেণ্ট। আপনি কি এখনও বুঝিতে পারেন নাই? ভালবাসার পাত্রীর জন্যই লোকে নিজের প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এখনও কি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, কাহার জন্য?

দত্ত। সেলিনা?

বেণ্ট। হাঁ, সেলিনা—আর কেহ নহে—সেলিনা নিজহস্তে আপনার সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাক্ষুষী-বিদ্যা

"সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে! ইহা কি বিশ্বাস? ইহা কখনই হইতে পারে না—একান্ত অসম্ভব।" বলিয়া দত্ত সাহেব বিস্ময়-স্থিরনেত্রে বেণ্টউডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বেণ্টউড কহিলেন, "আমার ত তাহা বোধ হয় না; ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। আমি স্বচক্ষে সেলিনাকে খুন করিতে দেখিয়াছি। কেবল আমি কেন, অমরও দেখিয়াছিল।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "ইহাও মিথ্যাকথা—অমর তখন এখানে ছিল না, কলিকাতায় গিয়াছিল।"

বেণ্টউড কহিলেন, "একটি বর্ণও মিথ্যা নহে; আপনি ত আদালতে অমরেন্দ্রনাথের মুখেই সে কথা শুনিয়াছেন যে, অমরেন্দ্রনাথ সেদিন কলিকাতায় যায় নাই, সেলিনাদের বাড়ীতে গোপনে অপেক্ষা করিতেছিল।"

দত্ত সাহেব ব্যাকুলভাবে কহিলেন, 'হাঁ, ঠিক বটে! কিন্তু, সেলিনা

যে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে, ইহা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সেলিনার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল, কেন সে এমন কাজ করিবে? কোন্ কারণে সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবে? একান্ত অসম্ভব!"

বেণ্টউড কহিলেন, "এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কি কারণে সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিল?"

বেণ্টউড কহিলেন, "কারণ কিছুই নাই—তা' না থাকিলেও, সেলিনাই সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কারণ কিছুই নাই, অথচ সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিল; কে এ কথা বিশ্বাস করিবে?"

বেণ্টউড কহিলেন, "আপনিই বিশ্বাস করিবেন।"

এই বলিয়া তিনি, গবাক্ষপার্শ্বে একটা কুঁজো ও একটা বড় কাঁচের গ্লাস ছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া দত্ত সাহেবের সম্মুখে টেবিলের উপরে রাখিলেন। এবং কুঁজো হইতে জল ঢালিয়া কাচের গ্লাসটা পূর্ণ করিয়া লইলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এ আবার কি হইতেছে?"

বেণ্টউড কহিলেন, "আপনি এই গ্লাসটি বেশ করিয়া দেখুন, ইহাতে জল আছে কি না। ঠিক করিয়া বলিবেন।"

দত্ত সাহেব দেখিলেন, গ্লাসটা জলে এরূপ পরিপূর্ণ যে, একটু নাড়া পাইলেই গ্লাস হইতে জল উছলিয়া পড়িয়া যাইবে। দত্ত সাহেব তাহা বেণ্টউডকে বলিলেন।

বেণ্টউড কহিলেন, "বেশ, এইবার আপনি এই গ্লাসের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকুন, অন্য কোন দিকে চাহিবেন না।"

পরক্ষণে বেণ্টউড বাতিদান হইতে মোম বাতিটা তুলিয়া লইলেন, এবং নিজের পকেট হইতে একটা দিয়াশালাই বাহির করিয়া সেই বাতিটা জ্বালিলেন। গলিত মোমের বিন্দুগুলি নিঃসৃত হইয়া যাহাতে ঠিক গ্লাসের মধ্যে পড়ে, এরূপভাবে সেই প্রজ্বলিত মোমের বাতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া, তিনি দত্ত সাহেবকে কহিলেন, "যতক্ষণ না গ্লাসের জলে পঁচিশ ফোঁটা মোম পড়ে, ততক্ষণ আপনি একদৃষ্টে এই গ্লাসের দিকেই চাহিয়া থাকিবেন।"

দত্ত সাহেব স্থিরলক্ষ্যে গ্লাসের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেণ্টউড গণনা করিয়া এক-এক বিন্দু গলিত মোম সেই গ্লাসের জলে ফেলিতে লাগিলেন। দত্ত সাহেব দেখিলেন, গলিত মোম বিন্দুগুলি গ্লাসের জলে পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া ছোট ছোট ফোটা সাদা ফুলের মত দেখাইতেছে। দত্ত সাহেব সাশ্চর্য্যে আরও দেখিলেন, একটির পর একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে উপর হইতে গলিত মোমের বিন্দুগুলি গ্লাসের জলে পড়িতেছে; সেই সঙ্গে গ্লাসের জলও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। পঁচিশ ফোঁটার শেষ ফোঁটা যখন পড়িল, তখন গ্লাসে আদৌ জল নাই।

বেণ্টউড কহিলেন, "এখন একবার ভাল করিয়া দেখুন, গ্লাসে জল আছে কি না। গ্লাস স্পর্শ করিবেন না।"

দত্ত সাহেব বিশেষ মনোযোগসহকারে দেখিলেন, কিছুমাত্র জল নাই। কহিলেন, "কই, এখন আর জল দেখিতে পাইতেছি না।"

বেণ্টউড কহিলেন, "ভাল, যতক্ষণ না আর পঁচিশ ফোঁটা মোম পড়ে, ততক্ষণের জন্য আবার আপনি গ্লাসের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকুন। অন্যদিকে চাহিবেন না।"

দত্ত সাহেব তাহাই করিলেন। দেখিলেন বেণ্টউড এবার এক হইতে গণনা আরম্ভ না করিয়া, পঁচিশ হইতে বিপরীত গণনা আরম্ভ

করিয়া, এক-এক বিন্দু গলিত মোম সেই গ্লাসে ফেলিতে লাগিলেন। পঁচিশ—চব্বিশ—তেইশ—বাইশ—, ক্রমে দশ,—ক্রমে গ্লাসে জল বাড়িতে লাগিল। দত্ত সাহেব দেখিলেন, পূর্ব্ববৎ বিন্দুগুলি পুষ্পাকারে জমাট বাঁধিতে লাগিল। ক্রমে পাঁচ—গ্লাস প্রায় পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে যখন গণনা শেষ হইল, তখন গ্লাস পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ—একটু নাড়া পাইলেই জল উছলিয়া পড়িয়া যাইবে। জলের উপরে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পাকৃতি মোমের বিন্দুগুলি ভাসিতেছে। দত্ত সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তখন ডাক্তার বেণ্টউড গ্লাস হইতে জল ফেলিয়া দিলেন; এবং গ্লাসটা দত্ত সাহেবের হাতে দিয়া বলিলেন, "এখন আপনি গ্লাসটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, ইহা আপনারই নিত্যব্যবহার্য্য গ্লাস। ম্যাজিক দেখাইবার গ্লাস নহে, অথবা সেরূপ কোন কৌশল ইহার মধ্যে নাই। গ্লাসটি বেশ করিয়া দেখুন, আমার কথা সত্য কি না। তাহার পর আমাকে বুঝাইয়া বলুন, এ রহস্যের কারণ কি?"

গ্লাসটি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "কই, ইহাতে তেমন কোন কৌশল দেখিতেছি না। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার, এ রহস্যের মর্ম্ম বুঝাইয়া বলিব কি, নিজেই কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

বেণ্টউড কহিলেন, "ইহা যে ম্যাজিক, নহে; সে সম্বন্ধে আপনি এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, দেখিতেছি। ভাল, আরও আপনাকে দুই-একটা এইরূপ ঘটনা দেখাইব, তখন আপনার মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। [ভিত্তি সংলগ্ন ঘড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ঐ দেখুন, আপনার ঘড়ীতে এখন সাতটা আটান্ন মিনিট হইয়াছে; এখনই আটটা বাজিবে, আপনি অনন্যমনা হইয়া এই দুই মিনিট আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকুন।"

দত্ত সাহেব তাহাই করিলেন। স্থিরদৃষ্টিতে বেণ্টউডের মুখের দিকে

চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু উল্কাপিণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে, কি ভীষণোজ্জ্বল দৃষ্টি—এমন তিনি আর কখনও দেখেন নাই। অতি কষ্টে দত্ত সাহেব, বেণ্টউডের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই দুই মিনিট তাঁহার নিকটে দুই ঘণ্টার ন্যায় প্রতীত হইল। দেয়ালের ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া আট্‌টা বাজিতে আরম্ভ করিল।

তৎক্ষণাৎ বেণ্টউড কহিলেন, "আপনার বাম করতল দেখুন।"

দত্ত সাহেব নিজের বামকরতলের দিকে চাহিলেন। একদিন সুরেন্দ্র-নাথের বামকরতলের যেখানে বিষ-গুপ্তির যেমন ক্ষতচিহ্ন, এবং যেরূপ ভাবে দুই-একবিন্দু রক্ত লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, এখন নিজের করতলেও ঠিক সেইস্থানে সেইরূপ ক্ষতচিহ্ন, এবং দুই-একবিন্দু রক্ত দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তিনি বিস্ময়প্রকাশের কিছুমাত্র সময়ও পাইলেন না—দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষতচিহ্ন ও দুই-একবিন্দু রক্ত করতলে লীন হইয়া গেল।

বেণ্টউড কহিলেন, "এইবার আপনার দক্ষিণ হস্তের করতল দেখুন।

দত্ত সাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, নিজের দক্ষিণ করতলে রক্তাক্ষরে নিজের নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র অতি সহজে নিজের সেই নাম সহি চিনিতে পারিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাও ক্ষণমধ্যে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া করতলেই মিলাইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুন্দরী সগ্‌সেল নীহার

বেণ্টউড কহিলেন, "এখন বুঝিলেন কি, কেন এরূপ হইল? ইহা হিপ্‌নটিজ্‌ম ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ আপনি জলপূর্ণ গ্লাস, জলশূন্য হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে—গ্লাসের জল পূর্ব্ববৎ গ্লাসেই ঠিক ছিল। আমি আপনাকে এরূপভাবে ইচ্ছাশক্তি পরিচালন করিলাম, যাহাতে আপনি মনে করেন, গ্লাসে আর জল নাই, আপনিও ঠিক তাহাই দেখিলেন। তাঁহার পর আপনি যে নিজের বামকরতলে ক্ষতচিহ্ন, এবং দক্ষিণ করতলে নিজের দস্তখৎ দেখিলেন, তাহাও কিছুই নহে, জানিবেন। ইহা আপনার মনের একটি খেয়ালমাত্র। বলুন দেখি, কি কারণে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকটে দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি কোন কাজ করে না।"

বেণ্টউড কহিলেন, "স্বীকার করি, কথাটা ঠিক; কিন্তু ইহাতে আমি বুঝিলাম কি? ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল বা সবল হউক, একে অপরের স্থান কিরূপে অধিকার করিবে? আমার ইচ্ছা আপনার মস্তিষ্কে কিরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবে?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সে সম্বন্ধে আমি ঠিক করিয়া কিছুই বলিতে পারিব না। তবে এমন অনেক দেখা যায়—হিপ্‌নটিজম্ প্রক্রিয়ার কথা

বলিতেছি না—অনেকেই পরের পীড়াপীড়ি বা প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া, নিজের কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই—এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে।”

বেণ্টউড কহিলেন, “বেশ কথা—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বেশ যুক্তি-সঙ্গত। উহাও একপ্রকার হিপ্‌নটিজম—আপনার ইচ্ছা নাই, অথচ আপনাকে বলিয়া কহিয়া আপনার দ্বারা একটা কাজ করাইয়া লইতে পারি—তাহাতে অবশ্যই আমার নিজের কিছু ইচ্ছাশক্তি অথবা বিশেষ একটা আগ্রহ থাকা প্রয়োজন, নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় না। ভাল আপনাকে আরও একটা বিষয় দেখাইতেছি; আপনি স্থিরমনে আমার তর্জ্জনী অঙ্গুলির দিকে চাহিয়া দেখুন।”

এই বলিয়া বেণ্টউড পার্শ্ববর্ত্তী আল্‌মারী হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া, বামহস্তে সেই পুস্তকের মধ্যবর্ত্তী কোন পৃষ্ঠা উন্মুক্ত রাখিয়া, দত্ত সাহেবের সমক্ষে দক্ষিণ হস্ত সবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দত্ত সাহেব দেখিলেন, বেণ্টউডের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, কেবল তর্জ্জনী উন্মুক্ত রহিয়াছে—এবং শতকিয়ার ৪ লিখিবার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই হস্ত ঊর্দ্ধ ও অধে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। ক্ষণপরে দেখিলেন, সেই তর্জ্জনীর অগ্রভাগে একটু নীলালোকরেখা—এমন অনুজ্জ্বল, একবার দেখা যাইতেছে, একবার দেখা যাইতেছে না। পরক্ষণে দেখিলেন, সেই গৃহের একটা কোণে অস্পষ্ট ধূমের মত খানিকটা কি দেখা গেল—দেখিতে দেখিতে ধূম নিবিড় হইল—দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত ধূম দীর্ঘে দুইহস্ত পরিমিত হইল। ক্রমে সরিয়া সরিয়া তাঁহারই দিকে আসিতে লাগিল; যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আকারে ততই বাড়িতে লাগিল। এবং কেমন যেন একটা আকার প্রাপ্ত হইল—আরও দীর্ঘ হইল—আরও দীর্ঘ হইল। দেখিয়া, একটি বহিঃ-রেখাঙ্কিত মনুষ্যাকৃতি বলিয়া তখন দত্ত সাহেবের বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি



"এক অলঙ্কারবিভূষিতা পরমসুন্দরী আরব-নবীনার মূর্ত্তি।"

[জীবন্মৃত রহস্য—১৮৯ পৃষ্ঠা।

I A P S —CALCUTTA.

স্পষ্ট হইল; দত্ত সাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক অপ্সরোবিনিন্দিতা পরমসুন্দরী আরব-নবীনার মূর্ত্তি। তাহার পরিধানে গাঢ় নীলরঙের পেশোয়াজ; সল্মাচুম্‌কীর কাজ করা, জাফ্‌্রাণরঙের ঝোলা আস্তীনের ভিতর দিয়া তাহার শ্বেতপ্রস্তরোচিতবৎ নির্ম্মল, নিটোল হাত দুইখানি দেখা যাইতেছে; রক্তপদ্মাক্ত কোমল করপল্লবে পুষ্পচয় ও পুষ্পলতা। ঈষদুন্নত বক্ষে বিবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্বর্ণতারামালাখচিত সবুজ মখমলের কাঁচুলী। জরদরঙের ঢিলে পাজামা—তন্নিম্নে জরীর চটিজুতা পরা ক্ষুদ্র সুন্দর পা দুইখানি শোভা পাইতেছে। প্রস্ফুটচন্দ্রকরসম্পাতে উর্ম্মিচঞ্চল সরোবক্ষে যেমন শোভা হয়, অতুল্য যৌবনলাবণ্যে সেই অসংখ্যমণিমুক্তাহীরকাদি-ভূষণালঙ্কৃতা সুবেশা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরীর বর্ণবিভা সর্ব্বাঙ্গে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; দেখিয়া অনুমিত হয়, তাহার সেই যৌবনপুষ্পিতা দেহলতা হইতে, তাহার সেই সৌকুমার্য্যময় সুবিমল ললাট হইতে, এবং তাহার সেই কুসুমকোমল ললাম কপোল হইতে এখনও লুব্ধ তপ্তসূর্য্যকর সেই অপার্থিব আরক্তলাবণ্যবিভা অপহরণ করিতে পারে নাই। মুখখানি অতি সুন্দর,—সুগঠিত ললাট, সেই সুগঠিত ললাটে আলোচনবিলম্বী অলক-গুচ্ছ, সুগঠিত নাসা, ভ্রূ সুগঠিত, সুগঠিত চক্ষু ও চক্ষুঃপল্লব। সুগঠিত কপোল, চিবুক সুগঠিত—কিছুরই তুলনা হয় না; তেমনই অতুলনীয় সম্পূর্ণ মৃদুরক্ত ওষ্ঠাধরে সুমধুর মৃদুহাসি। অসামান্য রূপৈশ্বর্য্যে সেই মূর্ত্তি উজ্জ্বলপ্রজ্বলিতরক্তালোকপরিবেষ্টিত এবং প্রতীয়মান হইতেছে। দত্ত সাহেব দেখিলেন, সেই রক্তালোকমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনীর অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার ঈষচ্চঞ্চলোজ্জ্বল নয়ন দুটি তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। সেই আলোক-ময়ীর আপাদমস্তক—প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্ফুট এবং প্রোজ্জ্বল; এমন কি কনিষ্ঠাঙ্গুলির অঙ্গুরীয়কটি পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই ছায়ামূর্ত্তি এত পরিষ্কার এবং এমন নিখুঁত যে, ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়

না। দেখিয়া দত্ত সাহেব মনে করিলেন, যদি আমি পূর্ব্বে ইহাকে কোথায় দেখিতাম, আজ চিনিয়া লইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না। দেখিতে-না-দেখিতে, সেই মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইল—আরও অস্পষ্ট হইল—আরও অস্পষ্ট—আরও অস্পষ্ট—আরও—দেখিয়া আর কিছুই বুঝা যায় না—আর কিছুই নাই—না সেই আলোকমণ্ডল—না সেই তন্মধ্যবর্ত্তিনী লাবণ্যময়ী—না তাহার সেই করধৃত পুষ্পস্তবক ও পুষ্পলতা। দেখিতে না দেখিতে সকলই মিলাইয়া গেল। কেবল সেই আলেকমণ্ডলটী পুঞ্জীকৃত ধূমের ন্যায় বোধ হইতেছে। তাহাও ক্রমে ছোট হইয়া, তরল হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে—দেখিতে না দেখিতে গৃহকোণে লীন হইয়া গেল। এ কি অলৌকিক রহস্য! দেখিয়া দত্ত সাহেব চমকিত হইলেন। সমুদয় স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। সবিস্ময়ে বেণ্টউডের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, অর্দ্ধমুদিতনেত্রে একদৃষ্টে তাঁহারই দিকে বেণ্টউড চাহিয়া আছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-রহস্য

দত্ত সাহেব প্রকৃতিস্থ হইলে, বেণ্টউড নিজ হস্তস্থিত সেই পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া দত্ত সাহেবের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইমাত্র আপনি যে সুন্দরীকে দেখিলেন, এই পুস্তক মধ্যে তাহার প্রতিকৃতি আছে কি না খুঁজিয়া দেখুন।"

দত্ত সাহেব দেখিলেন, সে পুস্তকের নাম "আরেবিয়ান্ নাইটস্।" তিনি সৌৎসুকে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। পুস্তকখানি সুরঞ্জিত চিত্রশোভিত। প্রায় মাঝামাঝি উল্টাইয়া দেখিতে পাইলেন, এইমাত্র যে সুন্দরীকে দেখিয়াছিলেন, তাহারই একখানি নিখুঁত প্রতিকৃতি; তন্নিম্নে লিখিত রহিয়াছে, "হারুণ্-অল্-রসীদের প্রিয়তমা সুন্দরী সমসেল্ নীহার।"

কি আশ্চর্য্য! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দৃষ্টি, এবং সেই হাসি; পরিধানে সেই ঘন নীলরঙের পেশোয়াজ, এবং জরদ রঙের টিলে পাজামা, বাহুপরি জাফ্রাণ রঙের সেই আস্তান। এবং পদ্মারক্ত করতলে প্রস্ফুটিত পুষ্পদাম ও পুষ্পলতা। সেই সব—এমন কি কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে অঙ্গুরীটী পর্য্যন্ত রহিয়াছে। দত্ত সাহেব স্তম্ভিতভাবে বেণ্টউডের মুখের দিকে চাহিলেন।

বেণ্টউড কহিলেন, "কি দেখিলেন? কিছু বুঝিতে পারিলেন কি?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "কিছু না—কিছু না, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার—এ কি রহস্য!"

বেণ্টউড কহিলেন, "আপনি কি বোধ করেন ?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "বোধ আর কি করিব, ইহাও হিপ্‌নটিজম্ হইবে।"

বেণ্টউড কহিলেন, নিশ্চয়ই। এখন বুঝিতে পারিলেন, হিপ্‌নটিজমের দ্বারা কতটা কাজ হয়। আমি যাহা মনে করিব, বা চিন্তা করিব, কেবল তাহাই আপনি দেখিবেন না—কোন একখানি প্রতিকৃতিকে সজীব করিয়াও দেখান যাইতে পারে। আমি যে ছবিখানি দেখিতেছিলাম, বলুন দেখি, কিরূপে তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি আপনার চোখে প্রতিফলিত করিলাম ? এমন কি যদি বলেন, আমি এই হিপ্‌নটিজম্ প্রক্রিয়ার দ্বারা আরও শতবিধ অদ্ভুত ব্যাপার আপনাকে দেখাইতে পারি। এমন কি মনে করিলে, আপনি যখন এখানে ঘুমাইবেন, তখন আমি নিজের বাড়ীতে বসিয়া আপনাকে গভীর রাত্রে জাগাইতে পারি, জাগিয়া আপনি কোন বহুদিনমৃত বন্ধুকে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিবেন। মনে করিলে এই হিপ্‌নটিজমে আপনাকে আকাশে তুলিতে পারি, স্বর্গে লইয়া যাইতে পারি, আবার নরকের মধ্যেও ফেলিতে পারি—এমন কি মনে করিলে, আপনাকে অতল সাগরগর্ভেও শায়িত করিতে পারি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সকলই বুঝিলাম। কিন্তু, সেলিনা কোন্ কারণে সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিল—বুঝিলাম না। কিরূপে আমি ইহা বিশ্বাস করিব ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "কেন বিশ্বাস করিবেন না ? সেলিনার মাতা বিষ-গুপ্তি অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা যখন আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন ইহাও আপনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন। বলুন দেখি, কোন্ কারণে সেলিনার মাতা আপনার বিষ-গুপ্তি অপহরণ করিয়াছিলেন ?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা নিজের অজ্ঞাতে—স্বেচ্ছায় নহে। তাঁহাকে পাপিষ্ঠা জুলেখা হিপ্‌নটাইজ্ করিয়াছিল।"

বেণ্টউড কহিলেন, "সেলিনারও সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাক্, আর তর্কবিতর্কে কাজ নাই। প্রকৃত ব্যাপার যাহা কিছু ঘটিয়াছে, আমার মুখে শুনুন। জুলেখা, সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিবার উদ্দেশ্যে সেলিনাকে হিপ্‌নটাইজ করিয়াছিল। সেলিনা সেই মোহিন্দ্র অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে। এমন কি এখনও সেলিনা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না—এখনও তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, অমরেন্দ্রই সুরেন্দ্রের হত্যাকারী।"

দত্ত সাহেবের মনে হইল, তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেইরূপ স্বপ্নাসক্তের ন্যায় জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "তবে কি অমরেন্দ্র সেলিনাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের প্রাণ দিল?"

বেণ্টউড কহিলেন, "নিশ্চয়ই—কিন্তু সেলিনা ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না।"

দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে, অমর তাহা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল?"

বেণ্টউড কহিলেন, "অমর স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিল। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সমুদয়ই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। যাহাতে সেলিনা ও সুরেন্দ্রনাথের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ না হয়, সেজন্য সেলিনার মাতা সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদিগের বাটীতে যাইতে নিষেধ করেন। যেদিন সুরেন্দ্রনাথ খুন হয়, সেইদিন সুরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার পর সেলিনাদের বাটীতে গিয়াছিল। গোপনে সেলিনার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ছিল। বলিতে পারি না, অমরেন্দ্রনাথ তাহা কিরূপে জানিতে পারে; তদুভয়ের

মধ্যে কি কথাবার্ত্তা স্থির হয়, অন্তরালে থাকিয়া তাহা শুনিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথও সন্ধ্যার পর সেলিনাদের বাটীতে যাইতে মনস্থ করে। পাছে সুরেন্দ্রনাথের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইজন্য অমরেন্দ্র-নাথ কলিকাতায় যাইব বলিয়া, পূর্ব্বেই বাটী হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু কলিকাতায় না গিয়া, অমরেন্দ্র যথাসময়ে সেলিনাদের বাটীতে গিয়া গোপনে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। অমরেন্দ্র যে অভিপ্রায়ে গিয়াছিল, আমিও ঠিক সেই অভিপ্রায়ে সেখানে গিয়াছিলাম।"

দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেলিনার সহিত সুরেন্দ্রনাথ দেখা করিতে যাইবে, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?"

বেণ্টউড কহিলেন, "জুলেখার মুখে আমি শুনিয়াছিলাম। জুলেখা সকল খবরই রাখিত—সেলিনাদের বাটীতে যখন যাহা কিছু ঘটিত, জুলেখার নিকটে আমি সকল খবরই পাইতাম। আমি সেলিনাদের বহির্ব্বাটীতে অমরেন্দ্রকে লুকাইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহাকে কোন কথা বলিলাম না—দেখা করিলাম না—গোপনে আমিও অপর স্থানে লুকাইয়া রহিলাম। পরে যথাসময়ে যথাস্থানে সুরেন্দ্রনাথ দেখা দিল। এদিকে সেলিনাও বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার হাতে বিষ-গুপ্তি—চক্ষু দুটী অর্দ্ধমুদিত। চোখ মুখের ভাব ও চলিবার ভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলাম, সেলিনা তখন সহজ অবস্থায় নাই—তাহাকে কেহ হিপ্‌নটাইজ করিয়াছে। সেলিনা সুরেন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। সেলিনাকে সম্মুখ-বর্ত্তিনী হইতে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেলিনার হাতে বিষ-গুপ্তি ছিল, হৃদয়ের আবেগে সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। প্রণয় মনুষ্যকে বিবেক সম্বন্ধে অন্ধ করে জানিতাম, এখন দেখিলাম,

কেবল তাহাই নহে, প্রণয় মনুষ্যকে সত্যসত্যই অন্ধ করে। যাহাই হউক, সুরেন্দ্রনাথ সেলিনাকে সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া যেমন উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বক্ষে ধরিতে যাইবে—সেলিনা সেই বিষ-গুপ্তি সুরেন্দ্রনাথের বাম করতলে বিদ্ধ করিয়া দিল। তখনই সুরেন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তখনই তাহার মৃত্যু হইল।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রহস্য-সংযোগ

দত্ত সাহেব উত্তেজিতভাবে কহিলেন, “কি ভয়ানক! সেলিনাদের বাড়ীতে এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল!”

বেণ্টউড কহিলেন, “সেলিনাদের বাড়ীতেই এই ঘটনা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথকে আঘাত করিয়াই সেলিনা বিষ-গুপ্তিটা সেইখানে ঘাস-বনে ফেলিয়া দিল। আশাহুল্লা সেইখান হইতে ঐ বিষ-গুপ্তি কুড়াইয়া আনে, আপনি তাহা জানেন। বিষ-গুপ্তি ফেলিয়া দিয়া সেলিনা দ্রুত-পদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ সেইখানে পড়িয়া রহিল। তখন উজ্জ্বলচন্দ্রালোকে চারিদিক্ দেখা যাইতেছিল। গতিক ভাল নয় দেখিয়া, অমর আর আমি স্ব স্ব গুপ্তস্থান হইতে এক-সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। অমর আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সেলিনাদের বাড়ীতে মৃতদেহ ফেলিয়া রাখা যে যুক্তিসঙ্গত নহে, দুই-এক কথায় তখনই তাহা আমি অমরকে বুঝাইয়া বলিলাম। অমরও বুঝিল,

মৃতদেহ তখনই সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তখন দুজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া, সেই মৃতদেহ বাহির করিয়া বাহিরের পথে আনিয়া ফেলিলাম। এমন সময়ে কিছুদূরে কাহার পদশব্দ শুনিলাম। শুনিয়াই মৃতদেহ ফেলিয়া আমরা পলাইয়া গেলাম। নতুবা খুনের অপরাধে আমরাই তখন ধরা পড়িতাম। ঠিক সেই সময়ে আপনি আসিয়া সেই মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন।”

দত্ত সাহেব কহিলেন, “হাঁ, আমি সুরেন্দ্রনাথের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই তখনই ছুটিয়া গিয়াছিলাম। কই, তোমাদের কাহাকেও সেখানে দেখি নাই।”

বেণ্টউড কহিলেন, “আপনার পদশব্দ শুনিয়াই, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব পলাইয়া গিয়াছিলাম। সাধ করিয়া কে ফাঁসীর দড়ীটা টানিয়া নিজের গলায় লাগাইতে চাহে? এখন আপনি বুঝিতে পারিলেন কি, কেন অমরেন্দ্র আপনার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছিল? কেন সে আপনার বিপক্ষে—আমার পক্ষ-সমর্থনে সম্মত হইয়াছিল?”

দত্ত সাহেব একটা মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “সকলই বুঝিয়াছি। অমর বলিয়াছিল, যখন আমি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিব, তখন তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিব—এখন দেখিতেছি, তাহাই ঠিক। নিরপরাধা সেলিনাকে রক্ষা করিতে সে প্রাণ-পণ করিয়াছিল। এদিকে আবার তোমারও কোন অপরাধ নাই, অথচ তোমার এই বিপদ্—তোমাকেও রক্ষা করিতে হইবে। অমর ঠিক করিয়াছে। এরূপ স্থলে ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? অমর দেবতার কাজ করিয়াছে—অমর মানুষ ছিল না—সে দেবতা—স্বর্গে গিয়াছে। হায়, তোমরা যদি পূর্ব্বে আমার কাছে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে আমি কখনই এতটা ঘটিতে দিতাম না।”

বেণ্টউড কহিলেন, "আমার বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আপনার মনের অবস্থা ঠিক ছিল না; বিশেষতঃ আপনি আমার প্রতি যেরূপ অন্যায় দোষারোপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনার নিকটে তখন কোন কথা প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হইল না।" .

শুনিয়া, রাগিয়া দত্ত সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমি তোমার উপরে অন্যায় দোষারোপ করিয়াছি? আমি এখনও বলিতেছি, একমাত্র তুমিই এই সকল দুর্ঘটনার মূল। অনুরাগেই হউক, বা বিষয়ের লোভেই হউক—যেজন্যই হউক না কেন, তুমি যদি সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য এতটা ব্যগ্র না হইতে, তাহা হইলে কখনই আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। জুলেখার এমন কি দোষ? টম্বরুর ভয় দেখাইয়া তুমি তাহাকে যাহা হুকুম করিতে, সে তাহাই করিত। তুমি যেরূপ দোষী, জুলেখা ততটা নহে। তোমার জন্যই আমি সুরেন্দ্র ও অমরকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি! তুমি যেরূপ মহাপাপী, তোমার মুখ দেখিলেও পাপ আছে।"

বেণ্টউড বিরক্তভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আপনার যাহা মনে আসে বলুন, তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই! দেখিতেছি, আপনার মনে এখনও বিশ্বাস, আমি মহাপাপী—সকল দোষ আমারই। ভাল, কাল যদি আপনি বৈকালে আমার সহিত একবার দেখা করেন, তাহা হইলে প্রমাণ পাইবেন, আপনি আমাকে যেরূপ ভয়ানক পিশাচ মনে করিতেছেন, ঠিক তাহা নহে। ভাল, কাল আমি বৈকালে একবার আসিব।

দত্ত। আর তোমাকে আসিতে হইবে না—তোমার ছায়াস্পর্শ করা অবিধেয়। আমি আর তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি না।

বেণ্ট। পরে না করেন, ক্ষতি নাই। কাল একবার করিবেন, নতুবা নিজেই ঠকিবেন। তাহা হইলে, ইহার জন্য আপনাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। বিশেষ কথা আছে।

দত্ত। কি এমন কথা ?

বেণ্ট। কাল শুনিতে পাইবেন।

দত্ত। এখন বলিলে ক্ষতি কি ?

বেণ্ট। না—কাল বলিব।

দত্ত। এখন না বলিবার কারণ ?

বেণ্ট। কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। কাল সমুদয় জানিতে পারিবেন। আপনি যদি সদ্বিবেচক হন, আমার সহিত দেখা করিতে অমত করিবেন না। কাল বৈকালে সেলিনা ও তাহার মাকে এখানে আসিতে বলিবেন। তাঁহাদিগকেও প্রয়োজন আছে।

দত্ত। তাঁহারা কেহই আসিবেন না। এই ত এখনই দেখিলে, তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়া মিসেস্ মার্‌শন রাগিয়া চলিয়া গেলেন।

বেণ্টউড কহিলেন, "হাঁ, মিসেস্ মার্‌শনকে আমি জানি; তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই নাই। যাহা হউক, আমি আপাততঃ উঠিলাম। আপনি কি কাল আমার সহিত দেখা করিতে সম্মত আছেন ?" বলিয়া টুপীটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে, যদি বিশেষ কোন কথা থাকে, একবার দেখা করিতে ক্ষতি কি ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "মিসেস্ মার্‌শন আর তাঁহার কন্যাকে আসিতে বলিবেন। ভুলিবেন না।"

দত্ত। চেষ্টা করিয়া দেখিব।

"বেশ কথা।" বলিয়া বেণ্টউড বিদায় লইলেন। ঘরের বাহিরে গিয়া, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায়, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আর একটা কথা, সেলিনা সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিয়াছে, ইহা আপনি সেলিনার নিকটে প্রকাশ করিবেন না।"

দত্ত সাহেব একটু ভাবিয়া কহিলেন, "না, এখন কোন কথা বলিব না। কিন্তু ইহার পর বলিব—অমর যাহার জন্য নিজের প্রাণ দিয়াছে, সে ইহা জানিবে না ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "জানিয়া লাভ কি ? লাভের মধ্যে ইহাই হইবে, যখন সেলিনা জানিবে, সে নিজেই সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে, তাহার অপরাধে নিরপরাধ অমরেন্দ্র প্রাণ দিয়াছে, তখন সেলিনার মনের অবস্থা কি ভয়ানক হইবে, ভাবিয়া দেখুন দেখি ; হয় ত সে চিরকালের জন্ত উন্মাদিনী হইয়া যাইবে। সেলিনা এখন এক রকম বেশ আছে, কেন আর তাহাকে চিরব্যথিত করিবেন ? আমি আপনাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, ঘুণাক্ষরেও আপনি সেলিনার কাছে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না—তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন না। বিশেষতঃ যতক্ষণ না কাল আমি আপনার সহিত দেখা করিতেছি, ততক্ষণ আপনি এ বিষয়ে খুব সাবধানে থাকিবেন। আপনি বরং ইহার জন্য শপথ করুন।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে, আমি স্বীকার করিলাম, সেলিনাকে কোন কথা বলিব না।"

পরক্ষণে বেণ্টউড চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

* * * *

অনন্তর দত্ত সাহেব, পরদিন অপরাহ্নে কন্যা সমভিব্যাহারে মিসেস্ মার্শনকে আসিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া রহিমবক্সের মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। বেণ্টউডের সম্বন্ধে কোন কথা পত্রে উল্লেখ করিলেন না। তিনি জানিতেন, সেই সময়ে বেণ্টউড উপস্থিত থাকিবে, ইহা মিসেস্ মার্শন জানিতে পারিলে কখনই আসিবেন না। বেণ্টউডের উপরে তাঁহার ভয়ানক রাগ। অনতিবিলম্বে প্রত্যুত্তর লইয়া সেলিনাদের বাটী হইতে রহিমবক্স ফিরিয়া আসিল। সেলিনার মাতা আসিতে সম্মত হইয়াছেন।

শুনিয়া দত্ত সাহেব আশ্বস্ত হইলেন। আপন মনে বলিলেন, "বাঁচা গেল, বেণ্টউড—লোকটা বড়ই ভয়ানক—দেখি, পিশাচের মনে আরও কি আছে।"

বেণ্টউডের কথাগুলি দত্ত সাহেব বহুক্ষণ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। বেণ্টউড কল্য অপরাহ্নে এখানে সেলিনার মাতা ও সেলিনাকে কেন উপস্থিত থাকিতে বলিয়া গেল, এবং ইহাতে তাহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিতান্ত উদ্বেগের সহিত বেণ্টউডের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেণ্টউডকে বিশ্বাস নাই—হয় ত আবার অমরেন্দ্রের লাসও অপহৃত হইতে পারে, যে ঘরে অমরেন্দ্রের মৃতদেহ ছিল, সেই ঘরে দত্ত সাহেব সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন।

প্রভাতে রহিমকে অমরেন্দ্রের মৃতদেহের পাহারায় রাখিয়া নিজে স্নানাদি সমাপন করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, আজ বেণ্টউড আসিলে, সহজে তাহাকে ছাড়া হইবে না; কাল বড় ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। সে নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহের সকল খবর রাখে, সে নিজেই মৃতদেহ বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ আসিলে, জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে সমুদয় কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ না সমুদয় কথা স্বীকার করিবে, কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই।

অপরাহ্নে সেলিনার মাতা কন্যাসহ দত্ত সাহেবের বাটীতে দেখা দিলেন। সেলিনাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারা যায় না। তাহার মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ ও শুষ্ক--দৃষ্টিতে সে ঔজ্জ্বল্য নাই—একান্ত নিষ্প্রভ—যেন কতদিন রোগভোগ করিয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া দত্ত সাহেবের মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মনে ভাবিলেন, হতভাগিনি, তুমি জান না, তুমি নিজের হাতে কি ভয়ানক কাজ করিয়াছ! তোমার দোষ কি, জুলেখা ও বেণ্টউড এই সকল দুর্ঘটনার মূল—সেই পিশাচ-পিশাচীর হাতে পড়িয়া তুমি মহাপাপ করিয়াছ।

মূর্ত্তিমতী বিষণ্ণতা সেলিনার সেই ম্লান মুখের দিকে দত্ত সাহেব ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। সেলিনাকে তিনি যেরূপ কাতর দেখিলেন, তাহাতে বেণ্টউড তাঁহাকে সেলিনার নিকটে হত্যা-সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে মানা না করিলেও তিনি কিছুতেই তাহা সেলিনার নিকটে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না।

সেলিনার মাতা কহিলেন, "কাল বেণ্টউড আপনার এখানে কেন আসিয়াছিল?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সেদিন সুরেন্দ্রনাথ যেরূপে খুন হয়, তাহা বলিতে আসিয়াছিল।

সেলিনা কহিল, "ডাক্তার বেণ্টউড বড় ভয়ানক লোক—তাহারই মন্ত্রণায় অমরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছেন। সেদিন আমার সহিত সুরেন্দ্রনাথের দেখা করিবার কথা ছিল। তাঁহার সহিত দেখা হইলে আমি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। অমরেন্দ্রনাথ ও বেণ্টউডের সঙ্গে বিবাদ করিতেও মানা করিতে পারিতাম।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "সেদিন সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথের সহিত কি তোমার দেখা হয় নাই?"

সেলিনা কহিল, "না, দেখা করিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথ হয় ত বহির্ব্বাটীতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া পড়েন; কথায় কথায় তাঁহার সহিত বিবাদ ঘটায় অমরেন্দ্র তাঁহাকে খুন করিয়াছেন।"

সেলিনার সরল কথার ভাবে দত্ত সাহেব বুঝিতে পারিলেন, সেলিনা নিজ হস্তে কি ভয়ানক কাজ করিয়াছে, কিন্তু নিজে সে তাহার কিছুই অবগত নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন তুমি সুরেন্দ্রনাথের সহিত কেন দেখা করিতে পার নাই?"

সেলিনা কহিল, "সেদিন আমি বড় অসুস্থ ছিলাম। জুলেখা আমার কাছে ছিল; সে আমাকে নীচে নামিতে দেয় নাই। যখন আমার একান্ত কষ্ট হইতে লাগিল, সে নিজে ঝাড়-ফুঁক্ মন্ত্রে আমার চিকিৎসা করে। তখনই আমি ঘুমাইয়া পড়ি। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন রাত্রি অনেক।

দত্ত সাহেবের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। বুঝিতে পারিলেন, বেণ্টউড যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিবার জন্য জুলেখা সেলিনাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করিয়াছিল। পিশাচী জুলেখাই সেলিনা-মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এ কি স্বপ্ন!

অন্যান্য দুই-একটি কথার পর সেলিনার মাতা দত্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাদিগকে আসিতে লিখিয়াছেন কেন?"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "ডাক্তার বেণ্টউডের কথামত আমি আপনাদিগকে আসিতে লিখিয়াছিলাম। এখনই বেণ্টউড আসিবে। তাহার আসিবার কথা আছে।"

শুনিয়া ক্রোধভরে সেলিনার মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে অপমানিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আপনার এরূপ ব্যবহারে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম না, আপনার উদ্দেশ্য কি।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "এখানে আনিয়া আপনাদিগের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বেণ্টউডের বিশেষ অনুরোধ ক্রমে আমি আপনাদিগকে আসিতে লিখিয়াছিলাম। বেণ্টউডের কোন উদ্দেশ্য আছে, বোধ করি।"

সেলিনা সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি উদ্দেশ্যে বেণ্টউড আপনাকে এমন অনুরোধ করিয়াছে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দত্ত সাহেব কহিলেন, "আমিও তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি, আমাদিগের এই সকল দুর্ঘটনার সম্বন্ধে যাহা কিছু সে জানে, অদ্য তাহা প্রকাশ করিবে।"

সেলিনার মাতা কহিলেন, "যাহা প্রকাশ হইবার তাহা ত হইয়াছে—সকলই আমরা শুনিয়াছি। যাহা হউক, আপনি যে বেণ্টউডের কথামত আমাদিগকে আসিতে লিখিয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কখনই আমরা আসিতাম না। আপনি বড় অন্যায় করিয়াছেন। আমি এখনই উঠিলাম, নারকী বেণ্টউডের সহিত আমি দেখা করিতে চাহি না," বলিয়া, তথা হইতে দ্রুত উঠিয়া যেমন কক্ষের বাহির হইতে যাইবেন, দেখিলেন—দ্বার-সম্মুখে সহাস্যমুখে ডাক্তার বেণ্টউড দাঁড়াইয়া। দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার বেণ্টউড তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন? বসুন, যাইবেন না। আপনাকে আবশ্যক আছে। একটু অপেক্ষা করিলে, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবেন।"

বেণ্টউডের কথায় দত্ত সাহেবের ন্যায় মিসেস্ মার্শনেরও ক্রোধটা অজ্ঞাতভাবে সহসা কৌতূহলে পরিণত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "কি এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার?"

বেণ্টউড সহাস্যে কহিলেন, "দেখিতে পাইবেন—দেখিতে পাইবেন—অপেক্ষা করুন, তাড়াতাড়ি করিবেন না। [সেলিনার প্রতি] এই যে তুমিও আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি কি শুকাইয়া গিয়াছ, তোমাকে দেখিয়া যে সহসা চিনিতে পারিবার যো নাই। যাহা হউক, যাহাতে তোমার মলিনমুখে শীঘ্র হাসি আসে, তাহা আমি করিতেছি।" দত্ত সাহেবের প্রতি "আর আপনি মিঃ দত্ত, আপনাকেও বলি—"

বাধা দিয়া দত্ত সাহেব কহিলেন, "আমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না—আমি তোমার বাজে কথা আর শুনিতে চাই না—তুমি আমার সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ চুরি করিয়া কি করিলে, আমি কেবল তাহা এখনই জানিতে চাই।"

বেণ্টউড কহিলেন, "তাহাই হইবে, ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? এখনই আপনি তাহা জানিতে পারিবেন। সেইজন্যই ত আমি এখানে আসিয়াছি। এখন এই মিলনান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটার অভিনয় শেষ করিতে পারিলে আমারও ছুটি হয়।"

সেলিনার মাতা সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! এই সকল্ দুর্ঘটনাকে আপনি মিলনান্ত বলিতেছেন ? বিয়োগান্ত বলুন।"

বেণ্টউড কহিলেন, "ইহাতে আমি বিয়োগান্তের কিছুই ত দেখি না। এই বর্ত্তমান মিলনদৃশ্যে বুঝিতে পারিবেন, আমার কথাই ঠিক।"

দত্ত সাহেব অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া, চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার অর্থ কি ?"

বেণ্টউড কহিলেন, "অর্থ বুঝাইয়া দিতেছি—ঐ দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।"

তখনই গৃহ মধ্যস্থ সকলে সাশ্চর্য্যে, সবিস্ময়ে, সাগ্রহে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা আশাতীত, তাহা স্বপ্নাতীত এবং তাহা একান্ত অভাবনীয়। দেখিলেন, সেই উন্মুক্ত দ্বারদেশে বেশ সবল ও সুস্থদেহে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া—তাঁহাদিগের সুরেন্দ্রনাথ।

উপসংহার

ডাক্তারের পত্র

দত্ত সাহেবের প্রতি বেণ্টউড

প্রথম পত্র

আলিপুর, কলিকাতা

প্রিয় সুহৃদ্‌!

সহসা সুরেন্দ্রনাথকে জীবিত দেখিয়া আপনারা তখন এমনই আনন্দাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আমার কথা আপনাদিগের মনেই ছিল না। সুবিধা বুঝিয়া আমিও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। যে ঘরে অমরেন্দ্রের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেই ঘরে যাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিলাম। আমি সুরেন্দ্রনাথকেও পুনর্জীবিত করিয়াছিলাম।

মৃত ব্যক্তি যে কিরূপে পুনর্জীবিত হইল, এবং আমার এই সকল কাণ্ডকারখানার অর্থ কি, তাহা জানিতে অবশ্যই আপনি প্রভূত পরিমাণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই পত্রের দ্বারা আপনার সেই কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। আমার সহিত দেখা করিতে কষ্ট করিয়া আপনাকে আর এতদূর আসিতে হইবে না। যদি আসেন, দেখা হইবে না। এই পত্র যখন আপনার হাতে পড়িবে, তখন আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি, জানিবেন। আমি যে শীঘ্রই কলিকাতা ত্যাগ করিব, তাহা আপনি একদিন আমার মুখে শুনিয়াছেন। বিশেষতঃ, আমার সহিত আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সে ইচ্ছাও আপনার নাই। আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি উপযাচক হইয়া একবার আপনার সহিত দেখা করিয়াছিলাম—

আর সেরূপ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমার কাজ ফুরাইয়াছে, অতএব আমি চিরদিনের মত আপনার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আর আমার দেখা পাইবেন না। আপনি ধর্ম্মভীরু, সহৃদয়, উদারচেতা, সরলপ্রকৃতি। আমি ঠিক তাহার বিপরীত; এরূপ স্থলে আমাদিগের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব দুর্ঘট। যাহা হউক, সেজন্য আমাদিগের কাহারও বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র কাজের কথাগুলি লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলি।

আপনি আমাকে কেবল চিকিৎসক বলিয়াই জানেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চিকিৎসা ছাড়া আমি আরও অনেক বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকি। সকল দিকেই আমার মাথা বেশ পরিষ্কার জানিবেন; কিন্তু অর্থাভাবে মাথা খেলাইতে পারি না। দস্তুরমত অর্থ থাকিলে, আমি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এমন অনেক বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতাম, যাহাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইত। বিজ্ঞান ও রসায়নে আমার অপরিমিত বুৎপত্তি থাকিলেও, আমি অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিলাম না। সেই অর্থাভাব দূর করিবার জন্য আমি সেলিনাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। নানাদেশ ঘুরিয়া, বহু চেষ্টায়, বহু অধ্যবসায়ে আমি অনেক গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। আপনারা যে সকল গুপ্তবিদ্যা মন্ত্র-তন্ত্র হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহা না করিয়া, আমি বহু আলোচনার দ্বারা সেই সকলের ভিতর হইতে সত্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি—অনেক স্থলে চেষ্টা সফল হইয়াছে। হিমালয়ের উত্তরে দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশ তিব্বতে গিয়া ছদ্মবেশে অনেক সিদ্ধযোগী মায়াবী লামার সঙ্গে মিশিয়াছি—কতবার ধরা পড়িয়া নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছি। তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা—তাহারা ভীষণ ঐন্দ্রজালিক—তাহারা না পারে, এমন কাজ নাই। আমি আপনাকে যে হিপ্‌নটিজম্ দেখাইয়াছিলাম,

তাহাদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা উহাতে বিশেষ পারদর্শী—উহাকে তাহারা একটা বিদ্যার মধ্যে গণনা করে না। তাহারা মরা মানুষকে বাঁচাইতে পারে; মনে করিলে, গৃহে বসিয়া দূরদেশস্থ কোন শত্রুকে নিপাত করিতে পারে। ইহা কি সামান্য শক্তির কাজ! যে সকল আপনারা বিশ্বাস করেন না—তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার জন্য সমগ্র জগৎ ঘুরিয়াছি—প্রাণপণ করিয়াছি—ছোটনাগপুরের থাড়িয়াদের নিকটে অনেক শিখিয়াছি, তাহাদিগের কাঁউরূপী, সিঙ্গিবোঙ্গা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানি। তাহাদের টম্বরু প্রস্তরের যে সকল গুণ আছে, তাহাও বড় সহজ নহে। চেষ্টা করিয়া সেই টম্বরুও আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অর্থাভাবে অনেক স্থানে যাইতে পারি নাই, অনেক চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে।

যখন অর্থের জন্য একান্ত লালায়িত, সেই সময়ে আমি সেলিনার সংবাদ পাই। সেলিনাকে বিবাহ করিলে, আমার গন্তব্যপথ অনেকটা সুগম হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেলিনা, আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথ তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তথাপি আমি তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, আমার অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র প্রতিবন্ধক সুরেন্দ্রনাথকে সরাইতে হইবে—একেবারে এ জগৎ হইতে সরাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না—তাহা আমিও করি নাই। কাহারও প্রাণহানি না হয়, অথচ আমার কার্য্যোদ্ধার হয়—সেলিনাকে লাভ করিতে পারি, আমার এইরূপ ইচ্ছাই ছিল।

এখন অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিবেন, কেন আমি আপনার নিকট হইতে বিষ-গুপ্তি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম। আপনার কাছে যে বিষ-গুপ্তি ছিল, আমি তাহা অনেকদিন হইতে জানিতাম। যাহা হউক, আপনার বিষ-গুপ্তি হস্তগত করিবার জন্য টম্বরুর ভয় দেখাইয়া আমি

জুলেখাকে আগে হস্তগত করিলাম। জুলেখাও আমার কথামত চলিতে সম্মত হইল। সে বিষ-গুপ্তির বিষ তৈয়ারী করিতে জানিত।

বিষ-গুপ্তির বিষে মানুষ শীঘ্র মরে না। তবে এরূপ নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়ে যে, কোন সুবিজ্ঞ ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারেন না; যদি বেশী দিন নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় থাকে, এবং প্রতিষেধক ঔষধ না পড়ে, তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। বেশীদিন অজ্ঞান অবস্থায় রাখিতে হইলে, যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন পুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়ান দরকার করে।

জুলেখার নিকট হইতে আমি বিষ-গুপ্তির বিষের প্রতিষেধক ঔষধ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিলাম। বলিতে কি, সেইজন্যই আমি বিষ-গুপ্তি ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। জানিতাম, মনে করিলেই যখন ইচ্ছা সুরেন্দ্রনাথকে আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ করিতে পারিব। এখন বুঝিতে পারিলেন কি, কেন আমি সামুদ্রিকগণনার অছিলায় জীবন্মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ভয় দেখাইয়াছিলাম; এবং সতর্ক হইতে বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমার গণনা সফল হইল—কিন্তু আশা সফল হইল না। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে ভীত হইল না—সতর্কও হইল না—বরং সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য আরও ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমিও বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলাম।

বিষ-গুপ্তি সংগ্রহের জন্য জুলেখার সহিত পরামর্শ করিলাম, সে মিসেস্ মার্‌শনকে হিপ্‌নটাইজ করিয়া বিষ-গুপ্তি সংগ্রহ করিতে সম্মত হইল। আপনার অবশ্য স্মরণ আছে, একদিন আমি আপনার নিকট হইতে এই বিষ-গুপ্তি কিনিতে চাহিয়াছিলাম—আপনি অসম্মত হইলেন; অগত্যা আমাকে অসদুপায় অবলম্বনে ঐ বিষ-গুপ্তি হস্তগত করিতে হইল। মিসেস্ মার্‌শনের দ্বারা বিষ-গুপ্তি অপহরণ করিবার আরও একটা কারণ

ছিল—পরে তাঁহাকে চুরীর দাবীতে ফেলিয়া, ভয় দেখাইয়া হাতে রাখিতে পারিব বলিয়া, এরূপ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে হিপ্‌নটাইজ করিয়া তাঁহারই দ্বারা বিষ-গুপ্তি সংগ্রহ করিলাম; অথচ তিনি নিজে কিছুই জানিলেন না। তাহার পর নূতন বিষের দ্বারা জুলেখা বিষ-গুপ্তি ঠিক করিয়া রাখিল। আমারই আদেশমত একদিন সে সেলিনাকে হিপ্‌নটাইজ করিল, এবং তাহার হাতে সেই বিষ-গুপ্তি দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিতে পাঠাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথ খুন হইল—খুন ঠিক নহে—কারণ বিষ-গুপ্তির বিষে মানুষ মরে না। সেলিনার মাতার দ্বারা বিষ-গুপ্তি অপহরণের ন্যায় সেলিনাকে দিয়া এই কাজ শেষ করিবার তেমনই একটা উদ্দেশ্য ছিল; খুনের অপরাধে ফেলিয়া সেলিনাকে নিজের বশে রাখিব, মনে করিয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখুন দেখি, সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য আমি কি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলাম। কি লোমহর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম! আশা করি, অবশ্যই আপনি আমার এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিবেন।

যাক্, আর বাজে কথা বলিয়া পত্র দীর্ঘ করিবার দরকার নাই। এখন দুই-একটি কাজের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি। জুলেখার সাহায্যে আমিই সুরেন্দ্রনাথের দেহ অপহরণ করিয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথকে বাঁচাইবার জন্যই আমি এরূপ করিয়াছিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, সুরেন্দ্রনাথের প্রাণহানি করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যতদিন আমি সেলিনার আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই, ততদিন সুরেন্দ্রনাথকে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। নিয়মিত সময়ে তাহাকে দুগ্ধাদি খাওয়াইতাম। সেইজন্য তাহার স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় নাই। যখন আমি হাজতে বন্দী ছিলাম, আমার আদেশে জুলেখা সুরেন্দ্রনাথের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সুরেন্দ্রনাথকে আমার বাড়ীতে রাখি

নাই, সেইজন্য পুলিসের অনুসন্ধান সফল হয় নাই। কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই—তাহা জানিয়া আপনার আর লাভ কি?

সেদিন আদালতে অমরেন্দ্রনাথকে একান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া, আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম। বুঝিলাম, সেলিনা-লাভ আমার অদৃষ্টে নাই, তবে কেন অনর্থক অমরেন্দ্রের জীবন নষ্ট হয়। অমরেন্দ্রের ন্যায় সরলপ্রকৃতির লোক এ জগতে অতি অল্প। সেদিন আদালতে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া আমি যেমন চমৎকৃত হইয়াছিলাম, তেমনই দুঃখিত হইয়াছিলাম। যদি অমরকে বাঁচাইতে হয়, তবে সুরেন্দ্রনাথকে আর মৃতকল্প অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া, লাসচুরীর অপরাধে কেন নিজে অভিযুক্ত থাকি? যখন সেলিনাকে পাইলাম না, তখন সকল গোলযোগ মিটিয়া যাওয়াই ভাল। দুজনকেই প্রতিষেধক ঔষধে আমি প্রকৃতিস্থ করিলাম। সুরেন্দ্রনাথকে সুস্থ করিয়া আমি আপনার নিকটে লইয়া গেলাম। আপনি আপনার হারানিধি পাইলেন। সম্ভব, শীঘ্রই সেলিনার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তাহা হউক, সেজন্য আমি দুঃখিত নহি; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থাকাঙ্ক্ষায় সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। কিন্তু, অমরেন্দ্রের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়—সেলিমার উপরে তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা, সেলিনার উপরে তাহার আন্তরিক অনুরাগ, সেলিনার জন্য অমর নিজের প্রাণ দিয়াছিল। এখন অমরেন্দ্র, সেলিনাকে সুরেন্দ্রনাথের অঙ্কশোভিনী দেখিয়া—তাহার কি কষ্ট হইবে, কে জানে? অমরেন্দ্র সারাজীবন জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। অমরেন্দ্রকে বাঁচাইয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি, বুঝিলাম না।

যাহা হউক, আপনি এখন আপনার দুই স্নেহাস্পদকে রক্তমাংসের

শরীরে পুনর্জীবিত পাইয়াছেন, অবশ্যই এখন আপনার মনে আর কোন কষ্ট নাই—যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছেন। আমার উপরে আপনি এখন সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, তাহা আপনিই জানেন। আমার তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি মনে মনে যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আমাকে পিশাচ-মূর্ত্তিতে চত্রিত করিয়াছেন, আমি নিজে ঠিক তাহা নহি।

আমার সকল উদ্যম, সকল আগ্রহ, সকল চেষ্টা বিফল হইল—তবে আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? দেখি, আর কোথায় যদি সেলিনার মত ঐশ্বর্য্যবতী কোন পাত্রী পাই। জুলেখাকেও একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে—সে আমাকে বড় ফাঁকি দিয়াছে—যেমন করিয়া হউক, তাহার নিকট হইতে টম্বরুর পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এখন আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আপনি এতদিন যে রহস্যের মধ্যে আত্ম-হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। আমিও বিদায় লইলাম।

আর, বেণ্টউড।

দ্বিতীয় পত্র

ছোটনাগপুর

প্রিয় সুহৃদ্ !

প্রায় চারিপাঁচ মাস গত হইল, আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই সকল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, বুঝাইবার, আপনাকে সেই পত্রে সমুদয় বুঝাইয়া বলিয়াছি। এখন আমি আপনার নিকটে দুই-একটি বিষয় জানিতে চাই ; সেই উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আশা করি, পত্রোত্তরে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

জুলেখার সন্ধানে আমি এখানে আসিয়াছি। এখনও তাহার কোন সন্ধান পাই নাই ; বোধ করি, আমাকে আরও কিছুদিন এখানে থাকিতে হইবে। জুলেখার সন্ধান না করিয়া আমি এখান-হইতে এক পা নড়িতেছি না।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রকে আমি একখণ্ড পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার দ্বারা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ইত্যাদি লিখিয়া অমরেন্দ্র পত্রোত্তরে আমার নিকট খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। হত্যাপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অমরেন্দ্রও আমার হইয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছে—যাহা কেহ করে না, তাহা করিয়াছে। সেজন্য আমার পত্রেও আমি তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিয়াছি। কিন্তু, অমরেন্দ্র পত্রোত্তরে যে কথা লিখিয়াছে, তাহাতে আমাকে একান্ত বিস্মিত হইতে

হইয়াছে। অমর যদিও মিথ্যাকথা লিখিবে না—আমি তাহাকে জানি—তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইবেন।

অমরেন্দ্রের পত্রে জানিতে পারিলাম, সেলিনা, সুরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে আর সম্মত নহে। সুরেন্দ্রনাথও সেজন্য আদৌ দুঃখিত নহে। শুনিলাম, সুরেন্দ্রনাথ স্ব-ইচ্ছায় আমিনাকেই বিবাহ করিয়াছে। ভালই হইয়াছে, সরলা আমিনা সুরেন্দ্রনাথের চিরানুরাগিণী। এ মিলনে আমি খুব সুখী হইলাম। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এরূপ মতি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না; সেলিনার জন্য এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, শেষে সুরেন্দ্রনাথ সেলিনাকে ছাড়িয়া সহসা আমিনাকে বিবাহ করিল কেন? আপনি পত্রোত্তরে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছে, পূর্ব্বে আমিনার উপরেই সুরেন্দ্রনাথের অনুরাগ বদ্ধমূল ছিল; মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কি জানি, কোন কারণে সেলিনাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ চিরকালই বড় অস্থির-প্রকৃতি। অমর যাহা লিখিয়াছে, তাহাই কি ঠিক?

অমরেন্দ্রনাথের পত্রে আমি আরও জানিতে পারিলাম, সেলিনা এখন অমরেন্দ্রনাথকেই বিবাহ করিবে। এই মাসেই তাহাদিগের বিবাহ হইবে। শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম—সুখী হইলাম শুনিয়া, বিস্মিত হইবেন না—সেলিনার আশা আমি সেই একদিনেই একেবারে ত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং অসুখী হইবার আর কোন কারণ দেখি না। যাহা হউক, অমরেন্দ্রের নিঃস্বার্থ প্রেমের এরূপ প্রতিদানই বাঞ্ছনীয়। কেবল সেলিনা কেন, কোন্ রমণী এমন প্রগাঢ় প্রাণপণ ভালবাসার এইরূপে প্রতিদান না করিয়া থাকে?

অমর লিখিয়াছে, হিপ্‌নটাইজড্ অবস্থায় সেলিনা যে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিয়াছিল, তাহা এখন তাহারা দুইজনেই শুনিয়াছে, সেইজন্যই তদুভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। এবং সুরেন্দ্রনাথ সেইজন্য সেলিনাকে ছাড়িয়া আমিনাকে বিবাহ করিয়াছে। আমারও তাহাই অনুমান; হিপ্‌নটিজমে অভিভূত হইয়া হউক, আর যেরূপে হউক, যে স্ত্রীলোক একবার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার প্রতি অনুরাগের লাঘব হওয়াই ঠিক। বোধ করি, এইরূপ একটা কারণে সেলিনারও মত ফিরিয়াছে। বিনা দোষে সেলিনা যে সুরেন্দ্রনাথকে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া দিবারাত্র সেই ভয়ানক কথাই তাহার মনে উদিত হইত। সেলিনা বুঝিতে পারিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে না—সুরেন্দ্রনাথকেও সুখী করিতে পারিবে না—সেই হত্যাকাণ্ড তাহাদিগের ভালবাসার উপরে চিরকাল এমনই একটা ছায়াপাত করিয়া থাকিবে যে, পরস্পর কেহই সুখী হইতে পারিবে না—কাহাকেও কেহ সুখী করিতে পারিবে না। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; বিশেষতঃ সেলিনা সেদিন আদালতে অমরেন্দ্রনাথের নিঃস্বার্থ প্রণয়ের যে প্রকৃষ্ট পরীক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে তাহার এরূপ মতি-পরিবর্ত্তন না হওয়াই আশ্চর্য্য; আমার ত এইরূপ অনুমান; এ বিষয়ে আপনি কি বোধ করেন, পত্রোত্তরে সবিশেষ লিখিয়া জানাইবেন।

জুলেখার সন্ধানে আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এই-খানকার ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

আর, বেণ্টউড।

তৃতীয় পত্র

বোম্বে

প্রিয় সুহৃদ্ !

দুই-তিন মাস পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় আপনি আমার পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। অমরের পত্রে জানিতে পারিলাম, তাহার সহিত সেলিনার বিবাহ হইয়াছে। আমিনারও মনোভিলাষ সিদ্ধি হইয়াছে, সে এখন সুরেন্দ্রনাথের বিবাহিতা পত্নী। এরূপ অচিন্তনীয় ঘটনায় আমাকে যথেষ্ট বিস্মিত হইতে হইয়াছে। আপনাকে ইহার কারণ লিখিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি এমনই ভয়ানক লোক, আমার পত্রের উত্তরও লিখিলেন না। তা' আপনি নাই লিখুন, আমার পূর্ব্বপত্রের অনুমানই ঠিক। আপনার এরূপ ব্যবহারে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

এখন আমি আরও দুই-তিন সপ্তাহ বোম্বে থাকিব। টম্বরু প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। জুলেখার মৃত্যু হইয়াছে। কাঁউরূপীর সাধনা করিতে গিয়া সে কাঁউরূপীর হাতেই মরিয়াছে।

আমার কুশল জানিবেন।

আর, বেণ্টউড।

সমাপ্ত।



পরিশেষ।

হিপ্‌নটিজম কি?

বহুবিধ ভাষার বহুবিধ পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত।

১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রেডরিক অ্যান্টনী মেস্‌মার নামক জার্ম্মণ দেশীয় চিকিৎসক, মনুষ্যদেহ-নিঃসৃত তাড়িত-প্রবাহ পরিচালনা দ্বারা রোগিগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়া চিকিৎসা করিতেন। ক্লোরাফরমের ন্যায় শস্ত্র-চিকিৎসাতেই এই প্রক্রিয়ার বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তদ্ব্যতীত ইহাতে স্নায়ুবিকারমূলক অনেক রোগের উপশম হয়। মেস্‌মার ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার এক নাম মেস্‌মেরিজম। মেস্‌মেরিজমের এক প্রকারান্তরের নাম হিপ্‌নটিজম।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, ডাক্তার ইজ্‌ডেল নামক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত জনৈক ডাক্তার হুগলী ও কলিকাতায় মেস্‌মেরিজম দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। আজও আমাদের দেশে ঝাড়-ফুঁক পদ্ধতির প্রচলন আছে। নানাবিধ বেদনা, ফিক্‌ব্যথা, শিরঃপীড়া, শূল এই সকল ঝাড়-ফুঁকে উপশমিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কেন হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। শরীরের কোন স্থানে হাত বুলাইলে নিজের শরীরস্থ তাড়িত-প্রবাহ অপরের দেহে সঞ্চালিত হইয়া বেদনাযুক্ত স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীতে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে, সুতরাং বেদনার প্রতীকার হয়। আমরা ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনেক রোগ প্রতীকারের কথা পুরাণে পড়িয়াছি, সম্ভবতঃ তাহা হিপ্‌নটিজমের সাহায্যে হইত। যীশুখ্রীষ্টও গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক রোগীকে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন।

রোগ প্রতীকার ভিন্ন বহুবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য হিপ্‌নটিজম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একদিন একজন মেস্‌মেরিষ্ট কৌতুক দেখাইবার জন্য একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে মুগ্ধ করেন। প্রথমে তিনি একখানি চেয়ারে সেই বালককে হেলানভাবে বসাইয়া দিলেন। এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই-তিন মিনিট সেই বালকের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি দুই হস্ত প্রসারিত এবং অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত করিয়া, বালকের মস্তক হইতে বক্রগতিতে জানু পর্য্যন্ত আনিতে লাগিলেন। কয়েকবার এইরূপ করিবামাত্র বালক অভিভূত হইয়া পড়িল। তখন তিনি একখানি রুমাল লইয়া বালকের উভয় চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন। এবং একজন দর্শকের নিকট হইতে একখানি চশ্‌মার থাপ লইয়া সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হাতে কি দেখিতেছ ?" বালক সেই নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় উত্তর করিল, "হীরা।" মুগ্ধকারীর হাতে হীরার আংটি ছিল ; বালক মিথ্যা বলে নাই। তখন তিনি পুনরায় বালককে প্রশ্ন করিলেন, "হীরা ছাড়া আমার হাতে আর কিছু দেখিতেছ ? বালক উত্তর করিল "চশমার থাপ।" তাহার পর দর্শকগণের অনেকেই বালককে প্রশ্ন করিবার জন্য মুগ্ধকারীর নিকটে কেহ ঘড়ী, কেহ এলাইচ, কেহ পান ইত্যাদি যাহার যাহা ইচ্ছা দিতে লাগিলেন। বালক ঠিক ঠিক উত্তর করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতে লাগিল। এমন কি কাহার পকেটে কি আছে, তাহাও বালক বলিতে লাগিল। কোন দর্শক একখানি কাগজে একটী অঙ্ক লিখিয়া দিলেন, রুদ্ধদৃষ্টি বালক দূরবর্ত্তী স্থানে বসিয়া সেই অঙ্কের ফল মুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। লিখিয়া মিলাইয়া দেখা হইল, বালকের ভুল হয় নাই। ইহা গল্প নহে—প্রত্যক্ষীভূত।

বঙ্কিম বাবু "যোগবল না Psychic-force" অধ্যায়ে এইরূপ একটী ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"চন্দ্রশেখর স্থির দৃষ্টিতে তাহার (শৈবলিনী) নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিলেন—ক্রমে, শৈবলিনী ভীতা হইয়া উঠিয়া বসিল।

চন্দ্রশেখর তাহাকে বলিলেন, 'একটি কথা কহিবে না, কেবল আমার চক্ষের প্রতি চাহিয়া থাকিবে।'

উন্মাদিনী (শৈবলিনী) আরও ভীতা হইয়া তাহাই করিল। তখন, চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল—অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূভ হইল।"

শৈবলিনী এইরূপ অভিভূত অবস্থায় চন্দ্রশেখরের অনেক প্রশ্নের উত্তর করিল। এখানে তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোহিষ্ণু অবস্থায় কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে, তাহা দেখাইবার জন্য দুই-একটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিলাম।

"এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ ?'

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে ?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে ?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে ?

শৈ। না। দুইজনকে আনিতে এক সময়ে আদেশ করেন।"

এই কয়েকটি কথায় গ্রন্থকার অভিভূতা শৈবলিনীর অদ্ভূত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উন্মাদিনী শৈবলিনী নিজের রুদ্ধগৃহে বসিয়া বাহিরের সংবাদ—দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ যথাবৎ বলিয়া গেল।

আর এক স্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,

"নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজুটধারী রক্তবস্ত্র পরিহিত শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ (রমানন্দ স্বামী) দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষুর প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—ক্রমে তাহার চিত্ত সেই দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই জটাজুটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল, যেন কেহ বলিতেছে, 'আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার ?'

ফষ্টর একবার সেই ধূলি-ধূসরিতা উন্মাদিনীর (শৈবলিনী) প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল,—"না।"

তাহাকে আরও এইরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করা হইল। ফষ্টর অকপট ভাবে প্রকৃত উত্তর করিতে লাগিল; যে ফষ্টর নবাবের আদেশে অর্দ্ধ-প্রোথিত অবস্থায় কুক্কুরের দন্তনখরে ছিন্নবিচ্ছিন্নকায় হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে সম্মত, তথাপি কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহে নাই; কোন্ শক্তিতে সেই ফষ্টর দ্বিরুক্তি না করিয়া একান্ত নিরীহভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিল? হিপ্‌নটিজমে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহা আরব্যোপন্যাস হইতেও রহস্যময়।

বঙ্কিম বাবুর কেবল রমানন্দ স্বামীর কথা বলিতেছি না; আমাদিগের প্রাচীন পুরাণেতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, মুনিঋষিগণ এইরূপ ক্ষমতা-পন্ন ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারাও এই তাড়িত-প্রবাহের কথা জানিতেন। যেমন হিপ্‌নটিজম দ্বারা অপরকে মোহিত করা যায়, তেমনি বাহ্যবস্তু হইতে নিজ দেহে তড়িৎ আকর্ষণ করিয়া (প্রায় সকল পদার্থে তড়িৎ আছে) নিজেকেও ঐরূপ অভিভূত করিয়া ঐরূপ অন্তর্দৃষ্টি লাভে সক্ষম হওয়া যায়। ইহার জন্য বিশেষরূপে মনঃস্থির করা চাই। সেইজন্য বোধ হয়, তাঁহারা ধ্যানস্থ হইতেন। এই প্রক্রিয়ার নাম, Clairvoyance. হিপ্‌-নটিজমের ন্যায় এই বিদ্যায় ভবিষ্যৎ জানা যায়, দূরদেশস্থ ব্যক্তিগণ কি করিতেছে, কি ঘটিতেছে, সমুদয় স্পষ্ট দেখিতে ও জানিতে পারা যায়। কেন যে ইহাতে মানবের এরূপ ক্ষমতা হয়, অদ্যাপি তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই; কেবল পতঞ্জলই বলিয়া গিয়াছেন, মনকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত করিয়া পরমাত্মার সহিত সম্মিলন করিতে পারিলেই এই শক্তি লাভ হয়। এই শক্তিতে দৃষ্টি প্রাচীর পর্ব্বত, নদাজল ভেদ করিয়া সর্ব্বস্থানে প্রসারিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ভূত, ভবিষ্যৎ সকলই চক্ষুর উপরে প্রতিভাসিত হয়। বলা বাহুল্য,

এই অন্তর্দৃষ্টি বা ক্লেয়ারভোঁ সহজসাধ্য নহে, নিজের দেহ হইতে অপরের দেহে যেমন সহজে তড়িৎ প্রবাহিত করা যায়, চারি পার্শ্বস্থ পার্থিব পদার্থ হইতে তড়িৎ আকর্ষণ করিয়া নিজদেহে তেমন সহজে আনয়ন করা যায় না।

ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলা করিতে পারিলে, অতি সহজে এই সকলে কৃত-কার্য্য হওয়া যায়। আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বলি, তাঁহার ইচ্ছাতেই বিশ্বপৃথিবীর সমগ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে—তিনি নিজের হাতে কিছুই করেন নাই—কিছু করিতেছেন না। এই ইচ্ছাশক্তি (Will force) মানব-হৃদয়ে বিরাজিত আছে ; এই শক্তির বলে অলৌকিক কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করা যায়। এমন কি এই শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে মানুষ ঐশ্বরিক শক্তিলাভেও সক্ষম হইতে পারে। আমরা সকলেই অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, যাহাকে একাগ্রমনে দেখিতে ইচ্ছা করি, শীঘ্রই ঘটনাক্রমে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। যে জিনিষ পাইবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্তে ইচ্ছা করি, যে কোন রকমে আমরা তাহা পাইয়া থাকি। কিরূপে সেই ইচ্ছাশক্তিকে বলবতী করা যাইতে পারে ? মেধা-শক্তির পরিচালনায় মেধাশক্তি, বুদ্ধিশক্তির পরিচালনায় বুদ্ধিশক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; মানব-হৃদয়ের সকল বৃত্তি সম্বন্ধে যদি এই নিয়ম, তবে ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় ইচ্ছাশক্তি কেন বলবতী হইবে না ? পরিচালনা করিলে—অভ্যাস করিলে এবং চর্চ্চা রাখিলে মানবের ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়া উঠে।

পাওনীয়ারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সেনেট সাহেব, তাহার অকাল্ট ওয়ার্ল্ড (Occult World) নামক পুস্তকে ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কির অসীম ইচ্ছাশক্তির অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

রুষিয়া দেশে ম্যাডামের নিবাস। ইহাঁর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অশীতিবর্ষীয় কোন ধনী জমিদারের সহিত পরিণয় হয়। পরিণয়ের পরে

সহসা একদিন রাত্রে তাহার পতির মৃত্যু হয়। ম্যাডাম পতিহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচান। ইহাঁর ক্রোধ যেমন অতিশয় প্রবল, প্রকৃতি তেমনই উদ্ধত ছিল বটে; কিন্তু ইনি মহাপণ্ডিতা ছিলেন—সকল ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ব ছিল। ইনি পলাইয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের উত্তর তিব্বত দেশে আগমন করেন। তিব্বত দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া, তৎপ্রান্তবর্ত্তীস্থানে দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই স্থানে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মনুষ্য-সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের সম্বন্ধে ম্যাডাম বলেন, যোগবলে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্। ইচ্ছশক্তিতে তাঁহারা এমন শক্তিমন্ত যে, মনে করিলে এই শক্তিতে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারেন; কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে জানিতে পারেন; পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। ইহারা হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবী ও মনুষ্য সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তবে দুই একজন মাত্র মনুষ্য সমাজের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া মনুষ্যের উপকার সাধনের জন্য মনুষ্য-সমাজে অলক্ষিত-ভাবে আসিয়া অনেক উপকার সাধন করেন। সকলকে দেখা দেন না—নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দেখা দেন, শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন—এবং শিষ্যের দ্বারাই মনুষ্য-সমাজের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। ম্যাডাম ইহাঁদিগকে হিমালয়ের ভ্রাতৃবৃন্দ নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। হিমালয়ের উত্তর তিব্বত দেশে, কুথমিলাল সিংহ নামক একজন সিদ্ধযোগী থাকেন। ম্যাডাম তাঁহারই শিষ্য; তিনি ম্যাডামকে যোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারই শিক্ষায় ম্যাডাম অন্তরীক্ষে কথোপকথন, অন্তর্দৃষ্টি, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা লাভ করেন।

এইখানে কুথমিলালের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যখন ইংরাজগণ বালক দলিপ সিংহকে বিলাতে লইয়া যান, সেই সময় দলিপ

সিংহের সহচররূপে ইনি বিলাতে যাত্রা করেন। পরে ইনি, দলিপ সিংহ ও ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন, এবং সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ে গমন করেন। তৎপরে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত সেনেট ম্যাডামের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, একদিন এলাহাবাদ আফিসে ম্যাডামের সহিত দেখা হয়। সেনেট, তিব্বতবাসী কুথমিলালের নামে একখানি পত্র লিখিয়া ম্যাডামের হাতে দিলে, ম্যাডাম ঐ পত্র উড়াইয়া দেন। এবং ৬।৭ মিনিটের মধ্যে তিব্বতদেশ হইতে উত্তর আসিয়া পড়ে—উত্তর লেখক লাল সিংহ। তিনি কুথমিলালের আদেশ মত লিখিয়াছিলেন—উত্তরে তাহারও যথাযথ বৃত্তান্ত লিখিত ছিল।

একদিন মশৌরীর ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে একখানি রুমাল দেখিয়া ম্যাডাম বলিলেন, "আপনার রুমালে কাহারও নাম লেখা আছে কি ?" তিনি বলিলেন "হাঁ, আমার নিজের নাম লেখা আছে।" তাঁহাকে বলিলেন, "খুলিয়া দেখুন—কোন স্ত্রীলোকের নাম লেখা আছে।" আশ্চর্য্যের বিষয় সেই রুমালে একজন বিবির নাম লিখিত রহিয়াছে। তাহার পর আবার অন্যান্য নামও ইচ্ছামত লিখিত হইল।

এক সময়ে ম্যাডাম সিমলায় বাস করিতেছিলেন। একদিন বন্ধুবান্ধব সহ পাহাড়ে বনভোজের আয়োজন হইল। ছয় জনের ব্যবহারমত কাচের বাসন পেয়ালা ইত্যাদি সঙ্গে লওয়া হইল। পথিমধ্যে আর এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি দলভুক্ত হইয়া চলিলেন। ক্রমে সকলে পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে পঁহুছিলেন ; তথায় আহারাদির আয়োজন হইল। যথাসময়ে ভৃত্যগণ চা উপস্থিত করিল। একটি চায় পেয়ালার অভাব হইল—পথে একজন লোক বাড়িয়াছে। তখন দলস্থ একজন ম্যাডামকে বলিলেন, "আপনি ত সকলই পারেন, এ অসুবিধা দূর করুন।" ম্যাডাম প্রথমে চিন্তিত হইলেন। তৎপরে কহিলেন, "বড় কঠিন কার্য্য। ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া তিনি

দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন ; এবং একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খুঁড়িয়া দেখুন, এখানে একটা পেয়ালা পাইবেন।" দলস্থ সকলে ব্যস্ত হইয়া তথায় গেলেন। সেই স্থান খুঁড়িতে আরম্ভ করা হইল। সেখানকার মৃত্তিকা কঠিন, উপরে ঘাস জন্মিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষের শিকড়ও বিস্তৃত রহিয়াছে। অনেক কষ্টে একহাত মাটির নীচে একটি পেয়ালা পাওয়া গেল। তাঁহাদিগের সঙ্গে যে পেয়ালাগুলি ছিল, ইহাও ঠিক সেই রকম দেখিতে। যাঁহার পেয়ালা, তিনি পেয়ালাগুলি বিলাতে ক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তিনি তেমন পেয়ালা আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। সেনেট মহাপণ্ডিত লোক, তিনি সেই দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। এ সকল বিশ্বাস করিয়া ঠকা ভাল, তথাপি অবিশ্বাস করিয়া ঠকিতে নাই। অগ্নিতে যে কেন শরীর দগ্ধ করে, আমি কিছুতেই তাহা বুঝাইতে পারিব না। সেজন্য অগ্নির দাহিকাশক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস হয়—না দাহিকাশক্তির অপলাপ হয় ? হিন্দুগণের এ সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই—আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে ইহা অপেক্ষা অনেক আশ্চর্য্যকাণ্ড করিয়া গিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথা ছাড়িয়াদিই, বহুকালের কথা নহে, লাহোরের মহারাজ রণজিৎ সিংহ হরিদাস সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রাখিয়াছিলেন, তথাপি সাধুর জীবন নষ্ট হয় নাই। আমরা শিক্ষিত, এবং শিক্ষাভিমানী। অভিমানটিও যথেষ্ট, কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করিয়া, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা আমাদিগের পক্ষে একান্ত গর্হিত কার্য্য। পাওনীয়ার সম্পাদক মিঃ সেনেট এবং বোম্বের থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি কর্ণেল অল্‌কট, ইহাঁরা কি অশিক্ষিত ? কিসের জন্য ইহাঁরা এতটা পরিশ্রম করিতেছেন ? মিঃ সেনেট আরও এমন একটা কাজ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ন্যায় শিক্ষিতের একান্ত অবিশ্বাস্য ; তা' বলিয়া কি তাহা আলোচ্য নহে ? তিনি

এক্ষণে পাকা প্রেততত্ত্ববিদ্ (Spiritualist)। তিনি মৃতব্যক্তিগণের প্রেতাত্মা আনয়ন করিয়া তাহাদিগের ফটো তুলিয়া লইতেছেন। সেই ফটো মৃতব্যক্তির আত্মীয়বর্গকে দেখান হইতেছে, এবং পত্র-পুস্তকাদিতে ছাপাও হইতেছে।

ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক বিষয় শুনিতে পাওয়া যায় ; মন্ত্রবলে বশীকরণ হয়, সাপের বিষ নষ্ট হয়, ভূত, প্রেত ডাইনী দূর হয়। সম্ভবতঃ ঐ মন্ত্রের সহিত ইচ্ছাশক্তি হিপ্‌নটিজম সংযুক্ত আছে। যাহারা মন্ত্রতন্ত্রাদি অদ্ভুত কার্য্য সকল করিতে পারেন, তাহারা হিপ্‌নটিজম জানেন, এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছাশক্তি প্রবল। অথবা মন্ত্রের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে ; অধিকাংশই মন্ত্রই কতকগুলি এলোমেলো বাজে কথার সমষ্টিমাত্র—কোন অর্থ হয় না। তবে ঐ বাজে কথার ভিতর শব্দ অথবা বর্ণবিন্যাসে কিছু বিশেষত্ব আছে, নতুবা কিরূপে তাহা হইতে ফল লাভ হইবে ?

হিপ্‌নটিজমে যেমন বশীকরণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অভিভূত ব্যক্তি মুগ্ধকারীর সম্পূর্ণই আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে। এমন কি, মুগ্ধকারী ভিন্ন আর কাহারও কথা তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। অন্য কাহারও কথার উত্তর করে না। ইহাতে কল্পনার কিছুই নাই, অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নাই—ইহার ভিত্তি বিজ্ঞানের উপরে স্থাপিত। কোন একটা ভয়ানক কথা, কোন একটা ভাবের কথা, অথবা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া লোকের লোমাঞ্চ হয় ; পরমেশ্বরের নাম গান করিতে করিতে কাহারও কাহারও মোহ হয়। স্নায়ুমণ্ডলীস্থ বৈদ্যুতিক প্রবাহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এমনও দেখা যায়, দেবতার ভর হওয়ায়, কেহ মোহপ্রাপ্ত হইয়া হিপ্‌নটিজমে অভিভূতের ন্যায় ভূত ভবিষ্যতের কথা যথাযথ বলিয়া যায়। আমরা ব্যাটারীতে হাত দিয়া বুঝিতে পারি, অপরিমিত তড়িৎ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অত্যধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হইলে যে মৃত্যুও হয়, তাহা

আমরা বজ্রাঘাতে মানুষকে মরিতে দেখিয়া বুঝিতে পারি। আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলী যতটা পরিমাণে তড়িৎ বহন করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তড়িৎ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমাদের জ্ঞান রহিত হইবারই কথা। কেহ না মনে করেন, হিপ্‌নটিজমে মৃত্যু ঘটিতে পারে; এক জনের শরীরে এত অধিক তড়িৎ নাই, যাহাতে মোহিষ্ণুর মৃত্যু ঘটিতে পারে। যেখানে তড়িতের অভাব, সেখানে অতি শীঘ্র তড়িৎ প্রবেশ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তি শীঘ্রই মুগ্ধ হয়। এইজন্যই যুবক, বালক ও বৃদ্ধকে, পুরুষ স্ত্রীকে অতি সহজেই অভিভূত করিতে পারেন। সকল প্রকার জীব-জন্তুকেও এই প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ করা যায়। কুকুরকে মুগ্ধ করিয়া বল-বীর্য্য হরণ করা যায়। প্রক্রিয়া বিশেষে আমাদিগের দেশের সন্ন্যাসী ফকীরগণকে কুকুরের রব বন্ধ করিতে দেখিয়াছি। কুকুর স্বভাবতই সমধিক তাড়িত শক্তিসম্পন্ন; সেজন্য কুকুরকে মুগ্ধ করিতে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক করে। কৌতুক প্রদর্শনের জন্য অথবা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কুকুরের দেহস্থ তাড়িত শক্তিতে নিজে আবিষ্ট হওয়া অনুচিত—তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্রকাণ্ড দুষ্ট ঘোড়াকে মুগ্ধ করিয়া শান্তশিষ্ট করা যায়। পক্ষীকে মুগ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেও সে উড়িয়া পলাইবে না—সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। বৃক্ষকেও মুগ্ধ করা যায়। ডাক্তার ডিডার (Dr. Didier) কোন ফুলের গাছকে মুগ্ধ করিয়া অসময়ে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, অসময়ে শীঘ্র শীঘ্র ফুল ফুটাইয়াছিলেন। হিপ্‌নটীজমে বিশেষ শক্তি জন্মিলে ধূলা হিপ্‌নটাইজ করিয়া সর্পের গায়ে দিলে সর্প নড়িবে না। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে মুগ্ধ করিয়া একান্ত নিরীহ করা যায়। ধূলা-পড়া, জল-পড়া, নল-চালা, হাত-চালা, বাটী-চালা, সমস্তই তাড়িত শক্তির কার্য্য। ধৈর্য্য না থাকিলে কেহ হিপ্‌নটিজম আয়ত্ব করিতে পারে না। অভ্যাস করিতে করিতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। প্রথম প্রথম বিলম্ব হয়—তাহার পর ক্ষমতা এত বৃদ্ধি হয় যে,

কেবল মাত্র চক্ষের দৃষ্টিতে দুই-এক মিনিটে অপরকে অভিভূত করা যায়। তখন হস্ত সঞ্চালনেরও আবশ্যকতা হয় না।

ফরাসী দেশের বিখ্যাত তড়িৎ সঞ্চালনে নিপুণা কুমারী ফেরিয়া ক্ষণমধ্যে লোককে মোহিত করিতে পারিতেন। একদিন বাটী প্রত্যাগমনকালে পথে দেখিলেন, এক আলুবিক্রেতা আলুর ভারী বোঝা বাজারে পৌছিয়া দিবার জন্য তাহার স্ত্রীকে উৎপীড়ন করিতেছে; স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইতেছে না—পথে পড়িয়া রোদন করিতেছে। তখন ফেরিয়া তাহাকে আশ্বাসবাক্যে শান্ত করিয়া সেই আলুবিক্রেতা কৃষকের মুখের দিকে এক মিনিট কাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। তৎপরে ফেরিয়া আদেশ করিলে কৃষক নিজেই আলুর বোঝা মাথায় লইয়া বাজারের দিকে ছুটিয়া চলিল।

আমাদের দেশে ডাইনীরা বোধ হয়, এই তড়িৎ শক্তিতে লোককে অভিভূত করিয়া থাকে। শোনা আছে, হাল্কারাশির লোককে যেমন সহজে তাহারা অভিভূত করে, ভারী রাশির লোককে তেমন সহজে পারে না। তড়িৎ শক্তিতেও ঠিক সেইরূপ—দুর্ব্বল ব্যক্তি যত শীঘ্র অভিভূত হয়, সবল ব্যক্তি তেমন শীঘ্র অভিভূত হয় না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, একবার একটা ডাইনী এক দরিদ্রার বালিকা কন্যাকে মুগ্ধ করে। ডাইনী তাহাকে মুগ্ধ করিয়া কিছুদূরে গিয়াছে, মেয়েটিও যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, এবং গৃহের বাহির হইয়া যাইবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করে। প্রত্যুষে এই ঘটনা হয়। মেয়ের মা জানিতে পারিয়া সেই ডাইনীকে ধরিয়া ফেলে। ক্রমে সেখানে জনতার বৃদ্ধি হয়। তাহার পর বাহিরে পথিমধ্যে ডাইনীকে যত উৎপীড়ন করা হইতে লাগিল, দূরবর্ত্তী রুদ্ধগৃহে পড়িয়া অভিভূতা বালিকা ততই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—যেন তাহাকেই প্রহার করা হইতেছে। ডাইনীকে দুই ঘণ্টাকাল আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। একবার সে ক্রোধভরে নিজেকে ডাইনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। শেষে অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। একজন ওঝাকে ডাকিয়া আনা হইল। ওঝা বালিকাকে ডাইনীগ্রস্ত ঠিক করিল; এবং মন্ত্রপাঠের সহিত ঝাড়-ফুঁক আরম্ভ করিয়া দিল। সেদিন সারাদিন ঐরূপ চলিল; বালিকা কখন সুস্থির ভাবে থাকে—কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার

করিয়া উঠে। একবার ওঝা মন্ত্রপুত করিয়া একবাটী জল বালিকার সম্মুখে রাখিল—এবং বালিকাকে সেই জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে আদেশ করিল। বালিকা একবার জলের দিকে চাহিয়া সভয়ে আকুল চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই জলের মধ্যে প্রাতের সেই ডাইনীর মুখ দেখিতেছে, বালিকা বলিল। "সেই বড় বড় জ্বলন্ত চক্ষু—ভীষণ দৃষ্টি !" বালিকা সেই ডাইনীর রূপ বর্ণনা করিল। ইহা প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা। আরও শোনা ছিল, প্রদীপের আলো ডাইনীগ্রস্তের চক্ষে সহ্য হয় না, তাহা মিথ্যা নহে ; সন্ধ্যার সময় অপর ঘরে প্রদীপ জ্বালিলে, বালিকা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন সেই প্রদীপ তাহার সম্মুখে লওয়া লইল, তখন বালিকা চীৎকার করিয়া উভয় হস্তে মুখ চোখ ঢাকিয়া—দালানে বসিয়া ছিল—ঘরের মধ্যে উঠিয়া যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিল ; অনেকে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই ক্ষীণকায় বালিকা এমত বল প্রকাশ করিল যে, কেহই তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার পর অনেক চেষ্টায় বালিকা সুস্থ হইল। সুস্থ হইবার পূর্ব্বে বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সেই মূর্চ্ছাভঙ্গে বালিকার যে জ্ঞান হইল, তাহা নিজের জ্ঞান। সে তখন সকলকে চিনিতে পারিল। ইহার দুই-তিন দিন পরে তাহাকে সেই ডাইনীর কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। বালিকা বলিল, "সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আগুনের মত সেই চোখ দুটা মনে পড়িলে এখনও আমার ভয় করে।"

হিপ্‌নটিজমে মুগ্ধব্যক্তি মুগ্ধকারী একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। মুগ্ধকারী যদি বলে, তুমি বড় মাতাল হইয়াছ ; মুগ্ধব্যক্তি তখনই ঠিক মাতালের ন্যায় বলিতে, চলিতে ও টলিতে আরম্ভ করিবে। তাহাকে যদি বলা যায়, ঘরে আগুন লাগিয়াছে ; মুগ্ধব্যক্তি তাহাই সত্য মনে করিয়া ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিবে। তাহার চারিদিকে বোল্‌তা উড়িতেছে বলিলে, সে সভয়ে চারিদিকে হস্ত সঞ্চালন করিবে। মুখব্যাদন করিয়া থাকিতে বলিলে, সে ঠিক তাহাই করিবে, কিছুতেই সে নিজের ইচ্ছাক্রমে মুখ বুজিতে পারিবে না। মদ্যপকে মুগ্ধ করিয়া মদ্য-পানে তাহার এমন বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, মদ দেখিয়া সে তখনই ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইবে। একবার একজনকে মুগ্ধ করিয়া বলা হইয়াছিল, তুমি তোমার নাম বলিতে পারিবে না ; তাহাকে যতবার নাম জিজ্ঞাসা করা হইল, সে কিছুতেই নিজের নাম স্মরণ করিয়া বলিতে পারিল না। একবার একজন তোৎলাকে মুগ্ধ করা হইয়াছিল।

মুগ্ধাবস্থায় সে সকল কথা স্পষ্ট বলিতে লাগিল—একটি কথাও জড়াইয়া যায় নাই। আর একজন মুগ্ধকে বলা হইয়াছিল, ঐ দেখ, ঐ লোকটা উপর দিকে পা, আর নীচের দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ সেইরূপ দেখিল—দেখিয়া হাসিতে লাগিল। কোন মুগ্ধব্যক্তিকে একখানি পত্র লিখিতে বলিয়া এইরূপ আদেশ করা হইল, পত্রে া, ি, ক বাদ পড়িবে। ঠিক তাহাই হইল—পত্রের কোন স্থানে া, ি, ক দেখিতে পাওয়া গেল না। মুগ্ধাবস্থায় মুগ্ধব্যক্তির চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত হয়, কাহারও বা সম্পূর্ণভাবে মুদিত থাকে; তথাপি তাহারা দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, নিদ্রা গেলে চক্ষুর তারা যেমন উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, মুগ্ধব্যক্তির ঠিক তাহা হয় না। জাগরিত অবস্থায় যেমন যখন যেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, আমাদিগের উন্মীলিত চক্ষুর তারা সেই-দিকে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, মুগ্ধব্যক্তির নিমীলিত চক্ষুর তারা ঠিক সেইরূপ ভাবে চক্ষুপল্লবের অন্তরালে ঘুরিতে-ফিরিতে থাকে।

গল্পের ভিতরে অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি; এত অল্পের মধ্যে সকল কথা বলা অসম্ভব। মানুষ চেষ্টা করিলে অসীম ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে; মানুষ চেষ্টা করিলে না পারে—এমন কাজ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সফল হইলে আমি সকল শ্রম সার্থক বোধ করিব। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, আহার বিহার করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়—তাহাদের আর কোন ক্ষমতা নাই। মানুষও যদি কেবল পশুবৎ আহার বিহার লইয়া থাকে, তবে মনুষ্য-জন্ম বৃথা। প্রত্যেক লোকেরই এক-একটা উদ্যম থাকা চাই; উদ্যম না থাকিলে মানুষ উন্নতি করিতে পারে না। উদ্যম আছে বলিয়া, মানব-সমাজ দিন দিন উন্নত হইতেছে। অশ্ব অশ্বই আছে, মধুমক্ষিকা মধুমক্ষিকাই আছে; কিন্তু যে মানব একদিন অসভ্য বন্য ছিল, সে আজ হাইকোর্টের জজ। বলিতে পার, এ পর্য্যন্ত কোনও গোজাতি সেই পদ

পাইয়াছে ? এমন এক মহাশক্তি—যাহা পশুদের নাই—তাহা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। সেই শক্তিকে উজ্জীবিত করা চাই। আর্য্যসন্তানগণ তাহাদের নিজের অমূল্য সম্পত্তি যোগবল, আত্মবল, দৈব-বল, ইচ্ছাশক্তি এবং ঐ সকল বলশক্তির মহান্ ও অলৌকিক ক্রিয়া-শীলতার পরিচয় দিন দিন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কয়েকজন বিধর্ম্মী থিয়সফিষ্ট নামে এক নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠিত করিয়া এই সকল বিষয় আলোচনা করিতেছেন—অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন—প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—অনেক স্থানে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। এই ধর্ম্ম-পিপাসু জ্ঞানধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত—আমাদিগের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বরং আমাদিগের অনেকেই তাহাদিগের নিন্দা করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মক্ষুণ্ণতার পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা আমাদিগের মনু, কপিল, গৌতম, পতঞ্জলি, কণাদ, ব্যাস, জৈমিনী, মরিচি, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে পৌরাণিক উপাখ্যানের এক-একটি চরিত্রমাত্র মনে করি ; কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানী থিয়সফিষ্টগণ তাঁহাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী যোগী ঋষি বলিয়াই মনে করেন। আমাদিগের ঘরের রত্ন আমরা চিনিতে পারি না—আমরা এমনই অন্ধ—গঙ্গাতটে বাস করিয়া আমরা পিপাসা-তুর।

জীবন্মৃত-রহস্য

"জীবন্মৃত-রহস্য। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি "হিপ্‌নটিক" উপন্যাস। হিপ্‌নটিজম দ্বারা কি কি অদ্ভুত কার্য্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। এ প্রকারের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। পাঁচকড়ি বাবু চিত্তোত্তেজক (Sensational) এবং ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকেও তাঁহার সুনাম যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাসের মুখ্য 'উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্তরঞ্জন।' জীবন্মৃত-রহস্য পড়িয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসী, ২৭শে চৈত্র, ১৩১০ সাল।

জীবন্মৃত-রহস্য। হিপ্নটিক উপন্যাস। হিপ্নটিক উপন্যাস পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, অথচ উহা হিপ্নটিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষ। ইহার আখ্যান-ভাগ অতীব নৈপুণ্যের সহিত সম্বন্ধ। বিস্ময়াবহ ঘটনা—ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য অসার উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগের জন্য— ইহার চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বৈচিত্র্য, রহস্য-বিন্যাস সকলই সর্ব্বতোভাবে অভিনব, অনাগত এবং প্রশংসার্হ। ইহাতেও হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্য-সুলভ বিবিধ কৌশল— পাঠক অনেককেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ না পাঠ শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। আমরা এখানে হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না—পাঠক পড়ুন—পড়িয়া দেখুন, আমাদের কথাটি কতদূর সত্য। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩১১ সাল।

"Jibanmrita Rahasya." by Babu Panchcori Dey. Those who like an engrossing story will enjoy this latest production from the pen of a brilliant author. The plot is an original one and so worked out that the authorship of the crime will not readily detected by readers. Of course there is a love story in connection with the crime and certain domestic incidents interspersed, making the novel altogether a very interesting one. The reader with more than once be tempted to suppose that he is on the right track ; but he is always deceived and in the end the guilt is laid on the shoulders of one whom few if any, will, suspect. The author's triumph is an uncommon one." The Indian Echo, Oct. 11, 1904.

Jibanmrita Rahasya. by Babu Panchcori De. This is a sensational Hypnotic Novel in Bengalee. This, we are sure, prove interesting to those who like an engrossing story, and will be much delighted by its reading. The Indian Empire, June, 9, 1908.

অঙ্গুলিনির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, ততক্ষণ অতি নিপুণ পাঠককেও ঘোর সংশয়ান্ধকার মধ্যে থাকিতে হয়।" বঙ্গভূমি।

"হত্যাকারী কে ? সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভাষা ভাব চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসার্হ। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিও উৎকৃষ্ট।" বসুধা, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"বাবু পাঁচকড়ি দে বাঙ্গালা পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যথেষ্ট নাম, ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা তাঁহার "হত্যাকারী কে ?" নামক ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আশা করি, তিনি দিন দিন এরূপ উন্নতি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।" জাহ্নবী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"Hatyakari Ke ?"—By Babu Panchkari Dey. The author has already made a name in the field of Bengali literature by his well-known detective stories which are persued with great avidity by the reading public. The present volume entitled "Who is the Murderer" belongs to the series and is prepared with such tact and cleverness that you go through the whole of the book and still you are actually in the dark as to who was the real murderer. The language and style of the composition is all that could be desired and is eminently fitted for the subject it deals. The manner of delineation of the story is happy and your interest for the book grows as you proceed on in its perusal. The two pictures which are beautifully executed evidently enhances the value of the book. All the publications by the author may be had at the Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta." Amrita Bazar Patrika, 10, January, 1905.

"Hatyakari Ke or Who is the Murderer, a detective tale in Bengali by Babu Panchcari Dey who has already made a name as a writer of detective stories. Well illustrated, and fairly well written the book maintains the reputation of the author." The Illustrated Police News. 15, August 1903.

"WHO IS THE MURDERER ?—This is a delightful detective story in Bengali by Babu Panch Kori Dey. The story is attractive and sensational that one can hardly keep it aside before finishing it." The Indian Empire, February 28, 1905.

HATYAKARI KE."—Is detective story by Babu Panchcori Dey which can not fail to interest lovers of sensational literature. The Bengalee, June 22, 1906.

জীবন্মৃত-রহস্য

জীবন্মৃত-রহস্য। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি "হিপ্‌নটিক" উপন্যাস। হিপ্‌নটিজম দ্বারা কি কি অদ্ভুত কার্য্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। এপ্রকারের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। পাঁচকড়ি বাবু চিত্তোত্তেজক (Sensational) এবং ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকেও তাঁহার সুনাম যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্তরঞ্জন।' জীবন্মৃত-রহস্য পড়িয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।" বঙ্গবাসী, ২৭শে চৈত্র, ১৩১০ সাল।

জীবন্মৃত-রহস্য। হিপ্‌নটিক উপন্যাস। হিপ্‌নটিক উপন্যাস পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে ছিল না; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, অথচ উহা হিপ্‌নটিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষ। ইহার আখ্যান ভাগ অতীব নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ। বিস্ময়াবহ ঘটনা—ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য অসার উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগের জন্য—ইহার চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বৈচিত্র্য, রহস্য-বিন্যাস সকলই সর্ব্বতোভাবে অভিনব, অনাগত এবং প্রশংসাই। ইহাতেও হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্য-সুলভ বিচিত্র কৌশল—পাঠক অনেককেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ না পাঠ শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। আমরা এখানে হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না—পাঠক পড়ুন—পড়িয়া দেখুন, আমাদের কথাটি কতদূর সত্য। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩১১।

"Jibanmrita-Rahasya."—By Babu Panchcari Dey. Those who like an engrossing story will enjoy this latest production from the pen of a brilliant author. The plot is an original one and so worked out that the authorship of the crime will not readily detected by readers. Of course there is a love story in connection with the crime and certain domestic incidents interspersed, making the novel altogether a very interesting one. The reader with more than once be tempted to suppose that he is on the right track ; but he is always deceived and in the end the guilt is laid on the shoulders of one whom few if any, will, suspect. The author's triumph is an uncommon one." The Indian Echo. October 11. 1904.

"Jibanmrita-Rahashya." By Babu Panchcori De. This is a sensational Hypnotic Novel in Bengalee. This, we are sure, prove interesting to those who like an engrossing story, and will be chmudelighted by its reading. The Indian Empire, June 9, 1908.







রঘু ডাকাত

ফুরাইয়া গিয়াছিল, শত সহস্র পাঠকের আগ্রহে আবার ছাপা হইল। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত রঘু সর্দারের [illegible] কাহিনী পড়িতে কাহার না কৌতুহল হয়। অনেকেই কেবল দুর্দ্ধান্ত রঘু ডাকাতের নামমাত্র শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব কাযাবলী, অসীম বীরত্বের কথা সকলকেই বিস্ময়-[illegible] চিত্তে পাঠ করিতে হইবে, যাহারা পড়েন নাই, এইবার তাঁহারা পড়ুন, অতি অল্পদিনে [illegible] বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সকলে সত্বর হউন, প্রত্যহ রাশি রাশি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, এবার ফুরাইলে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, এবার এই উপন্যাস চিত্রশোভিত, ও সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৲ মাত্র।

মৃত্যু-রঙ্গিনী

এই উপন্যাসের নায়িকা [illegible] যথার্থই মৃত্যু-রঙ্গিনী বটে। এই রমণী পিশাচী [illegible] ও [illegible], নরহত্যা, নারীহত্যা, স্বামীহত্যা, হত্যার উপরে হত্যা, এই রমণী সাহসে, প্রতাপে, কৌশলে, চাতুর্য্যে, শঠতায়, সকল [illegible] কোনও অংশে রঘু ডাকাতের কম নহে, ইহাকে "মেয়ে রঘু ডাকাত" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুরম্য বাঁধান, (সচিত্র) মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।



হরতনের নওলা

ডিটেকটিভ উপন্যাস

এই উপন্যাসে এক বিরাট খুন-রহস্যের সঙ্গীন মোকদ্দমা, আদালত অভিভূত, কিন্তু যেখানি হরতনের নওলা আসে, সেই বিরাট-রহস্য যেন সূর্য্যোদয়ে নিবিড় অন্ধকার নিমেষে কাটিয়া গেল, সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল—চমকিত—স্তম্ভিত। পুণ্যের দিকে বিজ্ঞ যজ্ঞেশ্বর, সুশীলা ষোড়শী সুন্দরী মনোরমা যেমন জ্যোতির্ম্ময় চরিত্র-চিত্র; তেমনি পাপের দিকে নারকী নবীনচন্দ্র, রূপসী-কলঙ্কিনী কমলিনীর চরিত্র অন্ধকারময় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত —অপূর্ব্ব! (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।





Gupta Press, Calcutta.

বাঙ্গালীর বীরত্ব



এমন চমৎকার উপন্যাস কেহ কখনও পড়েন নাই ; বীরকেশরী গোবিন্দরামের সহিত পাখীর বাগানের প্রসিদ্ধ দস্যু রত্নাপাখীর ভীষণ প্রতিযোগিতা, ভীমাকৃতি ভীমসর্দ্দার, বৃদ্ধ দস্যু রাঘব সেনের বুদ্ধি ও বাহুবল, দস্যুর দুর্গোৎসব, গৃহলক্ষ্মী বিনোদিনীর পতিপ্রাণতা, মুখরা কজ্জলা নামেও কজ্জলা—রূপেও কজ্জলা, কিন্তু গুণে ভুবন উজ্জ্বলা, সতীর হাতে লৌহ কাঙ্কন হইল, দস্যু ঋষি হইল, বাঙ্গালীর গৃহদেবী বিধবা প্রভৃতি সকলই অপূর্ব্ব। আরও আছে—বাইজী জুলিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অন্ধ-কারাকূপ, গৃহদাহ, হে-রে-রে রে হেইত—ডাকাত পড়া, বঙ্গের সমগ্র পল্লীচিত্র, এমন আর হয় না, ১০খানি সুচিত্রিত হাফটোন ছবি আছে, সুরম্য বাঁধান, সে

উপন্যাস সংগ্রহ

১। মানবী না দানবী—(কুহকিনী সুন্দরীর প্রেমের কুহক-লীলা) ২। ভীষণ ষড়যন্ত্র—(প্রতিহিংসার রক্তে সিক্ত প্রেমের শতদল) ৩। আদর্শ সাক্ষী—(বড় মজার চমৎকার গল্প) ৪। রমণী-রহস্য—(চতুরা রমণীর অভিনব প্রেমরঙ্গ) ৫। অভাগিনী—(পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ দুঃসাধ্য হইবে) ৬। কুল-কলঙ্কিনী—(জটিল রহস্যের গোলকধাঁধা) ৭। সর্ব্বনাশী—(সঙ্গিনী সাপিনীর বিষময় দংশন) ৮। হীরার কণ্ঠী—(চমৎকার ডিটেক্‌টিভ গল্প) ৯। বিধির নির্ব্বন্ধ (বিধির লিখন লঙ্ঘন হয় না) ১০। শক্রর কাণ্ড—(বোমা-বিভ্রাটের ভীষণ ঘটনা) ১১। রাণী দুর্গাবতী—(বীর রমণীর বীরত্ব বিকাশ) ১২। প্রণয় প্রতিমা—(পবিত্র প্রণয়ের অমরকাহিনী)

এই ১২ খানি উপন্যাসের চারি আনা হিসাবে মূল্য ধরিলেও ৩৲ তিন টাকার কম নহে, কিন্তু বহুলপ্রচারের জন্য ৷৷৹ বার আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে।

বাণ-বিক্রম

বা উষাহরণ, (গীতাভিনয়) সুকবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিরচিত। প্রসিদ্ধ যাদব বাড়ুয্যের দল যখন ভগ্নপ্রায়, তখন এই পালার অভিনয়ে নবীন তেজে জাঁকাইয়া উঠে, ইহাই ইহার প্রধান প্রশংসা। ইহা বীর করুণ হাস্য ও ভক্তি রসের বন্যা। দারুণ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ শিব বলরাম অনিরুদ্ধ বাণ ও উষা চিত্রলেখা সুরমা সুষমা, আর সেই ভক্তপাগল শান্তিরাম ও কান্তি-

নীলবসনা সুন্দরীর ছবির নমুনা



স্থানাভাবে অন্যান্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নমুনার ছবিগুলি স্থানে স্থানে ছোট আকারে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সকল পুস্তক মধ্যেই এইরূপ বড় আকারের চমৎকার 'ফুল পেজ' হাপটোন ছবি—রাশি রাশি !